পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 349 Friday, 22 November, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ৩৪৯ সংখ্যা ✱ ৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, শুক্রবার, ২২ নভেম্বর, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

এবার কন্যাশ্রী নিয়ে সতর্ক নবান্ন, জারি ৬ নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ নভেম্বরঃ ট্যাবের টাকার জালিয়াতি নিয়ে রাজ্যজুড়ে চলছে তোলপাড়। এখনও পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রের সংখ্যা ছুঁয়েছে প্রায় ৩ হাজার। উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত কমবেশি ৪৮৯টি স্কুল অনলাইনে জালিয়াতির শিকার হয়েছে। সরকার ঠিক করেছে, ছাত্রদের টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে। পাশাপাশি, এই জালিয়াতি চক্র নিয়ে তদন্তও চালিয়ে যাবে পুলিশ। এমনই পরিস্থিতিতে এবার কন্যাশ্রী প্রকল্প নিয়ে আলাদা করে সতর্কতা অবলম্বন করল নবান্ন। ট্যাবের টাকা গায়েবের পরে রাজ্যের নারী ও শিশু সুরক্ষা দফতর নড়েচড়ে বসেছে। উদ্দেশ্য একটাই, আর যেন না নয়ছয় হয় সরকারি টাকা। তাই কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকা পাঠানো নিয়ে এবার ৬ দফা নতুন নির্দেশ জারি হয়েছে জেলায়-জেলায়। জানা গেছে, কন্যাশ্রী পোর্টালের মাধ্যমে লগ-ইন করার সময় কী করতে হবে, সেই নিয়েই রাজ্যের নারী ও শিশু সুরক্ষা দফতরের তরফে এই ছ'দফার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেগুলি হল-

- অবিলম্বে পাসওয়ার্ড বদল করতে হবে প্রত্যেকটি অ্যাকাউন্টের।
- নির্দিষ্ট সিস্টেম ছাড়া অন্য কোথাও অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড সেভ করা যাবে না।
- আপডেট করতে হবে সফটওয়্যার।
- কোনও বেআইনি সফটওয়্যার সিস্টেমে থাকলে তা মুছে ফেলতে হবে।
- সিস্টেমে ভাইরাস প্রোটেকশন লাগিয়ে রাখতে হবে।
- প্রতিনিয়ত সিস্টেমের স্ক্যান করতে হবে।

এই ছ'টি নির্দেশ পালন করতে বলা হয়েছে দফতরের তরফে। শুধু তাই নয়, এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হয়েছে কিনা, সেই রিপোর্টও দফতরে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নারী ও শিশু সুরক্ষা দফতরের তরফে। একাদশ শ্রেণির ছাত্রদের ট্যাব দেওয়ার জন্য সরকার ১০ হাজার টাকা করে বরাদ্দ করেছে। কিন্তু 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পে সেই টাকার বন্টন শুরু হওয়ার সময়ে ভিন্ রাজ্য থেকে দেদার অনলাইন হ্যাকিং শুরু হয়ে গিয়েছে। গত সপ্তাহ খানেক ধরে গোটা বাংলায় এ নিয়ে তোলপাড় চলছে। একাধিক জেলা থেকে ট্যাবের টাকা গায়েব হওয়ার অভিযোগ সামনে এসেছে। খাস কলকাতার যাদবপুর, সরশুনা, জোড়াসাঁকো, গল্ফগ্রিন থানাতেও ট্যাবের টাকা অ্যাকাউন্টে না ঢোকার অভিযোগ দায়ের হয়। এই প্রতারণার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৪০১টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। ৩ হাজার জন ছাত্রের ১০ হাজার টাকা করে টাকা অর্থাৎ ৩ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে হ্যাকাররা। তদন্তকারীরা পুলিশ অফিসারদের সন্দেহ, সর্ষের মধ্যেও ভূত থাকতে পারে। শিক্ষা দফতর তথা শিক্ষকদের কেউ জালিয়াতির সঙ্গে জুড়ে থাকতে পারে। ব্যাক ক্যালকুশেন করে তাদের কাছেও পৌঁছে যেতে চাইছে পুলিশ। এই পরিস্থিতিতে কন্যাশ্রীর টাকা নিয়ে আলাদা সতর্কতা নিচ্ছে রাজ্য।

আমার টাকা দরকার নেই
দলের জন্য দরকার হলে আমি মানুষের কাছে আঁচল পেতে টাকা নেব। মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ নভেম্বরঃ 'পুলিশ-প্রশাসনের একাংশও টাকা খাচ্ছে, যার দায় তৃণমূল নেতাদের ঘাড়ে এসে পড়ছে।' বিকেলে নবান্নের সভাঘর থেকে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই কারণকেই রোজকার মূল্যবৃদ্ধির জন্যও দায়ী করেন তিনি। সম্প্রতি বাজারে সমস্ত আনাজ, শাক, সব্জি, আলু, পেঁয়াজের দাম আকাশ ছুঁয়েছে। রাজ্যের টাস্ক ফোর্স নিয়মিত হানা দিচ্ছে একাধিক বাজারে। তার মধ্যেও ফড়েদের দাপট বেড়েই চলেছে, যার ফলস্বরূপ সাধারণ মধ্যবিত্তদের পকেটে প্রবল টান পড়ছে। এই নিয়েই রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনের একাংশকে কাঠগড়ায় তুললেন মমতা। এদিন বৈঠকে বসে মমতা সরাসরি প্রশ্ন তোলেন, ''আমি একটা পয়সাও নিই না। তাহলে অন্য কেউ নিলে কেন ছাড় পাবে?'' এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বেচারাম মান্না প্রমুখ। তিনি আরও বলেন, ''আমার টাকার দরকার নেই। আমার দলের জন্য টাকার দরকার হলে প্রয়োজনে আমি মানুষের কাছে আঁচল পেতে টাকা নেব। কেউ কেউ ভাবে একে ধরি ওকে ধরি। মাথায় রেখো কেউ বাঁচাবে না, আমি তো অন্তত বাঁচাব না।'' বাংলায় আলুর দাম বৃদ্ধি নিয়ে এদিন কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, ''বাংলায় আলুর দাম বাড়িয়ে অন্য জায়গা থেকে মুনাফা লুটবে, আর আমি চাষিদের জন্য ইনসিওরেন্সের ব্যবস্থা করব, দুটো জিনিস একসঙ্গে চলতে পারে না। এই জিনিস আমি বরদাস্ত করব না।'' রাজ্যে আলু ও পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি নিয়ে দ্রুত টাস্ক

> বাংলায় আলুর দাম বাড়িয়ে অন্য জায়গা থেকে মুনাফা লুটবে, এ জিনিস বরদাস্ত করব না।
> -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ফোর্সের মিটিং ডাকারও নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। অবিলম্বে সীমান্ত সিল করার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, ''আমি তো বাংলা থেকে আলু ছাড়ছিলামও। কিন্তু কী বলেছিলাম? বাংলার প্রয়োজন মিটিয়ে বিক্রি করুন, আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু কী দেখলাম? বাংলায় আলুর দাম বাড়িয়ে ভিন রাজ্যে আলু পাঠিয়ে বাড়তি মুনাফা লুটার চেষ্টা! এটা তো বরদাস্ত করব না।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আলু উৎপাদনে আমরা স্বনির্ভরশীল। তবু আমাদের রাজ্যের মানুষকে কেন বাড়তি দাম দিয়ে আলু কিনে খেতে হবে?'' এরপরই প্রশাসনের শীর্ষ কতার্দের রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে মমতা বলেন, ''আমি তো বলেছিলাম, তোমাদের আলু যদি অতিরিক্ত হয়েও যায় আইসিডিএস, মিড ডে মিলে নিয়ে নেব। তারপরও কীভাবে বাংলার মানুষকে বিপদে ফেলে বাইরে আলু পাঠানোর সাহস হয়? এখনই পদক্ষেপ করুন।''

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের তিন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ মজুমদার ও বেচারাম মান্না। এতদিন মার্কেটিং এবং অ্যাগ্রো মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট ছিল ওঙ্কার মিনার হাতে। এদিন অ্যাগ্রো মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব বেচারামের হাতে তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতি সপ্তাহের স্টক মিলিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এদিন নবান্নের সভাঘরে সাংবাদিক বৈঠক থেকে প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''জয়গাঁতে এত পাথর পড়ে রয়েছে। তোমরা কেন টেন্ডার করছো না। এটা তো ভূমি দফতরের কাজ। তারা চুপ করে বসে আছে। যত বালির জায়গা আছে, পাথরের জায়গা আছে টেন্ডার করে দাও। বেআইনি কয়লা খাদান বন্ধ করো- একথা তো আমি অনেক আগেই বলেছি। সিআইএসএফ টাকা খেলেও তাকে ধরবার অধিকার আছে তোমাদের। কিন্তু আসলে কী হচ্ছে?'' এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''রাজনৈতিক নেতা ৫ টাকা খেলে বলা হয় ৫০০ টাকা খেয়েছে। নেতারা টাকা খাওয়ার আগে তবু দশ বার ভাবে। তাদের রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। নীচুতলার কিছু অফিসার এবং পুলিশের কিছু লোক, যারা সরকারকে ভালবাসে না, তারা এসব নিয়ে ভাবে না। তারা শুধু নিজেদের স্বার্থটা দেখে।'' মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, ''কিছু দালাল আছে, তারা সমাজটা কে এসব করে শেষ করে দিতে চায়। নিজেদের দালালির ভাগ দিয়ে অন্যদের কাছে টানতে চায়।''

বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে পারবে রাজ্যই!
আরজি কর কাণ্ডে জানিয়ে দিল কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ নভেম্বরঃ আরজি করের ঘটনার পরপরই বার বার নির্যাতিতার নাম মুখে এনেছিলেন কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। এরপরই বিনীতের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের আর্জি জানানো হয়েছিল। কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও দায়ের করা হয়। সেই ব্যাপারে নোটিস ইস্যু করতে বলেছিল প্রধান বিচারপতি টিএম শিবজ্ঞানমের বেঞ্চ। নির্যাতিতার নাম বলা নিয়ে প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে রাজ্য পদক্ষেপ করতে পারবে বলে আদালতে জানিয়ে দিল কেন্দ্র। আরজি করের ঘটনায় কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে যদি শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে কোনও ব্যবস্থা নিতে হয় তাহলে সেটা আইন অনুযায়ী রাজ্যই নিতে পারে বলে কলকাতা হাইকোর্টে জানালেন কেন্দ্রের অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী। বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে হওয়া মামলার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রের ডিপার্টমেন্ট অফ পার্সোনাল ট্রেনিংয়ের কাছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জানতে চেয়েছিলেন আইপিএস-দের বিরুদ্ধে প্রাথমিক ভাবে কোনও পদক্ষেপ কে নিতে পারে? তার উত্তরে এদিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, যাঁরা রাজ্যে আপিএস পদে কর্মরত তাঁদের ব্যাপারে পদক্ষেপ করতে পারে রাজ্যই। স্পষ্ট জানানো হয়েছে কোনও শৃঙ্খলা ভঙ্গের ব্যবস্থা যদি নিতেই হয় তাহলে সেটা রাজ্যই নিতে পারে। তবে রাজ্য যদি কোন পদক্ষেপ না নেয় বা রাজ্যের পদক্ষেপে সন্তুষ্ট না হলে কেন্দ্র অ্যাপিল করতে পারে।

আপাতত এই মামলায় মামলাকারীকে ফের রাজ্য-সহ অন্যান্য সব পক্ষকে মামলার কপি দিতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। আগামী ২৩ ডিসেম্বর ফের শুনানি রয়েছে। কেন্দ্রের তরফে এটাও স্পষ্ট করা হয়েছে, এই মামলায় কেন্দ্রকে বাদ দেওয়া হোক। প্রসঙ্গত, বিনীতের বিরুদ্ধে নির্যাতিতার নাম প্রকাশের অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন আইনজীবী অনামিকা পান্ডে। কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার আবেদন জানান তিনি। গত শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্ট জানায়, আরজি কর-কাণ্ডের মূল মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। সেখানেই ওই বিষয়টি জানানোর কথা বলেছিল প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ।

আরজি কর কাণ্ডের তদন্তে গতি আনার দাবি জানিয়ে সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান সিপিএমের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ নভেম্বরঃ আরজি করে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার ১০০ দিন পার। তদন্তে গতি আনার দাবি জানিয়ে পথে নামল সিপিএম। উল্টোডাঙা থেকে সিজিও কমপ্লেক্স পর্যন্ত মিছিল করে ডেপুটেশন জমা আইনজীবী-সহ চারজনের প্রতিনিধি দলের। বোঝাই যাচ্ছে উৎসবের মরসুমের জন্য কিছু দিন কর্মসূচিতে ভাটা পড়েছিল। এখন আবার যথাসম্ভব রাস্তার কর্মসূচির তীব্রতা বাড়াতে চাইছেন বাম নেতৃত্ব। কলকাতায় আরজি কর ঘটনা নিয়ে সিপিএম দু'বার লালবাজার অভিযান করেছিল। লালবাজারে কাছে রাতভর অবস্থানও চলেছিল। আবার সিপিএমের ছাত্র, যুব ও মহিলা সংগঠন শ্যামবাজারে লাগাতার ধর্না কর্মসূচি নিয়েছিল। আর এই প্রথম বামেদের সিবিআই অভিযান। তদন্তের ১০০ দিন পেরিয়ে গিয়েছে। তাই 'আরও কত সময় চাই, জবাব দাও সিবিআই'- স্লোগানকে সামনে রেখে সিজিও অভিযান হয়। বৃহস্পতিবার মহম্মদ সেলিম, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, রামচন্দ্র ডোম এবং এক আইনজীবী-সহ মোট চারজন ডেপুটেশন জমা দেয়। দাবি, প্রাথমিক চার্জশিটে সিবিআই শুধু সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়ের নাম দিয়েছে। অথচ এত বড় ঘটনায় শুধু এক জনই অপরাধী, এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত। তাই দ্রুত দোষীদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। সেলিম বলেন, ''আমরা প্রথম থেকেই সিবিআই তদন্ত চাইনি। নির্যাতিতার পরিবার প্রথম থেকেই সিবিআই চেয়েছিল। আমরা বিচারবিভাগীয় তদন্ত চেয়েছিলাম। চার্জশিটে অনেক ফাঁকফোঁকর আছে। দরকার হলে মানুশের সামনে চার্জশিটের চার্জশিট সামনে আনব।'' বাম যুবনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বলেন, ''রাজ্যের মানুষ সিবিআই-এর ওপরে ভরসা করতে চাইছে। সিবিআই নিজে কর্মতৎপরতা, নিরপেক্ষতা এবং মোটিভ অফ ক্রাইমের সমস্ত কিছু খুলে রাজ্যের মানুষের কাছে রাখবে, এটা মানুষ আশা করছে। নইলে রাস্তাতেই ওদের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। আমাদের মেয়ে মারা গেছে তাঁর ডেডলাইন হয় না। রাজ্যের মানুষ চার্জশিট দেওয়ার জন্য রেডি আছে।''

কেন বাদ দিয়ে দেওয়া হল তিলোত্তমার খুনের তারিখ? তৃণমূল বিধায়কের চিঠি ঘিরে বিতর্ক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ নভেম্বরঃ শান্তনু সেনের অপসারণ চেয়ে চিঠি ঘিরে নতুন বিতর্কে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিল। তিলোত্তমার খুনের দিন বৈঠকের কথা চিঠিতে উল্লেখ করেও তা মুছে ফেলা হল। গত ১৮ নভেম্বর শান্তনু সেনের অপসারণ চেয়ে প্রথম চিঠি কাউন্সিলের সভাপতি সুদীপ্ত রায়ের। সেই চিঠিতে ৯-১০ আগস্ট কাউন্সিলের বৈঠক থাকার কথা স্বীকার করেন সুদীপ্ত। এরপর ১৯ নভেম্বর একই বয়ানে ফের স্বাস্থ্য সচিবকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সেই চিঠিতে আবার উল্লেখ নেই ৯-১০ আগস্টের বৈঠকের কথা। কিন্তু কেন ৯-১০ আগস্টের বৈঠকের কথা লিখেও তা মুছে ফেলা হল? তা প্রশ্ন তুলে মুখ্যসচিবকে ই-মেল করল জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অব ডক্টর্স। ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিলরের সভাপতি হলেন তৃণমূল বিধায়ক সুদীপ্ত রায়। তিনি স্বাস্থ্য ভবনকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেন, ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিলরের একাধিক বৈঠকে শান্তনু সেন গরহাজির ছিলেন। সেজন্য তাঁকে স্টেট রিপ্রেজেন্টিভ মেম্বারের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়ে স্বাস্থ্য সচিবকে চিঠি লিখেছিলেন। আর সেই চিঠির সূত্র ধরেই এই নতুন বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। ১৮ নভেম্বর সুদীপ্ত রায় যে চিঠি লিখেছিলেন, সেখানে তিলোত্তমার খুনের দিন ৯ আগস্ট ও তার পরদিন ১০ আগস্ট যে বৈঠক হয়েছিল, তার উল্লেখ ছিল। ১৯ নভেম্বর আরও একটা চিঠি করেন। সেই চিঠির বয়ানও একই। প্যাডও এক। শুধু ৯-১০ অগস্টের কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু কেন দুটো তারিখের উল্লেখ নেই? তিলোত্তমা কাণ্ডে সিবিআই-ইডি'র নজরে কাউন্সিলের একাধিক সদস্য। খুনের দিন বৈঠক থেকেই আরজি করে যাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন ডব্লুবিএমসি'র সহ সভাপতি সুশান্ত রায়। সেই কারণেই কি সরকারি নথিতে বৈঠক হওয়ার কথা মুছে ফেলা হল? সন্ধিহান জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অব ডক্টর্স। বৈঠকের কার্যবিবরণী থেকে কি মিলতে পারে নয়া তথ্য? সেই কারণেই কি চিঠি থেকে মুছে ফেলা হল ৯-১০ আগস্টের উল্লেখ। রহস্য ঘনীভূত। চিকিৎসক উৎপল গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ''এই ঘটনাগুলো ইচ্ছা করে বাদ দেওয়া হল। কোনও কিছুকে চাপা দেওয়ার জন্য? আমরা এর কোনও সদুত্তর পাচ্ছি না।''

আমেরিকায় ঘুষকাণ্ড! আদানীকে গ্রেফতারের দাবিতে সরব রাহুল গান্ধি

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বরঃ ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে ফের একবার উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে শিল্পপতি গৌতম আদানির বিরুদ্ধে ওঠা ঘুষ এবং আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ। সাম্প্রতিক একটি সংবাদ সম্মেলনে কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ শানিয়ে বলেন, ''আদানিকে সুরক্ষা দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী।'' তিনি দাবি করেছেন যে আদানির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি অত্যন্ত গুরুতর এবং এই পরিস্থিতিতে আদানির গ্রেফতারি এবং জিজ্ঞাসাবাদ অবিলম্বে হওয়া উচিত। গৌতম আদানি, যিনি ভারতের অন্যতম বৃহত্তম ব্যবসায়ী এবং আদানি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা, তার ব্যবসার বিস্তারের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদির সরকারের সময় একটি বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। আদানির ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের উত্থানের পেছনে মোদির সরকারের নীতিমালার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। রাহুল গান্ধি একাধিকবার এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং তিনি দাবি করেছেন যে আদানি এবং মোদি দুজনেই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। রাহুল বলেছেন, ''যদি আদানির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়, তাহলে তাকে শুধু গ্রেফতার করাই নয়, বরং তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এটি ইঙ্গিত করে যে কিভাবে উচ্চ পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে না।'' আমেরিকায় গৌতম আদানি এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকার ঘুষ এবং আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠেছে। এ অভিযোগগুলি আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতের ব্যবসায়ী এবং রাজনৈতিক চিত্রের প্রতি একটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যদি এসব অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তাহলে ভারতের ব্যবসায়ী সমাজের

উপর একটি বিরাট প্রশ্নচিহ্ন উঠে যাবে। এই ঘটনার পর রাহুল গান্ধি সাংবাদিকদের সামনে এসে বলেছেন, ''এই কেলেঙ্কারির পেছনে কেবল আদানির নামই নয়, বরং প্রধানমন্ত্রী মোদির নামও জড়িত। তিনি আদানির জন্য একটি নিরাপদ গণ্ডি তৈরি করেছেন, যা আমাদের গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর।' রাহুল গান্ধির এই আক্রমণটি কংগ্রেসের নির্বাচনী কৌশলের একটি অংশ বলেও মনে হচ্ছে। আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে, কংগ্রেস নেতারা রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার জন্য এই ঘটনার যথাযথ ব্যবহার করতে চাইছেন। রাহুল বলেছেন, ''এই ধরনের দুর্নীতির ঘটনা সাধারণ জনগণের বিশ্বাসকে নষ্ট করে। আমাদের গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে এবং এর জন্য আদানির গ্রেফতারি জরুরি।'' এছাড়াও, রাহুল গান্ধি বলেছেন, ''মোদি সরকার একাধিকবার দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তারা নিজেদের সমর্থকদের দুর্নীতি লুকিয়ে রেখেছে। আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি উঠছে, সেগুলি সরকারের দুর্নীতির একটি প্রতিফলন।'' রাহুলের এই দাবির পর সাধারণ জনগণের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন যে, রাজনীতির এই ধরনের আচরণ দেশটির রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলবে। কিছু মানুষ রাহুলের বক্তব্যকে সমর্থন করছেন, কারণ তারা বিশ্বাস করেন যে ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। অন্যদিকে, কিছু সমর্থক মনে করছেন যে রাজনীতির এই ধরনের ব্যবহারে জনগণের সমস্যা সমাধানে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয় না। গৌতম আদানি এবং তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি ভারতের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। রাহুল গান্ধির বক্তব্যগুলো রাজনৈতিক দৌড়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করবে। আদানি এবং মোদির সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে, আগামীদিনগুলোতে রাজনৈতিক নাটকের নতুন পর্যায় শুরু হতে পারে।

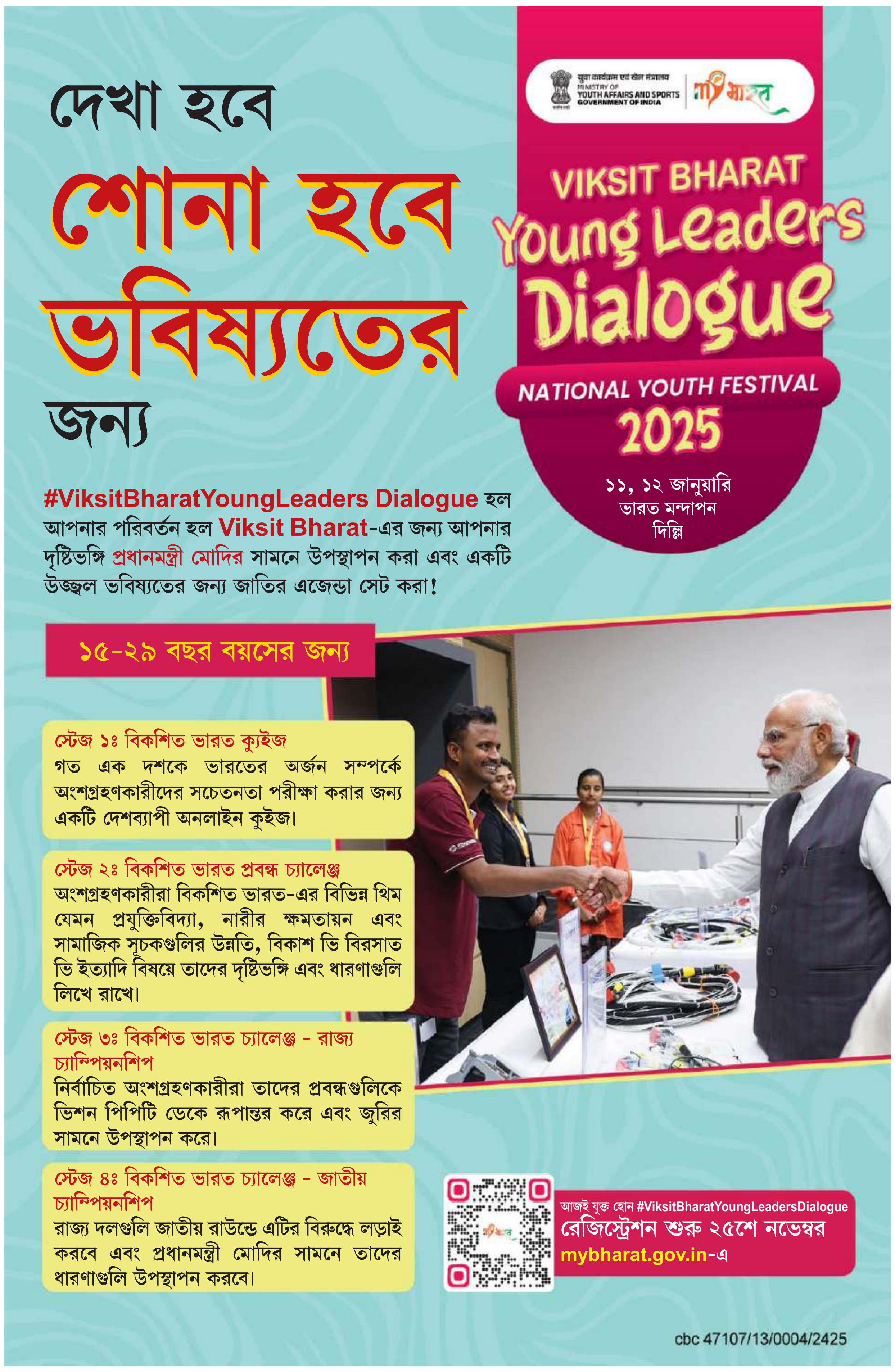

বন্ধন ব্যাঙ্ক কর্মীর কাছ থেকে বিপুল নগদ টাকা ছিনতাই, চাঞ্চল্য গোয়ালপোখরে

উত্তর দিনাজপুর, ২১ নভেম্বর ঃ বন্ধন ব্যাঙ্কের এক কর্মীর কাছ থেকে ৪৭ হাজার ২০০ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছ।ালো উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখরে। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর থানার গোয়ালমারি এলাকায়। বন্ধন ব্যাঙ্কের শান্তিনগ। শাখার রিলেশনশিপ অফিসার (আরও) উত্তম কুমার দাস কয়েকটি গ্রাম থেকে কিস্তির টাকা সংগ্রহ করে শান্তিনগ।রে দিকে ফিরছিলেন।অভিযোগ, সেই সময় গোয়ালমারি এলাকায় একটি বাইকে তিন দুষ্কৃতী তাঁর পথ আটকে দাঁড় করায়। এর পর আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে টাকার ব্যাগ ছিনতাই করে চম্পট দেয়। দুষ্কৃতীরা সকলেই হেলমেট পড়ে ছিল বলে দাবি করেছেন উত্তম কুমার দাস। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মায়ের পারলৌকিক ক্রিয়ায় যোগদানের জন্য অর্পিতার প্যারোল মঞ্জুর বিশেষ আদালতের

কলকাতা, ২১ নভেম্বর ঃ নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে জেলবন্দী অর্পিতা মুখার্জীর মায়ের মৃত্যু হয়েছে। সেই কারণে বিশেষ আদালত বৃহস্পতিবার ৫ দিনের জন্য প্যারোলে মুক্তিঃ দিয়েছে অর্পিতাকে।জানা গেছে, অর্পিতার মা থাকতেন বেলঘরিয়াতে। তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়ায় যোগদানের জন্য প্যারোল মঞ্জুর করেছে বিশেষ আদালত।উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতিতে ২০২২ সালের ২৩ জুলাই ইডির হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। অর্পিতার ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয়েছিল নগদ ২১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। সঙ্গে প্রচুর বিদেশি মুদ্রা এবং সোনার গয়না। গ্রেফতারির পর কেটে গেছে ২ বছর ৪ মাস। এখনও দুজনেই জেলে। অর্পিতার মা থাকতেন বেলঘরিয়ায়। তার মৃত্যুর পর অর্পিতা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং অন্যান্য ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণের জন্য প্যারোলের জন্য আদালতে আবেদন করেছিলেন, যা মঞ্জুর হয়েছে। তাকে পাঁচ দিনের প্যারোলে মুক্তি দিয়েছে আদালত।

সান্দাকফু ঘুরতে গিয়ে মৃত্যু কলকাতার পর্যটকের, এবার কড়া নিয়ম পাহাড় ভ্রমণে

কলকাতা, ২১ নভেম্বর ঃ সান্দাকফু ঘুরতে গিয়ে মৃত্যু হল কলকাতার পর্যটকের । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম আশিস ভট্টাচার্য (৫৮)। তিনি কলকাতার ভবানীপুরের বাসিন্দা। মঙ্গলবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। চলতি বছর এনিয়ে দু'জন পর্যটকের মৃত্যুর ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। প্রশাসন সূত্রে খবর, পাহাড়ে বেড়াতে আসা পর্যটকদের জন্য আরও কড়া নিয়ম চালু করার কথা ভাবছে তারা। শীঘ্রই পর্যটকদের শারীরিক পরীক্ষা চালু হতে পারে সেখানে। দার্জিলিং সদরের মহকুমাশাসক রিচার্ড লেপচার বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, প্রশাসনের তরফে জিটিএ-র সঙ্গে আলোচনা করে পাহাড়ে বেড়াতে আসা পর্যটকদের জন্য স্বাস্থ্য সম্পর্কিত একটি নির্দেশিকা জারি করা হবে। যা আগামী সপ্তাহ থেকে কার্যকর করা হবে।প্রশাসন সূত্রে খবর, ১৮ নভেম্বর আত্মীয়দের সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে আসেন ওই পর্যটক। ১৯ নভেম্বর তাঁরা সান্দাকফু বেড়াতে যান। সান্দাকফু যাওয়ার আগে দার্জিলিং থেকে ৪৩ কিলোমিটার দূরে ধোতরেতে তাঁরা রাত্রিযাপনের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সেখানে আশিস ভট্টাচার্যর তীব্র শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। তাঁকে দ্রুত সেখান থেকে সুখিয়াপোখরি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। ময়নাতদন্তের পর দেহ বুধবার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার পরিবারের সদস্যরা দেহ নিয়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন। প্রশাসনের তরফে দেহ বাড়ি নিয়ে যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা অবহেলিত কেরলঃপিনারাই বিজয়ন

তিরুবনন্তপুরম, ২১ নভেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। বৃহস্পতিবার বিজয়ন অভিযোগ করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা অবহেলিত কেরল। তিনি বলেছেন, কেরলের চাহিদা কার্যকরভাবে সংসদে উপস্থাপন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যবশত, কেন্দ্র থেকে অবহেলার সম্মুখীন হচ্ছে কেরল। ঋণ গ্রহণের সীমা মারাত্মকভাবে কাটা হয়েছে, যা রাজ্যের আর্থিক পরিকল্পনাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে। মুন্ডক্কাই এবং চুরমালা বিপর্যয়গুলি ছিল দেশের সবচেয়ে খারাপ দুর্যোগগুলির মধ্যে একটি।কেরলের মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ন আরও বলেছেন, কেন্দ্রের কাছে আমাদের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে জানানো সত্ত্বেও, আমরা যে বিশেষ আর্থিক সাহায্যের অনুরোধ করেছি তা আমরা পাইনি। আমরা তাক্ষণিক এবং প্রত্যাশিত উভয় খরচ বিবেচনা করে ১,২২২ কোটি টাকার সহায়তা চেয়েছি। তবে কেন্দ্রের তরফ থেকে কোনও সদর্থক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এসডিআরএফ (স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফান্ড) বিশেষ সাহায্য নয় - এটি একটি নিয়মিত বরাদ্দ।

শীশমহল বিতর্কে কেজরির বাড়ির বাইরে বিক্ষোভ বিজেপির, তোপ কৈলাশের

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর ঃ শীশমহল বিতর্কে দিল্লিতে আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক তথা দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দদ কেজরিওয়ালের বাড়ির বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল বিজেপি। বৃহস্পতিবার কেজরি ওয়ালের বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিপুল সংখ্যক বিজেপি কর্মীরা। নেতৃত্ব দেন বীরেন্দ্র সচদেবা, মনোজ তিওয়ারি, কৈলাশ গেহলট প্রমুখ।আম আদমি পার্টি ছেড়ে সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া কৈলাশ গেহলট বলেছেন, আমরা এখানে 'শীশ মহল' ইস্যুতে প্রতিবাদ করতে এসেছি। আমি যখন অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে চিঠি লিখেছিলাম, তখন আমি স্পষ্ট লিখেছিলাম যে শীশমহল নিয়ে বিতর্ক তৈরি করা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। এএপি-র মূল নীতির সঙ্গে আপস করার এটি একটি উদাহরণ। কৈলাশ আরও বলেছেন, আমি মনে করি এবার দিল্লিতে বিজেপি সরকার গঠন করবে। দিল্লিতে কাজ না করায় মানুষ সমস্যায় পড়েছে - নর্দমা উপচে পড়ছে, পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে না, রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমি আত্মবিশ্বাসী যে দিল্লির জনতা এবার বিজেপিকে জয়ী করবে।'শীশ মহল' বিতর্ক নিয়ে এএপি-র জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাসভবনের কাছে বিক্ষোভ করার সময় দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা এবং দলীয় কর্মীরা-সহ কয়েকজন বিজেপি নেতাকে পুলিশ আটক করেছে।

ঝাড়খণ্ডে বিজেপি-এনডিএ সরকার গঠন করবে, আশাবাদী শিবরাজ চৌহান

রাঁচি, ২১ নভেম্বর ঃ ঝাড়খণ্ডে বিজেপি-এনডিএ সরকার গঠন করবে, আশাপ্রকাশ করে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা শিবরাজ সিং চৌহান। ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে গুরুদায়িত্ব ছিল শিবরাজের কাঁধে। ভোট শেষ হয়েছে, ২৩ নভেম্বর ফল ঘোষণা। আর বৃস্পতিবার ঝাড়খণ্ড ছেড়ে মধ্যপ্রদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন তিনি।তার আগে রাঁচিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, মধুর স্মৃতি নিয়ে আমি ঝাড়খণ্ড ছাড়ছি। এই রাজ্য সম্পদে পরিপূর্ণ, এখানে এমন অনেক কিছু আছে, যাতে ঝাড়খণ্ড উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় পৌঁছতে পারে। এখানে বিজেপি-এনডিএ সরকার গঠিত হবে। ঝাড়খন্ড নিজস্ব সম্পদগুলি দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করবে এবং সমৃদ্ধ, বিকশিত, ক্ষমতায়িত এবং অনুপ্রবেশকারী মুক্ত হবে।

ইন্দোর সিমবায়োসিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মোহন যাদব

ইন্দোর, ২১ নভেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার ইন্দোরে আসছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মোহন যাদব। জনসংযোগ আধিকারিক মণীশ গুপ্তা জানিয়েছেন যে, ডাঃ মোহন যাদব ১২.৪৫ মিনিটে ইন্দোরের দেবী অহিল্যাবাই বিমানবন্দররে পৌঁছাবেন এবং সেখান থেকে তিনি ইন্দোরের সিমবায়োসিস ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লায়েড় সায়েন্সের ৬ তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। দুপুর ২.১৫ মিনিটে ইন্দোর বিমানবন্দর থেকে উজ্জয়িনীর উদ্দেশে রওনা দেবেন ।

সংবাদ সম্মেলন করে জানালেন কামিন্স

পার্থ, ২১ নভেম্বর ঃ রাত পোহালেই শুরু হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া মহারণ। বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি খেলতে মুখোমুখি হবে দুই দল। পার্থে হবে পাঁচ ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্ট।প্রথম টেস্টের প্রাক্কালে বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলন করেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। কামিন্স বলেন,শেষ দুবারই এই সিরিজে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে ভারত। এবার সেটি হতে দেবে না অস্ট্রেলিয়া। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি জিততে পারাটা খুবই ভালো বিষয় হবে। ভারত ভালো দল, তবে

বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২১ নভেম্বরঃ এআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনর্বন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘঃটায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেহ হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির । এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য । ২১ বছরের রোগাসোগা কনকরাজ এস সানবাঁধানো মেছেয় বসেছিল হাঁটু মুড়ে । সে স্থানীয় কলেজে পড়ে । বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের মাঠে ঠিকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয় মাঝেমাঝে । একদিনে সে উপায় করতে পারে ৩৫০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার) । কিন্তু, এই ধরনের কায়িক শ্রম দুঃসহ হয়ে ওঠে গরমে । শহরে কোনো কারখানায় কাজ করলে মজুরি কিঞ্চি বেশি পাওয়া যাবে ঠিকই । কিন্তু, বাসে যাতায়াতের খরচ আছে । থাকতেও হবে শহরে অনেক বেশি খরচে সকলের সঙ্গে মিশে ।কারিয়ায় কনকরাজ মাঠের চেয়ে ঘন্টা প্রতি উপার্জন করে অনেক বেশি । কাজটা তার ভালো লাগে এবং সহজও ।

ভারতীয় ও আমেরিকার আইন ভঙ্গ করেছেন আদানিঃরাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর ঃ ঘুষ-কাণ্ডে নাম জড়ানোর পরেই শিল্পপতি গৌতম আদানিকে গ্রেফতার করার দাবি তুললেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বললেন, আদানিকে সুরক্ষা দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। আমেরিকায় গৌতম আদানি-সহ সাত জনের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকার ঘুষ এবং আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ ঘিরে শোরগোল শুরু হতেই বৃহস্পতিবার দুপুরে কংগ্রেস সদর দফতরের সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন রাহুল গান্ধী।তিনি বলেছেন, এটা এখন বেশ স্পষ্ট এবং আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত যে মিস্টার আদানি ভারতীয় এবং আমেরিকার আইন ভঙ্গ করেছেন। আমেরিকায় তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। আমি ভাবছি কীভাবে মিস্টার আদানি এদেশে মুক্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীদের গ্রেফতার করা হয়েছে, আদানি দৃশ্যত ২০০০ কোটি টাকার কেলেঙ্কারি করেছে এবং সম্ভবত আরও একাধিক, কিন্তু সে মুক্তভাবে চলছে। প্রধানমন্ত্রী মিস্টার আদানিকে রক্ষা করছেন এবং প্রধানমন্ত্রী মিস্টার আদানির সঙ্গে দুর্নীতিতে জড়িত।রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, আমরা এই বিষয়টি উত্থাপন করছি। এই বিষয়টি উত্থাপন করা বিরোধী দলনেতা হিসাবে আমার দায়িত্ব। প্রধানমন্ত্রী মোদী এই মানুষটিকে ১০০ শতাংশ রক্ষা করছেন। এই ব্যক্তি দুর্নীতির মাধ্যমে ভারতের সম্পদ অর্জন করেছেন। তিনি বিজেপিকে সমর্থন দেন, এটা প্রতিষ্ঠিত। জেপিসি আমাদের দাবি, কিন্তু আমরা চাই আদানিকে গ্রেফতার করা হোক। কিন্তু আমরা জানি যে তাকে গ্রেফতার করা হবে না, কারণ ভারতের প্রধানমন্ত্রী আদানিকে সমর্থন করেন, তিনি তার রক্ষক।

শপথ নিলেন কে সঞ্জয় মূর্তি, ভারত পেল নতুন নিযন্ত্রক ও অডিটর জেনারেল

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর ঃনিযুক্ত হয়েছিলেন গত সোমবার, আর বৃহস্পতিবার ভারতের নতুন নিযন্ত্রক ও অডিটর জেনারেল (ক্যাগ) হিসাবে শপথ নিলেন কে সঞ্জয় মূর্তি। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত এক শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ১৯৮৯ ব্যাচের ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস (আইএএস) অফিসার কে সঞ্জয় মূর্তিকে ভারতের নতুন নিযন্ত্রক ও অডিটর জেনারেল (ক্যাগ) হিসাবে শপথবাক্য পাঠ করান।গিরিশ চন্দ্র মুর্মুর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন কে সঞ্জয় মূর্তি। গিরিশ চন্দ্র মুর্মু ২০২০ সালের আগস্টে ক্যাগ নিযুক্ত হন। ক্যাগ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার প্রাক্কালে উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন কে সঞ্জয় মূর্তি। ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল।

সরকারি কাজে বাধা! আটক কল্যাণীর বিজেপি বিধায়ক অম্বিকা রায়

কল্যাণী, ২১ নভেম্বর ঃ সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে কল্যাণীর বিজেপি বিধায়ক অম্বিকা রায়কে আটক করল পুলিশ। কল্যাণীর কাছারিপাড়ায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের জমিতে পাঁচিল দেওয়ার কাজ চলছি। সেই কাজে বিগত কয়েকদিন ধরেই বাধা দিচ্ছিলেন বেশ কয়েকজন, এমনটাই অভিযোগ।অভিযোগ, সেই ব্যক্তিদের না কী মদত দিচ্ছিলেন ওই বিজেপি বিধায়ক অম্বিকা। গতমঙ্গলবার বিকেলে এই বিষয়টিতে সব পক্ষকে নিয়েই মহকুমা শাসকের দফতরে বৈঠক হয়। অভিযোগ, তারপরও বৃহস্পতিবার কাজে বাধা দেয় তারা।

মায়া সেনের জন্মদিনে মঞ্চস্থ রবীন্দ্র গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা'

কলকাতা,২১নভেম্বরঃস্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠিত ' সখী সমিতির' উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ ২৭ বছর বয়সে রচনা করেন তার তৃতীয় গীতিনাট্য ' মায়ের খেলা'। পরবর্তীতে শেষ বয়সে এই গীতিনাট্যকে নৃত্যনাট্যের রূপ দেন তিনি। প্রবাদ প্রতিম সংগীত শিল্পী মায়া সেনের জন্মদিন উপলক্ষে কলকাতার মধুসূদন মঞ্চে সাগরময় ভট্টাচার্য্য-র পরিচালনায় গত বুধবার অনুষ্ঠিত হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই গীতিনাট্য ' মায়ের খেলা'।সঙ্গীতাংশে ছিলেন সাগরময় ভট্টাচার্য্য,অদিতি দে চট্টোপাধ্যায়,বাংলাদেশের শিল্পী জাহানজীব সরোয়ার শিমুল, শুক্লা মজুমদার,এ বাংলার অনুরাধা বসু,সোমদত্তা চট্টোপাধ্যায়, দেবাশিস মুখোপাধ্যায় এবং আরও বহু বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ। নৃত্যাংশে ছিলেন শান্তিনিকেতনের শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়,পল্লবী রুজ,দেবরূপ সরকার,সমতীর্থ রায় চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ। নৃত্যপরিচালনায় ছিলেন শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়। সামগ্রিক পরিচালনায় ছিলেন সাগরময় ভট্টাচার্য্য।২৭ বছর বয়সে রচিত মায়ার খেলা গীতিনাট্যের বেশ কিছু বর্জিত গান- সেই শান্তিভবনভুবন কোথা গেলো,আমি কারে ও বুঝি নে, ইত্যাদি শোনা যায়. এই অনুষ্ঠানে। আমার পরান যাহা চায়, সকল হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি যারে,ওই মধুর মুখ জাগে মনে ইত্যাদি একক পরিবেশনা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তবে সমবেত সঙ্গীত সমগ্র অনুষ্ঠানটি কে অন্য মাত্রা দিয়েছে, এটা বলাই বাহুল্য। নৃত্য পরিবেশনাও ছিল এককথায় অনবদ্য। এছাড়াও, রবিচেতন শিক্ষায়তনের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয় একটি বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান এ আঁধার হবে ক্ষয়। প্রায় ৭৫ জন শিল্পী সমবেতভাবে এদিন মঞ্চে পরিবেশন করেন নির্বাচিত ১০ টি রবীন্দ্রসঙ্গীত। পরিচালনায় ছিলেন সাগরময়.ভট্টাচার্য্য। অনুষ্টানে বিশেষ অতিথি ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য মায়ার খেলা পরিবেশনা নিয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার, ইংরেজীঃ২১নভেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৯ কার্ত্তিক, চান্দ্রঃ ১৩ কেশব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ১ অহগ্রহায়ণ কার্ত্তিক ১৯৪৬,মৈতৈঃ ১৩ হিয়াঙ্গৈ, আসামঃ২৮ কাতি, মুসলিমঃ১২-জমাদিউল-আউয়াল-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫১ঃ১৩ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৫০ঃ১৫।চন্দ্র উদয়ঃবিকাল ০৩ঃ৩২ঃ২৬(১৪) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৫ঃ৩৯(১৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ চতুর্দশী (রিক্তা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ২৭ঃ৩৮ দং ৫৮৫৯১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ৫৬ দং ৪৬২২৭.৫ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ০৬ঃ৩৭ঃ২৮ দং ৩১৫৫২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃসিদ্ধি সকাল ঘ ১১ঃ২৬ঃ৩৩ দং ১৩৫৮৫ পর্যন্ত পরে ব্যতীপাতঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ৫১ঃ১৯ থেকে - ০৭ঃ১৯ঃ১১ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ১০ঃ৪০ থেকে - ০২ঃ৩৮ঃ৩২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৪২ঃ২৪ থেকে - ০৯ঃ১০ঃ৪০ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৪৬ঃ৫২ থেকে - ০৩ঃ১৫ঃ০৭ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ০৭ঃ১১ থেকে - ০৫ঃ৫১ঃ১৯ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৯ঃ৩০ঃ৫৯ থেকে - ১০ঃ১৪ঃ৫৫ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ ০৮ঃ১৮ঃ৩৬ থেকে - ০৯ঃ১০ঃ৪০ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০২ঃ০৫ঃ৩৫ থেকে - ০৩ঃ২৭ঃ৫৮ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৩ঃ২৭ঃ৫৮ থেকে - ০৪ঃ৫০ঃ২০ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ১১ঃ২০ঃ৫০ থেকে - ১২ঃ৫৮ঃ২৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৬২৮২১৪২ (১৬) ৩ পদচন্দ্রঃ ০১৫৩৬৫৮ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ৩৬৫৩১৭ (৮) ২ পদবুধঃ ৭১৯৫৩২৫ (১৮) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১২৬৬২৫ (৫) ১ পদশুক্রঃ৮৯৭৩৮ (১৯) ৩ পদশনিঃ১০১৫১১৫৫ (২৪) ৩ পদরাহুঃ১১১২৪২৮ (২৬) ৩ পদকেতুঃ৫১২৪২৮ (১৩) ১ পদবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃতুলা রাশি সকাল ০৬ঃ০১ঃ৫৪ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ০৮ঃ১৭ঃ৩৯ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ১০ঃ২২ঃ৫৭ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১২ঃ০৯ঃ৫০ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি দুপুর ০১ঃ৪৩ঃ১৪ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০৩ঃ১৪ঃ১৭ পর্যন্ত। মেষ রাশি বিকাল ০৪ঃ৫৪ঃ৫১ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৬ঃ৫৩ঃ১৪ পর্যন্ত। মিথুন রাশি রাত্র ০৯ঃ০৬ঃ৩৫ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ১১ঃ২২ঃ১৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ৩৩ঃ৩৮ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ৪৩ঃ৪৯ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে অধিকাংশ জেলায় এখনই জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা আছে। তবে, আরো শীঘ্রই তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.৬ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ১৯.২ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৯শতকরা এবং ৪১ শতকরা। জোয়ার-সকাল ১০ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল ৯ টা ৫০মনিট এবং রাত ১ টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৪৯ মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৪৭মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃ ক্ষুদ্র চাষিরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে ফসল বাঁচানোর চেষ্টা করুন। লটারি বা শেয়ারে মোটা টাকা বিনিয়োগ করবেন না।শুভদিন হবে।

বৃষ রাশিঃছোট ব্যবসায় অতিরিক্ত বিনিয়োগের ফলে মুনাফা বৃদ্ধি পাবে। মধ্যবয়সি জাতক-জাতিকারা ডাক্তারকে দিয়ে মাঝে-মধ্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করুন। অর্থ ব্যয় হবে।

মিথুন রাশিঃ কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। চাকরিস্থানে সুনাম বৃদ্ধি। বয়স্করা বাতজ বেদনায় কষ্ট পেতে পারেন। নব-বিবাহিতদের বৈবাহিক জীবন সুখের আজ থেকে শুরু হবে।

কর্কট রাশিঃবাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জমানো টাকা খরচ হতে পারে। সংসারে শান্তি হতে পারে।

সিংহ রাশিঃক্ষুদ্র চাষিরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে ফসল বাঁচানোর চেষ্টা করুন। আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতি।

কন্যা রাশিঃ পরিবারে কারও চিকিৎসার জন্য ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। সংসারে শান্তি হতে পারে।

তুলা রাশিঃব্যবসায়ীরা পাওনা টাকা আদায় নিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশিঃ শিক্ষার্থীদের নিজের উদাসীনতার জন্য ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। শুভ দিন।

ধনু রাশিঃ কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে কাজ করলেও সেই অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবেন না।

মকর রাশিঃ অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন।।

কুম্ভ রাশিঃ সন্তানের পরীক্ষায় শুভ দিন হতে পারে আজকে। অর্থব্যয়।

মীন রাশিঃ আর্থিক উন্নতি হবেই।

বালির নিহত তবলা শিক্ষকের খুনের তদন্তে জিআরপিকে সহায়তা করবে সিআইডি

যেখান থেকে দেহ উদ্ধার হয়েছে সেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন ডিআইজি সিআইডি সহ অন্যান্য আধিকারিকরা

সুমন আদক, বালি, ২১ নভেম্বরঃ বালির নিহত তবলা শিক্ষকের খুনের তদন্তে জিআরপিকে সহায়তা করবে সিআইডি, যেখান থেকে দেহ উদ্ধার হয়েছে সেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন ডিআইজি সিআইডি সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। প্রসঙ্গত, ডাউন কাটিহার এক্সপ্রেসে থেকে উদ্ধার হয় তবলা বাদকের রক্তাক্ত দেহ। হাওড়ার বালির বাসিন্দা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের দেহ উদ্ধার হয় ওই ট্রেনের প্রতিবন্ধী কামরা থেকে। তিনি কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশনের অবসরপ্রাপ্ত তবলা শিক্ষক ছিলেন। এই ঘটনার পর ট্রেনে যাত্রী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মৃতের পরিবার। মৃতের স্ত্রী রীনা চট্টোপাধ্যায় জানান, কাটিহারে প্রতি মাসে যেতেন তাঁর স্বামী। সেখানে ওনার অনেক ছাত্র রয়েছে। তাঁদেরই তালিম দিতে যেতেন তিনি।

বিশেষভাবে সক্ষম ছিলেন সৌমিত্রবাবু। ফেরার দিন রাত থেকে তাঁর সঙ্গে আর পরিবারের লোকজন যোগাযোগ করতে পারেননি। সুইচড অফ ছিলো মোবাইলের। পরের দিন খবর পেয়ে হাওড়া জিআরপিতে ছুটে যান বাড়ির লোকজন। ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখতে পান। এটি খুনের ঘটনা বলেই মনে করছেন মৃতের পরিবার। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন প্রতিবন্ধী কামরায় কেন নিরাপত্তা নেই। যাত্রী সুরক্ষা নিয়েও প্রশ্ন

তুলেছেন তাঁরা। হাওড়ার বালির ঘোষপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন সৌমিত্র বাবু। সোমবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ কাটিহার থেকে ট্রেনে উঠেছিলেন তিনি। এরপর মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ ট্রেন হাওড়া স্টেশনে ঢোকে। এরপরই ট্রেনের বাঙ্কে সৌমিত্র বাবুর দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। সৌমিত্র বাবুর স্ত্রী জানান, ১২ বছর কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশনের তবলার শিক্ষক ছিলেন সৌমিত্র। সেখানে মিশনের বাইরেও অনেককে তবলা শেখাতেন। অবসর নেওয়ার পরও নিয়ম করে ক্লাস করাতেন কাটিহারে। সেখানেই গিয়েছিলেন সোমবার। সৌমিত্র বাবুর ছেলে অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায় বলেন, বাবা সোমবার কাটিহার থেকে কাটিহার - হাওড়া ট্রেন ধরেছিলেন। ট্রেনে উঠে উনি

ফোন করেন। পরের দিন সকাল ৮টা নাগাদ বাড়ি পৌঁছে যাবার কথা। কিন্তু ১০টা বেজে গেলেও তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। এই পরিস্থিতিতে আমি এবং মা বারে বারে বাবাকে ফোন করি। কিন্তু উনি ফোন ধরেননি। সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত ওনার কোন খবর না পেয়ে নিশ্চিন্দা থানায় জানানো হয়। থানার তরফ থেকে হাওড়া জিআরপিতে যোগাযোগ করতে বলা হয়। জিআরপিতে ফোন করা হলে তখন কাটিহার- হাওড়া এক্সপ্রেসের স্পেশাল কামরায় একজনের মৃতদেহ উদ্ধারের বিষয়টি জানানো হয়। এই খবর পেয়ে আমরা হাওড়া জিআরপিতে সনাক্তের জন্য যাই। সেখানে দেখি মৃত ব্যক্তিই আমার বাবা। বাবার কাছে একটি ব্যাগ ছিল। সেই ব্যাগে ব্যাঙ্ক আধার কার্ড, টাকা প্রভৃতি সব জিনিস ছিল। কিন্তু সেগুলো পাওয়া যায়নি। এই পরিস্থিতিতে রেলে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি। আমরা চাইছি যত দ্রুত সম্ভব দোষীকে গ্রেফতার করা হোক। সম্পর্কে শ্যালক ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য বলেন, ফোনে সৌমিত্র বাবুর খোঁজ না পেয়েই পরিবারের তরফে হাওড়া জিআরপিতে যোগাযোগ করা হয়েছিল। জিআরপির পক্ষ থেকে তখন জানানো হয় কাটিহার এক্সপ্রেস থেকে একটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। সেই দেহ সনাক্ত করার জন্য জিআরপি থানায় আসতে বলা হয়। সেই মতো পরের দিন সকালে গিয়ে দেহ সনাক্ত করা হয়। দেখা যায় মৃতদেহের মুখে রক্তের দাগ, দাঁত ভাঙা। পেটের দু তিন জায়গায় ধারালো অস্ত্রের কোপ রয়েছে। মৃত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ১২ বছর ধরে কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশনের তবলা শিক্ষক ছিলেন। উনি ওখানকার ছাত্রদের তবলা শেখাতেন। ওখানে তবলা বাদকের সঙ্গে সঙ্গত করতেন তিনি। ওনাকে কেন খুন করা হয়েছে তা জানা নেই। তার কাছে একটি ব্যাগ ছিল। সেই ব্যাগে ব্যাঙ্কের পাস বই, চেক বুক, অরিজিনাল আধার এবং প্যান কার্ড, এটিএম কার্ড ছিল। এই সব কিছুই খোওয়া গিয়েছে। উনি বিশেষভাবে সক্ষম ছিলেন। এই কারণে উনি প্রতিবন্ধী কামরায় আসছিলেন। আমরা চাই দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করা হোক। পাশাপাশি সবকিছু ডকুমেন্ট ফিরিয়ে দেওয়া হোক। বাড়িতে ওনার স্ত্রী এবং একমাত্র ছেলে রয়েছে। ওনার উপরেই এই পরিবার নির্ভরশীল ছিল। এদিকে, বৃহস্পতিবার এই ঘটনার তদন্তে সহায়তার জন্য আসে সিআইডির একটি দল। কাটিহার-হাওড়া এক্সপ্রেসের ওই কামরা ঘুরে দেখেন তাঁরা। এই ঘটনা প্রসঙ্গে এদিন ডিআইজি, সিআইডি সোমা মিত্র দাস জানান, যেখান থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে সেই জায়গা আমরা ঘুরে দেখেছি। খুনের মামলা হয়েছে। সিআইডি এই মামলায় সহায়তা করছে। এই মামলায় ফরেনসিক ও ফিঙ্গার প্রিন্ট চেক করা হয়েছে। তদন্ত সবে শুরু হয়েছে। তদন্ত শেষ না হলে কিছু জানানো যাবে না। অন্যদিকে, এসআরপি হাওড়া জানান, তদন্ত শুরু হয়েছে। এই মামলার বিষয়ে এখনই কিছু বলা যাবে না।

সুন্দরবনের জঙ্গলে বাঘ সুমারীর জন্য শুরু হলো ক্যামেরা বসানোর কাজ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন, ২১ নভেম্বরঃ শুরু হলো সুন্দরবনে বাঘ গণনার ক্যামেরা বসানোর কাজ। ভারতীয় ভূখণ্ডের সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ঠিক কতটা? তা সঠিক ভাবে নির্ধারণের জন্য গণনার কাজ শুরু হল বৃহস্পতিবার থেকে। চলবে ২৬ শে নভেম্বর পর্যন্ত। আর এই গণনার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে ট্র্যাপ ক্যামেরা। সুন্দরবনের গাঢ় জঙ্গল থেকে এই ক্যামেরা তোলার কাজ শুরু হবে আগামী ২০২৫ সালের ৬ জানুয়ারী থেকে ১২ জানুয়ারী পর্যন্ত। এই ক্যামেরা গুলো সুন্দরবন জঙ্গলে ৪৫ দিন বসানো থাকবে। দঃ ২৪ পরগনা বন বিভাগ সূত্রে জানা গেল, মাতলা রেঞ্জের অধীনে ৪০ টি ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হচছে। এছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগের অধীনে রায়দিঘী রেঞ্জে ১৪০ টি ও রামগঙ্গা রেঞ্জের অধীনে১৪০ টি ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হচছে। উল্লেখ্য, সুন্দরবনের মোট বনাঞ্চল ১০৮১৩ বর্গ কিমির মধ্যে ৪৭২৬ বর্গ কিমি ভারতীয় ভূখণ্ডের অর্থাৎ সুন্দরবনের ৩৮ শতাংশ ভারতের এবং ৬২ শতাংশ বাংলাদেশের অধীন। ফলে বাঘের যে এলাকা রয়েছে সেই ৪১০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের গতিবিধির ছবি তুলবে এই অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রীয় ট্র্যাপ ক্যামেরা। এছাড়াও বাঘ কোন এলাকায় বেশি ঘোরাঘুরি করছে এবং কি করছে? জঙ্গলের মধ্যে সেই সমস্ত ঘটনার সবটাই রেকর্ড হবে ট্র্যাপ ক্যামেরায়। অন্যদিকে বেশি সংখ্যক বাঘের ছবি যাতে ধরা পড়ে, তার জন্যই ৩০ দিনের পরিবর্তে ৪৫ দিন জঙ্গলে রাখা থাকবে ক্যামেরা গুলো। কোনও বাঘ ক্যামেরা বসানো জায়গায় ৩০ দিন না এলেও পরে ঘুরতে ঘুরতে সেখানে হাজির হতে পারে। তখন তার ছবি ধরা পড়বে। এ ছাড়া স্বয়ংক্রীয় এই ক্যামেরা চালু হওয়ার পর থেকে ব্যাটারিরমেয়াদ (চার্জ থাকা পর্যন্ত) থাকে ৪৫ দিন পর্যন্ত। এই পুরো সময়টা কাজে লাগাতে চাইছেন বনদফতরের আধিকারিকগণ। উল্লেখ্য, গত বারের মতো এবারও মেছো বিড়াল, বুনো শুকর-সহ অন্যান্য প্রাণীর ছবিও ধরা পড়বে। পরে সেগুলিও পর্যালোচনা করা হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা আঞ্চলিক বনবিভাগ এবং সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতাধীন জঙ্গলে একই সঙ্গে এই শুমারির কাজ হবে বলে ঠিক হয়েছে। ক্যামেরা কীভাবে বসাতে হবে, সেজন্য বন কর্মীদের নিয়ে একপ্রস্থ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, বাঘেদের চলন, কে কখন দৌড়ে শিকার করছে, কিভাবে শাবকদের নিয়ে মা বিশ্রাম নিচ্ছে, এসব যেমন আগেরবার ধরা পড়েছিল। এবার আশা করা হচ্ছে আরও অনেক অজানা তথ্য ট্র্যাপ ক্যামেরার সাহায্য হাতে আসবে। জেলা বন আধিকারিক (ডি এফ ও) নিশা গোস্বামী বলেন, আশাকরা যাচ্ছে, গতবারের মতন এবারেও বাঘের সঠিক সংখ্যা সহ একাধিক তথ্য উঠে আসবে এই ক্যামেরার মধ্যে দিয়ে।

খালের মাটি বেচে দেওয়ার হুমকি প্রধানের

হাওড়া, ২১ নভেম্বরঃ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়ে কোনো কাজ হয় নি বলে অভিযোগ পঞ্চায়েত প্রধানের। খাল কেটে মাটি বেচে দেওয়ার হুমকি পঞ্চায়েত প্রধানের। হাওড়া জেলার শ্যামপুর ২ নম্বর ব্লকের বাছরি গ্রাম পঞ্চায়েতের নাচা ও সুতি খালগুলিতে একাধিক জায়গায় খালের জলের স্রোতকে আটকে দিয়ে জলকে ঘিরে মাছ ধরার যন্ত্র বসিয়ে মাছ ধরছে মাছের কারবারিরা। এইভাবে মাছ ধরার ব্যবস্থাটি বেশ কয়েক বছর ধরেই চলে আসছে এই গ্রাম পঞ্চায়েত ছাড়াও একাধিক এলাকায়। উল্লেখ্য এলাকায় সুতি খাল এবং নাচা খাল গুলি, দূরত্বভিত্তিক লিজ দিয়ে পঞ্চায়েত তার নিজস্ব তহবিল বাড়িয়ে চলেছে। কিন্তু এর ফলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এলাকার ধান, সব্জি ও মাছ চাষীরা। এলাকার মূল ফসল ধান এখন জলের তলায়। আমন ধান উঠার মুখে ধান জমিতে এখনো জল জমে থাকা নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে কয়েকশো বিঘা জমির ধান। ,জল ঠিকমতো নিকাশী না হবার ফলে অতি বৃষ্টির কারণে ক্ষেতের জল ও পুকুরের জল জমে উঠেছে। এর মুল কারণ হিসেবে চাষীদের অভিযোগ, খালগুলির মাধ্যমে ধান জমির জল বেরিয়ে যেত। কিন্তু কোন রকম নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে গত কয়েক বছর ধরে গ্রাম পঞ্চায়েত খাল গুলির উপর বাড় বসিয়ে চাষীদের মাছ ধরতে দেওয়ায় নিকাশি ব্যবস্থা শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে জল জমছে বলে অভিযোগ চাষীদের। এদিকে বিষয়টি নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যামসুন্দর মেটিয়া কার্যত সরকারি ব্যবস্থার দিকে আঙুল তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ খাল গুলি সংস্কার করার দাবি বহুদিন ধরেই তিনি বিভিন্ন মহলে জানিয়েছেন। এমনকি মন্ত্রী পর্যন্ত এই দাবি পৌঁছে গিয়েছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আর এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কয়েক হাজার চাষি। তবে এবার সরকারি ব্যবস্থা ও নিয়মের উপর তোয়াক্কা না করে বিকল্প ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। সংবাদ মাধ্যমের কাছে সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন এই রকম ব্যবস্থা চলতে থাকলে চাষীদের স্বার্থে এজেন্সি ডেকে খাল কেটে মাটি বিক্রি করে দেবার কথা বলেন। যদিও বিষয়টি নিয়ে বিরোধীরা মাটি বিক্রির আগাম ঘোষণা ও চক্রান্ত বলে কটাক্ষ করেছে। শ্যামপুর দুই ব্লক জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি আতিয়ার রহমান খান জানিয়েছেন, যেভাবে খালগুলি বুঝিয়ে চাষীদের সর্বনাশ করা হয়েছে তাতে খাল কেটে মাটি বিক্রি করার যে ঘোষণা তিনি করেছেন তা আসলে টাকা রোজকারের রাস্তা ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যদিকে প্রায় একই সুরে সুর মিলিয়েছে বিজেপিও। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন শ্যামপুর দুই ব্লকের বি ডি ও সঞ্জু গুহ মজুমদার। কিন্তু সেচ দফতরের খাল গ্রাম পঞ্চায়েত এই ভাবে লিজ দিতে পারে কিনা -উঠছে সে প্রশ্ন ও।

জয়নগরের মন্দিরে চুরি

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২১ নভেম্বরঃ গভীর রাতে তালা ভেঙে মন্দিরে ঢুকে ঠাকুরের গয়না গাটি ও পুজোর বাসনপত্র চুরির ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে জয়নগর দুই নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বকুলতলা থানা এলাকার বেলে দুর্গানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বক্সির চক গ্রামে। ভোর রাতে গ্রামবাসীদের নজরে আসে যে গ্রামের রাধা গোবিন্দ মন্দিরের তালা ভাঙা। ভিতরে ঢুকে নজরে আসে যে ঠাকুরের গা থেকে গয়না ও পুজোর পিতলের বাসনপত্র চুরি করে দিয়ে গিয়েছে চোরের দল।

সেই খবর পেয়ে তদন্ত করতে আসে স্থানীয় বকুলতলা থানা পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে সেই চুরির ঘটনাটি জানাজানি হতেই গ্রামবাসীরা জড়ো হয় মন্দিরের সামনে। তাদের দাবি অবিলম্বে চুরির সামগ্রী উদ্ধার করার পাশাপাশি এই ঘটনা যারা জড়িত তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে।

শ্রীরামপুরে কুখ্যাত দুষ্কৃতী রঞ্জিত সিং ওরফে কেলো অস্ত্র সহ গ্রেফতার

বনস্পতি দে, শ্রীরামপুর হুগলি, ২১ নভেম্বরঃ কলকাতা সহ রাজ্যজুড়ে আরও তৎপর পুলিশ। আর এই সবের মধ্যেই শ্রীরামপুরে কুখ্যাত দুষ্কৃতী রঞ্জিত সিং ওরফে কেলো অস্ত্র সহ গ্রেফতার। পুলিশ সূত্রে খবর, রাজ্য জুড়ে 'স্পেশাল ড্রাইভ' শুরু করেছে পুলিশ। চন্দননগর পুলিশও স্পেশাল রেড শুরু করে। এরপর বুধবার ডানকুনি থেকে এক 'ফেরিওয়ালাকে' অস্ত্র সহ গ্রেফতার করে। বুধবার ভোরে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ বৈদ্যবাটি দীর্ঘাঙ্গী মোড় থেকে কেলোকে গ্রেফতার করে। ধৃতের কাছ থেকে একটি পাইপ গান একটি তাজা কার্তুজ উদ্ধার করেছে। প্রসঙ্গত, কসবার ঘটনায় মিলেছে বিহারযোগ। ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছেন তিনজন। তবে, গত মঙ্গলবার আগে রাজ্য থেকে ৯টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার এবং পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। সেই সময় বারুইপুর পুলিশ জেলা, ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলা, পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম মেদিনীপুরে অভিযানে পুলিশি অভিযান হয়। অভিযান চলে হাওড়া কমিশনারেট এলাকাতেও। এছাড়া সিআইডির স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের তরফে বনগাঁয় অভিযান চালানো হয়। বিভিন্ন পুলিশ জেলা , কমিশনারেট এলাকায় অভিযান চালানো হচ্ছে । সমস্ত জেলার পুলিশ সুপারের কাছে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারের জন্য রাজ্য পুলিশ ডিরেক্টরেট থেকে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে।

কুলতলিতে নিম্ন মানের সামগ্রী দিয়ে হওয়া সরকারি কাজ বন্ধ করে দিল স্থানীয়রা

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ২১ নভেম্বরঃ সরকারি কাজে গাফিলতির অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো সুন্দরবনের কুলতলিতে।গত কয়েকদিন ধরে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে সুইস গেট মেরামতের কাজ চলছে কুলতলির কেল্লায় পিয়ালি নদীর উপর।আর বৃহস্পতিবার এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ এলাকার বাসিন্দাদের। বন্ধ করে দেওয়া হয় মেরামতের কাজ। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে প্রশাসন সূত্রে। এদিন বিক্ষোভ কারীদের দাবি ওয়ার্ক অর্ডার দেখিয়ে সেই অনুযায়ী সামগ্রী দিয়ে কাজ করতে হবে। কুলতলি ব্লকের পিয়ালী নদীর উপর তৈরি কুন্দখালি ও মেরিগঞ্জ ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সংযোগকারী এই কেল্লার সুইসগেট অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ। নদীর জোয়ার ভাটার কে কাজে লাগিয়ে জল নিকাশের জন্য এই সুইচগেট তৈরি করা হলেও তা যথাযথভাবে কার্যকরী নয় বলেইঅভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। জোয়ার ভাটার সময় গেট সঠিকভাবে খোলা ও বন্ধ হয় না বলেই অভিযোগ। নিয়ামত লস্কর,সুবিদ আলি গাজী সহ একাধিক স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ সুইস গেট মেরামতির কাজ শুরু হলে ও সেখানে নিম্ন মানের রড ও পরিমান মত বালি সিমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে না। বুধবার যা ঢালাই করা হয়েছে তা বৃহস্পতিবার এক রাতের মধ্যেই ফেটে গিয়েছে। তাই তাঁরা কাজ বন্ধ দিয়েছেন।

সকালে দ্রুত খালি করে দেওয়া হল ভিক্টোরিয়া

কলকাতা, ২১ নভেম্বরঃ হঠাৎ কেন খালি করে দেওয়া হল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গ্রাউন্ড? কেন সেখানে আটকে দেওয়া হল সাধারণের প্রবেশ? কেন বন্ধ হল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের টিকিট কাউন্টারের ঝাঁপ? জঙ্গি আক্রমণ? বোমাতঙ্ক? অন্য কোনও বিপদ? কোনো কিছু বোঝার আগেই ভারী বুটের শব্দ! ভিক্টোরিয়ার মাঠের সাউথ গেট দিয়ে ঢুকল সেনা। বাইরে পজিশন নিল ! ভিতর থেকে বাইরের কন্ট্রোল ওয়াকিতে খবর এল-- এক ভিআইপি প্রাতঃভ্রমণকারীকে ঘিরে ফেলেছে ৮ জঙ্গি! সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল অপারেশন। সাড়ে ৯ টা থেকে ১০ টা। এই আধ ঘণ্টার রুদ্ধশ্বাস অপারেশন। তারপর নিউট্রালাইজ করা হল সব জঙ্গিকে। নাছোড় দুই জঙ্গি একটি শ্বেতপাথরের মূর্তির আড়ালে তখনও এমনভাবে লুকিয়ে, যে, সেখানে পৌঁছনোই যাচ্ছিল না। শেষে সাপের মতো সন্তর্পণে মাটি কামড়ে তার দিকে ক্রমশ এগিয়ে গেলেন দুই সেনা জওয়ান। অবশেষে তাদেরও নতি স্বীকারে বাধ্য করা হল। না, আসলে ঘটনাটা মোটেই এমন কিছু নয়। গোটা ব্যাপারটাই ছিল একটা মক ড্রিল বা মহড়া। সেই খবর আসতেই ফিরল স্বস্তি। জানা গিয়েছে, আর্মি, নেভি এবং সিআইএসএফ যৌথ ভাবে চালাল এই মক ড্রিল।

শিশু পাচার রোধে পূর্ব রেলওয়ের এর সক্রিয় ভূমিকা

কলকাতা, ২১ নভেম্বরঃ পূর্ব রেল তাদের প্রত্যেকটি যাত্রীর সেফটি এবং সিকিউরিটির ব্যাপারে সর্বদাই তৎপর, তাই পূর্ব রেলের টীম সর্বদাই সজাগ থাকে ফলস্বরূপ হিউম্যান ট্রাফিকিঙের একটি নতুন প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রধানত অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদের সাথে সোশ্যাল মিডিয়ায় বন্ধুত্বের মাধ্যমে হিউম্যান ট্রাফিকিঙের ঘটনা ঘটছে। রেলওয়ের টীম অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছে যে কিছু অল্প বয়সী ছেলে মেয়ে একা একা ট্রেনে ভ্রমণ করছে, এক্ষেত্রে দেখা যায় সেই ছেলে মেয়েগুলি তাদের নিজেদের বয়সও গোপন করছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ বলে যে তাদের ক্যাটারিং বা বিউটি পার্লারের কাজের জন্য মামা বা মাসিরা মুম্বাই নিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি। অনুসন্ধান যখন আরও গভীরে পৌঁছয় তখন বোঝা যায় যে ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভুয়ো এবং তাদের বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যারা বাচ্চাগুলিকে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এর জেরার সময় তারা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এইসমস্ত হিউম্যান ট্রাফিকিঙের ঘটনাগুলিতে দেখা গেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাচ্চাগুলিকে সিরিয়াল বা সিনেমাতে অভিনয়ের প্রলোভন দেখিয়ে মুম্বাই বা অন্য কোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। এমনই একটি জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন মুনমুন ঘোষ (নাম পরিবর্তিত) নামে এক কিশোরী স্বীকার করে যে তাকে প্রলোভন দেখিয়ে মুম্বাই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

৩পূর্ব রেলের টীম জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও জানতে পারে যে মেয়েটির বাড়ি মসলন্দপুর (স্থান পরিবর্তিত) এলাকায়। এর সাথে আরও ৫ জন মহিলাকে উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে, সন্দেহভাজন তিন পাচারকারীদের বিরুদ্ধে সেকশন ১৪৩ ১৪৪১১১ এবং ৭৫৭৯ জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট এবং শিশু শ্রম নিষিদ্ধকরণ আইনের ধারা ১৪ এর অধীনে তে একটি মামলা দায়ের করা হয়। পরে উদ্ধার হওয়া কিশোরীদের এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। তিন কিশোরীকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিতে (সি.ডব্লিউ.সি) পাঠানো হয়েছে। পূর্ব রেলের টীম ২০২৪ সালের ১ থেকে ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত মোট ১৩টি বাচ্চাকে হিউম্যান ট্রাফিকিঙের জাল থেকে উদ্ধার করেছে।

সোশ্যাল মিডিয়ার হাত ধরে সমাজে এই ধরণের অপরাধ যে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেগুলি প্রতিরোধ করার জন্যে রেলওয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রত্যেক যাত্রীর সেফটি এবং সিকিউরিটির ব্যাপারে পূর্ব রেল সর্বদাই তৎপর।

বিভ্রান্তিকর অসত্য ভিডিও প্রচারের বিরোধীতা করুন

কলকাতা, ২১ নভেম্বরঃ সাম্প্রতিককালে প্রচুর ভিডিও ভাইরাল হয়েছে যে দুটি ট্রেন একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে আছে এবং সেটিকে দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো বলে বিভ্রান্তিকর খবর প্রচার করা হচ্ছে। রেলের অটোমেটিক সেক্শনে এরকম ঘটনা খুবই স্বাভাবিক। এটিকে কোনোরকমভাবে দুর্ঘটনা এড়ানো গেলো বলে মিথ্যে প্রচার করা উচিত নয়। এতে যাত্রীদের মনোবলে আঘাত লাগতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই যাত্রীরা আতংকিত হতে পারেন। আসল সত্য টি হলো অটোমেটিক সেক্শনে দুটি স্টেশনের মধ্যবর্তী জায়গায় একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব (লোকোমোটিভের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১৫০ মিটার এবং ই এম ইউ লোকালের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৭৫ মিটার) বজায় রেখে একটি ট্রেনের পিছনে আরেকটি ট্রেন এসে দাঁড়াতে পারে।

অটোমেটিক সিগনালের ক্ষেত্রে সিগন্যাল লাল থাকলেও দিনের বেলা এক মিনিট এবং রাতের বেলা দুমিনিট দাঁড়িয়ে ট্রেনটি নিয়ন্ত্রিত গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সামনে কোনো ট্রেন থাকলে ন্যূনতম দূরত্ব বজায় রেখে ট্রেনটি দাঁড়িয়ে যাবে। এর ফলে নির্দিষ্ট সেক্শনে ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় এবং ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখা যায়। পূর্বরেলে হাওড়া ডিভিশনে হাওড়া - বর্দ্ধমান কর্ড লাইনে শক্তিগড় স্টেশনের হোম সিগন্যাল পর্যন্ত এবং মেইন লাইনে ব্যান্ডেল স্টেশন পর্যন্ত এই সিগনালিং সিস্টেম চালু আছে। শিয়ালদহ ডিভিশনে মেইন শাখায় শিয়ালদহ থেকে কল্যাণী ও শিয়ালদহ থেকে বারাসাত পর্যন্ত এবং শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় শিয়ালদহ থেকে বারুইপুর পর্যন্ত এই অটোমেটিক সিগন্যালিং সিস্টেম চালু আছে।

ফলে এই সমস্ত সেক্শনে দুটি ট্রেন একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে থাকা একটি স্বাভাবিক ঘটনা।

অযথা বিভ্রান্তিকর খবর ছড়িয়ে রেল কর্মচারীদের বদনাম করে মনোবল ভঙ্গ করা অনুচিত। যাত্রীরা এর প্রতিবাদ করুন এবং সহযাত্রীদের বোঝান রেল এই কাজগুলি ভালোর জন্যই করছে এবং এর ফলে সেক্শনে ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে। আপনারা সরব হন, রেল কতৃপক্ষ সবসময় আপনাদের সঙ্গে আছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬২১, তারিখঃ ২০.১১.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নম্বর ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩২৩। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনে ডানকুনি, বোলপুর, রামপুরহাট ও আজিমগঞ্জে ১০ বেডের এবং পাকুড়ে ১৫ বেডের লেডিস আরপিএফ এসকর্টিং পার্টি রেস্ট রুমের সংস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (জি) কাজ। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১১,০৫,৯৬১ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা) ঃ** ২২,১০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১১.১২.২০২৪ তারিখে দুপুর ৩.০০টা। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোন কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোন প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়-এর পরবর্তী কোন সুবিধাজনক কাজের দিন। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের প্রস্তাব জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(HWH-433/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Exe. Engr. (C)/Br.-III, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work: **NIT No.: KMC/EE-III/29/20/24-25 (1st Call)** Name of the Work: **Repairs to UPHC Ward No.-29 at 41, Canal East Road.** Estimated cost: ₹ **2,03,418.00**. Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of Completion: **45 days**. Last date and time of submission of Bid: **30.11.2024 upto 12 noon**. Date and time of opening of Tender: **02.12.2024 on or after 12 noon**. The bid forms and other details shall be available on and from **22.11.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Exe. Engr. (C)/Br.-VIII, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works: **(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/086/031/2024-2025/D** Name of the Work: **Restoration of Footpath at 24A, 8A Lake View Road, 28A Lake Road etc. disturbed by CESC & Natural Wear & Tear in Ward No.-86.** Estimated cost (Incl. GST and CESS): ₹ **4,47,135.83**. Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion: **60 days**.

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/086/029/2024-2025/R Name of the Work: **Development of IPS Footpath at 15B to 25A, 9/1A, 11 Jatin Bagchi Road (portion), P176 Raja Basanta Roy Road, 2, 5 Anil Roy Road etc. in Ward No.-86.** Estimated cost (Incl. GST and CESS): ₹ **3,99,861.08**. Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **45 days**. Last date and time of submission of Bid: **04.12.2024 – 12 noon** (For Sl. No. 1 & 2). Date and time of opening of Tender: **06.12.2024 – 12 noon** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **25.11.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Exe. Engr. (C)/Br.-XIII, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works: **(1) NIT No.: KMC/XIII/115/047/24-25 (1st Call)** Name of the Work: **Improvement of Chander Village Bye Lane by laying kerb & channel with hotmix (portion) from Premises No.-200 to 81 (94/63), C.V. Road in Ward No.-115.** Work Value: ₹ **4,54,018.02**. Earnest Money: ₹ **9,200.00.**

(2) NIT No.: KMC/XIII/115/053/24-25 (1st Call) Name of the Work: **Maintenance of C. Concrete pavement near Premises No.-80/2 & 3, Hafiz Md. Ishaque Road & 201, Naskar Para Road in Ward No.-115.** Work Value: ₹ **2,99,497.46**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(3) NIT No.: KMC/XIII/115/055/24-25 (1st Call) Name of the Work: **Maintenance of Bye Lane of Taramoni Ghat Road by laying hotmix from Premises No.-50/1 to 348/N, T.M.G. Road in Ward No.-115.** Work Value: ₹ **2,42,395.77**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **30 days** (For Sl. No. 1 to 3). Last date and time of submission of Bid: **30.11.2024 upto 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 3). Tender will be opened on: **02.12.2024 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 3).

(4) NIT No.: KMC/XIII/122/49/24-25 (1st Call) Name of the Work: **Conversion of gifted strips of land into Black Top Road at Motilal Gupta Road Premises No.-260 in Ward No.-122.** Work Value: ₹ **3,35,946.80**. Earnest Money: ₹ **6,800.00.**

(5) NIT No.: KMC/XIII/122/19/24-25 (1st Call) Name of the Work: **Development of drainage system providing underground sewer at Mission Dhali Para Road near Premises No.-180/9 in Ward No.-122.** Work Value: ₹ **2,96,994.93**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 days** (For Sl. No. 4 & 5). Last date and time of submission of Bid: **02.12.2024 upto 11 a.m.** (For Sl. No. 4 & 5). Tender will be opened on: **04.12.2024 – 11 a.m.** (For Sl. No. 4 & 5). The bid forms and other details are available on and from **22.11.2024 from 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 5) from the website **https:// etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 5).

The **Exe. Engr. (C)/Br.-XVI, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works: **(1) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/040/24-25** Name of the Work: **Supplying and spreading of Granular Material (rubbish) in different road (Ramjibanpur, Jiyadergote, Krishnanagar, Gopalnagar etc.) in Ward No.-142.** Estimated cost (Incl. GST and CESS): ₹ **2,97,961.47**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(2) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/021/24-25/2nd Call Name of the Work: **Development of C.C. Road at Dakshin Para Road near Premises No.-252B in Ward No.-125.** Estimated cost (Incl. GST and CESS): ₹ **4,01,752.87**. Earnest Money: ₹ **8,500.00.** Period of Completion: **30 days** (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid: **02.12.2024 – 12 noon** (For Sl. No. 1 & 2). The tender will be opened on: **04.12.2024 – 12 noon** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **23.11.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

(3) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/050/24-25 Name of the Work: **Development of C.C. Road at Anandanagar at Abinash Smrity School in Ward No.-125.** Estimated cost (Incl. GST and CESS): ₹ **2,95,080.22**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.**

(4) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/144/036/24-25/BUSTEE Name of the Work: **Construction of underground sewer at slum area of Green Park near L.P. No.-704/451/3173 in Ward No.-144.** Estimated cost (Incl. GST and CESS): ₹ **4,72,871.80**. Earnest Money: ₹ **9,500.00.** Period of Completion: **30 days** (For Sl. No. 3 & 4). Last date and time of submission of Bid: **04.12.2024 – 12 noon** (For Sl. No. 4 & 5). The tender will be opened on: **06.12.2024 – 12 noon** (For Sl. No. 3 & 4). The bid forms and other details are available on and from **26.11.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 3 & 4) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 3 & 4).

CORRIGENDUM

(1) NIT No.: KMC/EE-III/34/31/24-25 (1st Call), (2) NIT No.: KMC/EE-III/34/29/24-25 (1st Call), (3) NIT No.: KMC/EE-III/34/30/24-25 (1st Call) published in this Newspaper on **14.11.2024** (Key No. 845/24-25) of **Engineering(C)/Br.-III Department** (Sl. No. 1 to 3). Last date and time of submission of bid will be read as **25.11.2024 upto 12 noon** instead of 19.11.2024 upto 12 noon (Sl. No. 1 to 3) and Date and time of opening of bid will be **27.11.2024 after 12 noon** instead of 21.11.2024 after 12 noon (Sl. No. 1 to 3). All other criteria remain unchanged.

(895/24-25)

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৩৪৯ সংখ্যা, শুক্রবার, ৬ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

নবান্ন উৎসব

নবান্ন। অঘ্রাণের ১লা তাই নতুন আম গুড় ঠাকুর এর পায়ে নিবেদন। আমাদের শাস্ত্র মতে ১লা অঘ্রাণ নবান্ন এ দিন দেখতে হয় না,না হলে নয় পূর্ণিমা নয় কোন ভালো দিন দেখে নবান্ন দিতে হয়। বেশীর ভাগ সময় রাসে অঘ্রাণ পরে যায় তাই বলে এদিন নবান্ন হয় না হলে পয়লা তারিখে। আমাদের বাড়িতে রীতি অনুযায়ী চালজল নিবেদন করা হয়, নতুন গোবিন্দ ভোগ চাল নতুন আদা নারকেল বেটে গুড় আর দুধ দিয়ে চালজল তৈরি করা হয়, এটা পৌষের পূর্ণিমা ব্রত ও বাস্তু পুজোতে লাগে অন্যান্যদের বাড়িতে চালজল। দুপুরে চালের হাঁড়িতে নমস্কার করে কয়েক দানা নতুন চাল ফেটানো হয়, এদিন মাছের পদ,পালং শাক মাথা দিয়ে ঘন্ট মুলো বেগুন দিয়ে,আলু সীম বেগুন বড়ি ফুলকপি দিয়ে মাছের ঝোল ধনেপাতা কুচি দিয়ে, মুলোর ডাল ধনেপাতা কুচি দিয়ে,মুলো বাটি বড়ি দিয়ে এই গুলো বাঁধা মেনু এদিনের এটি কুমিল্লা চানপুর পোদ্দার বাড়ি নবান্ন মামা বাড়ির তরফ ফরিদপুর রাজবাড়ী বংশধর গুনাদের কোজাগরী লক্ষী পুজো তে নারকেলকে সোনার বেনারসী গয়না পড়িয়ে ধামাতে ধান কড়ি দিয়ে বসিয়ে লক্ষী পুজো করে সিঁদুরকে ওপর তুলে রাখা হয়। সেই নারকেলটি ফোপা হলে সেই দিয়ে নবান্ন উৎসব হয়।এই দিনে সকালে আধ কোটা নতুন চাল ক্ষীর নারকেল কোরা গুড় দিয়ে ঠাকুর কে নিবেদন করা হয়, তার পর পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্য কাক খাইয়ে সেই দিন দুপুরে ফলার চিড়ে খই দই চাল মাখা ডাল মাখা জলপান খাওয়া হয় বাম দিকে নমস্কার করে। রাতে সব মাছের পদ মাছের মাথা দিয়ে পালং শাক, মাছের মুরিঘন্ট ডাল, মুরো চচ্চড়ি,আড়ের ঝোল মোটামুটি শীতের সব নতুন সবজি মাছ দিয়ে ডান দিকে নমস্কার করে খাওয়া হয়। বৈষ্ণব শাক্ত শৈব মতে দীক্ষিত, সুনিপুন পট্ট হাতে নিয়মাবলী মেনে পুজো, কোন খুঁত থাকলে হবে না, পকাই কে সাহায্য করতো বাড়ির মেয়েরা। রীতি নীতি নিয়ম-কানুন ঠিক মতো হচ্ছে কিনা তা দেখা হতো। মহিলাদের এতটা দাপট ছিল,অল্প বয়সে বিধবা সুন্দরী স্বাধীন চেতা মুক্ত মণা পরিপাটি মহিলা একা হাতে এক ছেলে মেয়ে মানুষ করেছেন, ছেলেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন পিসি দিদা ও সব নিয়মকানুন এ তার মায়ের মতো। মেয়েরা এই চালজল খেতে খুব ভালোবাসে কিন্তু শ্বশুরবাড়ি আস্য না থাকায় কারণে রাস পূর্ণিমা নবদ্বীপে এলে সেদিন একারণে নবান্ন দেওয়া হতো যাতে ঠাকুর এর সাথে বাড়ি মেয়েরা সেই প্রসাদ খেতে পান উত্তরসূরী পুজোর নিয়মকানুন সম্পর্কে, ভবিষ্যতে আর তাদের চিন্তা কারণ নেই। উৎসবের শেষ এ বছরের মতো কিন্তু বারো মাস এ তেরো পার্বণ, সামনে পৌষ পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ণিমা ব্রত। মা গৌরাঙ্গিনী আড়ং দেখা হতো। নবান্ন উৎসব সারা কারণ মিষ্টি খাওয়ায় মানুষ নেই,চালজল প্রসাদ সবাই কে দেওয়া হয় প্রতি বছর তাই অল্প করে দেওয়া। বর্ধমান শহরে মেয়েবেলা সেই সূত্রে শস্য ভাণ্ডারে গর্ভ গৃহে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে নবান্ন।

সাংস্কৃতিক জগতে তিন সেন

তিন 'সেন' প্রজন্মের নারীদের আগলে রেখেছিলেন ভরত দেব, প্রয়াত ভরত দেব বর্মণ। প্রয়াত মুনমুনের 'হাবি', ভরত নামটার থেকে হাবি নামেই টালিগঞ্জ পাড়ার মানুষদের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন তিনি। মুনমুনের ঘনিষ্ঠরাও ভরতকে হাবি বলেই ডাকতেন। তাঁর নামটাই হাবি হয়ে গেছিল। ভরত দেব বর্মণ সেই একমাত্র পুরুষ যিনি তিন সেন প্রজন্মকে রক্ষা করেছিলেন বরাবর। তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ভরত দেব বর্মণের পরিচয় শুধু সুচিত্রা সেনের জামাই ছিল না। তিনি ত্রিপুরা রাজকুমার। বাবা মহারাজা রমেন্দ্রকিশোর দেব। মা ইলা দেবী। ভরতের মাসি জয়পুর রাজমাতা গায়েত্রী দেবী। বোন দেবিকা দেবী। এ হেন রাজকীয় পরিচয় সরিয়ে রেখে সেন নারীদের ভরত চিরকাল আগলে গেছেন। স্বামী, বাবা, জামাই হিসেবে তিনি একশোয় একশো পেয়ে গেলেন আজ অমৃতলোকে যাবার পথে। সুচিত্রা সেনের জামাই হিসেবে প্রথম পছন্দ ভরত ছিলেন না। কোন এক বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট অধ্যাপকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করেন সুচিত্রা। বিয়ের কথা এগোতে থাকে। কিন্তু ততদিনে মেয়ে মন দিয়ে বসে আছেন ভরতকে। মেয়ের ভাল ভেবেই শেষ অবধি ভরতকে জামাই করার মত দেন শ্রীমতী সেন। মুনমুন-ভরতের বিয়ে ছিল কলকাতার শিরোনামে থাকা বিবাহ বাসর। অথচ মেয়ের বিয়ের পর জামাই-ই হয়ে উঠল সুচিত্রার কাঙ্খিত ছেলে। সুচিত্রা সেনের পর্দানসীন থাকা সম্ভব হত না ভরতের সাহায্য ছাড়া। মায়ের সিনেমার থেকে প্রস্থানের সময়ে মেয়ের সিনেমায় প্রবেশ। মুনমুনের জীবনেও ভরত এসেছিলেন সম্পদ হয়েই। যখন বিয়ের পর সকল অভিনেত্রীর সিনেমা ছেড়ে দিতে হয় তখন বিয়ের পরই মুনমুন শুরু করেন তাঁর অভিনয় জীবন। রবি সোম, রাজবধূ প্রথম দুটি ছবি সাইন। সুচিত্রা চাননি মেয়ে সেই সিনেমায় আসুক। সুচিত্রাও বিয়ের পর সিনেমা এলেও স্বামীর সাহচর্য মহানায়িকার কপালে জোটেনি। এক কাপড়ে মেয়েকে নিয়ে স্বামীর ঘর ছাড়তে হয়েছিল সুচিত্রাকে। আর ইন্ডাস্ট্রির কাদাধুলো ঝেড়ে তাঁকে মহানায়িকা হতে হয়। তাই মুনমুনের সিনেমায় আসা নিয়ে তীব্র সংঘাত হয় মা ও মেয়ের। তখনও স্ত্রীর পাশে থেকেছিলেন ভরত। এমন সাপোর্টিভ হাজব্যান্ড কজন মেয়ের ভাগ্যে জোটে! মুনমুন যখন অরুন্ধতী দেবীর 'দীপার প্রেম' করলেন তখন সুচিত্রা শান্ত হয়ে বললেন,ঠিক পথে এগোচ্ছে। টলি বলির ডাকসাইটে নায়িকা মুনমুনের সংসার সামলানো সম্ভব ছিল না। দুই মেয়ে রাইমা রিয়াকে শিশু বয়স থেকে মানুষ করেছেন ভরত, স্ত্রী বাড়ি ফিরলে তাঁর জন্য খাবার সাজিয়ে এনেছেন, বৃদ্ধা শাশুড়ির একাকীত্বের সঙ্গী হয়ে উঠেছিলেন ভরত। তিনটে প্রজন্মের চার নারীর নয়নের মণি যেন ছিলেন ভরত।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

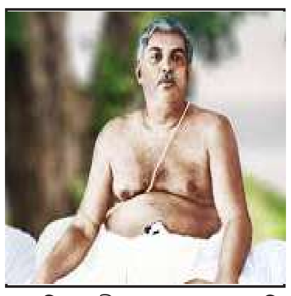

সৎ চিন্তা জীবনের পরমায়ু বৃদ্ধি করে। সংসার সুখের কারণ হয়ে থাকে। অপরের ভালো যিনি করেন তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। এমনকী ঈশ্বর তাকে প্রিয় করে ফেলেন। ভগবান বলে একটি অদৃশ্য শক্তি আছে। আমরা অনেকেই ভগবান বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমাদের যে মনের শক্তি, চলার শক্তি, বলার শক্তি, দেখার শক্তি দিয়েছেন তিনিই ঈশ্বর বা ভগবান। ভগবান কাউকে দেখা দেন না বটে। কিন্তু তিনি অলক্ষ্যে সবার ওপরে নজর রাখেন। তিনি নজর রাখেন বলেই অসৎ ব্যক্তিরা শাস্তি পায়। সৎ ব্যক্তিরা এখন এই জগতে শান্তিতে বসবাস করতে পারছে।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, নারী জাতির কাছে স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার। এই অলঙ্কার আছে বলে স্ত্রীজাতি সবার উপরে স্থান গ্রহণ করে থাকেন। আসলে নারীকে ঈশ্বর যে শক্তি দিয়ে নির্মাণ করেছেন সে শক্তি সবার মধ্যে নেই। নারী শক্তি দিয়ে বিশ্বকে জয় করতে সক্ষম। মা সারদা হচ্ছেন সাক্ষাৎ মা ভবতারিনী। মা আছেন বলে সন্তানরা বেঁচে থাকে। এবং বড় হতে পারে। না হলে কবেই সবাই শক্তিহীন হয়ে ঘুরে বেড়াতো। জীবনে উন্নতি করতে গেলে চাই নারী শক্তির জাগরণ। সেটা করতে হবে। বাংলার নবজাগরণ শুরু হয়েছিল নারী শক্তিকে জাগরিত করার মন্ত্র গ্রহণ করে। সেই নারী জাগরণের মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সবার মধ্যে মায়ের অস্তিত্ব রয়েছে। তাই ভারতবাসীরা মা হিসাবে পুজো করে থাকেন। দেশকে মা বলে সম্মান দান করে। নারী জাতিকে সম্মানে রাখলে একটি পরিবার সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। স্ত্রী জাতি কাউকে দোষারোপ করে না। স্ত্রীজাতি কাউকে ঘৃণা করতে শেখায় না।

বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামের শুরুতেই মেদিনীপুরে গুপ্ত সমিতির সদস্যরা সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে

রবীন্দ্রকুমার শীল

অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলা শিক্ষা ব্যবস্থায় যেভাবে শক্তিশালী ছিল ঠিক সেই রকম শক্তি ধরত বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও। কলকাতার পরই বিপ্লবী আন্দোলনের উজ্জ্বল আগুন দেখতে পাওয়া গিয়েছিল মেদিনীপুরে। বিপ্লবী অরবিন্দের বাংলায় আগমনের আগেই মেদিনীপুরে বিপ্লবী আখড়া তৈরির প্রাথমিক কাজ সমাপ্ত করে ফেলেছিলেন বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ। পাশাপাশি তিনি আবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে কলকাতার কাছে চন্দননগর, উত্তরপাড়াসহ হুগলির বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলবেন। তবে মেদিনীপুরে শক্তিশালী বিপ্লবী আখড়া গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল তার প্রধান কারণ হচ্ছে সেখানকার জমিদার থেকে শুরু করে শিক্ষিত সম্প্রদায়রা প্রত্যেকেই ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন। বিশেষ করে সেখানকার জমিদার এবং স্কুল কলেজের শিক্ষকেরা তরুণদের দেশপ্রেম শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিপ্লবী অরবিন্দ কলকাতায় রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে থাকার সময়ে বেশ কয়েকবার মেদিনীপুরে গিয়েছিলেন সেখানকার তরুণদের সঙ্গে বিপ্লবী বিষয়ক বক্তব্য রাখতে। মেদিনীপুরে জেলা সম্মেলন হল ১৯০৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে। "বিপ্লবী দলের মেদিনীপুর শাখার কর্মীদল ছিল এই সম্মেলনের কর্মী। সত্যেন বসুর নেতৃত্বে ক্ষুদিরাম সম্মেলনে 'সোনার বাংলা' এবং 'No compromise' -এর কপি বিতরণ করে। সেখানে পুলিশ তাঁকে ধরে ফেলে। মামলায় ক্ষুদিরাম খালাস পায়, কিন্তু ক্ষুদিরামকে খালাস করতে গিয়ে সত্যেন বসু যে সাক্ষ্য দেন তাতে তাঁর সরকারি চাকুরী চলে যায়।" (বারীন্দ্র কুমার, পৃষ্ঠা- ৮৭)। তখন কলকাতা ছিল বিপ্লবীদের কেন্দ্রীয় দফতর। " কলকাতা কেন্দ্রের কাজ চলত চাঁদার অর্থ দিয়ে। শুধু মেদিনীপুর জিলার কাঁথি মহকুমার দিগম্বর নন্দী বৎসর অন্তে এক হাজার টাকা পাঠাতেন। প্রতি বৎসর বৈশাখের প্রথম সপ্তাহেই কোন গোপন ব্যক্তির মাধ্যমে টাকাটা কলকাতায় পাওয়া যেত। টাকাটা প্রথমে যতীন্দ্রনাথই নিতেন। তাঁর অবর্তমানে মেদিনীপুর সংগঠনের সঙ্গে নূতন দল যুক্ত ছিলেন বলে টাকাটা তাদের হাতেই আসত।" (বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার, পৃষ্ঠা-৯০)

উনিশ শতকে মেদিনীপুরে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে গিয়েছিল। তখন বাংলাতে এসে উপস্থিত হয়েছেন বিপ্লবী অরবিন্দের ভাই বারীন্দ্র কুমার ঘোষ। তাঁর হাতে ভার দেওয়া হয়েছিল বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে বিপ্লবীদের আখড়া তৈরি করার। সেই দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। তিনি বহুবার মেদিনীপুরে এসেছিলেন বিপ্লবীদের আখড়া নির্মাণ করতে। সেই সময়ে তাঁর বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে গোপনে কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছিল মেদিনীপুরের তরুণরা। বর্ষিয়ান স্বদেশ প্রেমিক ঋষি রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরটাকে পুনর্নির্মাণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মেদিনীপুর স্কুলে প্রধান শিক্ষক হয়ে যোগদান করলেন। শিক্ষা দীক্ষায় মেদিনীপুর জেলার ছেলেরা সেরা স্থান গ্রহণ করতে শুরু করে। সেই সময়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, পিয়ারী লাল ঘোষ এবং হেমচন্দ্র কানুনগো স্বদেশ প্রেমে দীক্ষিত হয়ে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান গড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এই প্রতিষ্ঠান গড়ার মূল লক্ষ্য ছিল তরুণ সমাজের মধ্যে স্বদেশি রাজনৈতিক চেতনা বিস্তার লাভ করানো। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'ভারতসভা' (২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ সাল) প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। সেই সময়ে মেদিনীপুরে উনত্রিশটি ব্রাঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মেদিনীপুর সদর, রামজীবনপুর, তমলুক, কাঁথি, মহিষাদল সহ বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবী সংগঠন তৈরি হয়। ১৯০১ সালে জাতীয় কংগ্রেসের রাজ্য অধিবেশন শুরু হয়েছিল মেদিনীপুর শহরে। সেই রাজ্য কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, জানকী নাথ ঘোষাল সহ বহু স্বদেশি নেতারা। সেই অধিবেশনে অর্ভ্যথনা কমিটির সভাপতি ছিলেন কার্তিক মিত্র এবং ক্ষিরোদ বিহারী দত্ত ছিলেন সম্পাদক। যোগেশচন্দ্র রায়ও জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের স্রোতের ঢেউ মেদিনীপুরে গিয়ে পৌঁছে ছিল। সেখানে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে সফল করে তোলার জন্য মেদিনীপুরের বাসিন্দারা 'বেইনি সভাগৃহে' প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সিদ্ধান্তকে বাতিল করার জন্য মেদিনীপুর জুড়ে ব্যাপক আন্দোলন করার শপথ গ্রহণ করা হয়েছিল। সেই সময়ে গোটা মেদিনীপুরে জুড়ে বিদেশি কাপড় পোড়ানো, বিক্ষোভ পদযাত্রা, বনধ এবং রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয়। তখন গোটা মেদিনীপুরে বহু আখড়াতে শুরু হয় শরীর চর্চার পাশাপাশি বিপ্লবী মন্ত্র গ্রহণ করা চলে। সেখানে আবার চরকা এবং দেশাত্মবোধ সঙ্গীত চর্চা করার ব্যবস্থাও করা হয়। স্বদেশি আন্দোলনে শুধু মেদিনীপুরের আমজনতাই অংশ গ্রহণ করেনি, বহু জমিদার পরিবারও স্বদেশি আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ না করলেও তাঁরা পরোক্ষভাবে বিপ্লবীদের উৎসাহিত করতেন। এদের মধ্যে ছিলেন জারার জমিদার যোগেশচন্দ্র রায় এবং তাঁর দুই সন্তান কিশোরপতি রায় এবং সাতকড়ি রায়, নাড়াজোলের জমিদার রাজা নরেন্দ্রলাল খানের পুত্র দেবেন্দ্রলাল খান, মুগবেড়িয়ার

জমিদার দীগম্বর নন্দী, কালগেছিয়ার জমিদার গিরীশচন্দ্র মাইতির পুত্র জগদীশ চন্দ্র মাইতি, কাঁথির বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এবং তমলুকের জমিদারসহ আরও অনেকে।

বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো যুগান্তর বিপ্লবী দলের কর্মী ছিলেন। তিনি বিপ্লবী অরবিন্দের মন্ত্র নিয়ে কাজ করছিলেন। ১৯০৬ সালে তিনি ফরাসি দেশে চলে যান বোমা প্রস্তুত প্রণালী শেখার জন্য নিজের সম্পত্তির কিছু অংশ বিক্রি করে। ১৯০৭ সালে ডিসেম্বর মাসে নারায়ণগড় রেল স্টেশনে এ্যান্ড্রুজ ফ্রেজারকে হত্যার চেষ্টা বিফলে গেল। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ সরকার 'মেদিনীপুর বোমা মামলা' মেদিনীপুর শুরু করে। কিংসফোর্ডকে মারতে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির সভায় হেমচন্দ্র কানুনগো ক্ষুদিরামের নাম প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ১৯০৮ সালে প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদিরাম কিংসফোর্ডকে মারতে ব্যর্থ হলে বিপ্লবী অরবিন্দ সহ বাংলার সব বিপ্লবীদের ধরে ইংরেজ সরকার কারাগারে বন্দি করে এবং আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র নামে একটি ইতিহাস বিখ্যাত মামলা শুরু হয়। বিপ্লবী বাঘা যতীন এবং রাসবিহারী বোসও মেদিনীপুরে এসেছিলেন বিপ্লবী সংঠনকে মজবুত করতে। সেই সময়ে বসন্ত সরকার, তারাপদ মুখার্জি, বিপিন হাজরা এবং মন্টু মুখার্জি বিপ্লবী দলে যোগদান করেন।

আমরা দেখতে পাই বিপ্লবীরা সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' বইটি বিপ্লবীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 'আনন্দমঠ'কে বিপ্লবীদের অবশ্যপাঠ্য করেছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্বদেশি দর্শনকে সমগ্র দেশবাসীর কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদকও হন। আবার সেই সময়ে প্রতিটি বিপ্লবীদের 'বন্দেমাতরম' গানটি গাইতে হতো। এটাই ছিল বিপ্লবীদের কাছে জাতীয় সঙ্গীত। পাশাপাশি গীতাও বিপ্লবীদের মন্ত্রগুপ্তি হিসাবে কাজ করতো। 'গীতা' স্পর্শ করে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করতেন গুপ্ত সমিতির প্রত্যেক সদস্য। সেই সময় থেকে শুরু হয়েছিল দুর্গা পুজোর প্রচলন। দেবী দুর্গা তখন ছিলেন বিপ্লবীদের কাছে শক্তির প্রতীক। ব্রিটিশ অসুরকে বধ করাই ছিল বিপ্লবীদের মূল উদ্দেশ্য। অসহযোগ আন্দোলন কালে রাজ্যস্তরে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন। কিশোরপতি রায় মেদিনীপুর জেলায় কংগ্রেস স্থাপন করেছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের চারটি ডিভিশিন ছিল। ৩৩ টি আখড়া এবং ২২৭ টি ইউনিয়ন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনেও অংশ গ্রহণ করে মেদিনীপুরের লোকেরা। অনন্তপুর ও কাঁথির কালগেছিয়া ন্যাশনাল স্কুল, তমলুকের কাঁকুড়দা স্কুলের ছাত্ররাও চরকা এবং খদ্দর শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল। নন্দীগ্রামে কুলাপাড়া, গুর্দাচক, ভগবানপুরের জুখিয়া, রামনগরের কাদুয়া, সবংয়ের বিষ্ণুপুর, পটাশপুরের অমরশী প্রভৃতি স্থানে খদ্দরের বস্ত্র তৈরি হতে শুরু করে। শান্তি কমিটি স্থাপন করা হয় হিন্দু মুসলমান ঐক্যের জন্য। ১৯২৪ সালে মেদিনীপুর টাউন স্কুলে 'মিলন মন্দির' স্থাপিত হয়। পরিমল কুমার রায়, প্রফুল্ল ত্রিপাঠী, পুলিন বিহারী মাইতি, বীরেন্দ্র মাঝি, সন্তোষ কুমার মিত্র, হরিপদ ভৌমিক প্রভৃতি এই মিলন মন্দিরের সদস্য ছিলেন। ১৯২৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে রাজা দেবেন্দ্রলাল খান যুব সংঘের সভাপতি হলেন। দীনেশচন্দ্র গুপ্ত মেদিনীপুর কলেজের ছাত্রদের নিয়ে বিপ্লবী সংগঠন তৈরি করেন। সেই সময়ে 'বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স' বিপ্লবী সংগঠনটি যথেষ্ট শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়।

মেদিনীপুরের তরুণ বিপ্লবীরা ব্রিটিশ অত্যাচারি শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়ে। মেদিনীপুরে কোনও স্বদেশি সভা সমিতি করা যাবে না এমনকী 'বন্দে মাতরম' শব্দ উচ্চারণ করা চলবে না বলে জেলা শাসকেরা হুঁশিয়ারি দিতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কোনও সভাসমিতি করাও চলবে না জেলাশাসকের অনুমতি ছাড়া। ফলে বিপ্লবীদের লাল খাতায় নাম লেখা হয়ে গিয়েছিল তৎকালীন জেলাশাসক প্যাডির নাম। ১৯৩১ সালে মেদিনীপুরের জেলাশাসক সদর্পে ঘোষণা করে বসলেন মেদিনীপুরকে তিনি এমন শিক্ষা দেবেন যাতে মেদিনীপুর কোনও দিন না ভুলতে পারে। জেলাশাসকের এই ঘোষণায় ক্ষুব্ধ হয়ে গেল বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স দলের বিপ্লবী সদস্যরা। প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করলো অ্যাকশন স্কোয়ার্ডের কর্মীরা। ৭ এপ্রিল ১৯৩১ সালে জেলাশাসক প্যাডি এসেছিলেন একটি স্কুল প্রদর্শন করতে। সেখানেই বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত ও জ্যোতিজীবন ঘোষ জেলাশাসক জেমস প্যাডিকে গুলি করে হত্যা করেন। সেই সময়ে বিপ্লবীরা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়েছিলেন। কেবল একটি ছোট ছেলে চিৎকার করে উঠেছিল 'বিমলদা' বলে। বিপ্লবী বিমলের নাম এইভাবে রটে গিয়েছিল। মেদিনীপুরে এই অভাবিত কাণ্ডে ব্রিটিশ শাসকেরা হতবাক হয়ে পড়েছিল। খবর যায় খাস বিলেতে। সেখান থেকে নির্দেশ দেওয়া হয় শক্ত জেলাশাসক নিয়োগ করতে। ৯ অক্টোবর ১৯৩১ সালে বিমল দাশগুপ্ত ইউরোপীয়ান মার্চান্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডিলিয়াসকে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর দশ বছর কারাদণ্ড হয়েছিল। অন্য দিকে একেবারে হাওয়াতে মিলিয়ে গিয়েছিলেন জ্যোতি জীবন ঘোষ।

আতঙ্কিত ব্রিটিশ সরকার সেই মেদিনীপুরকে দমন করার জন্য নতুন জেলাশাসক রবার্ট ডগলাসকে নিয়োগ করে। এক বছর তেইশ দিন পরে বিপ্লবী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ও প্রভাংশু পাল ৩০ এপ্রিল ১৯৩২ সালে জেলাশাসক রবার্ট ডগলাসকে গুলি করে হত্যা করে। বিপ্লবী প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান তাঁর রিভলবারে সমস্যা সৃষ্টির ফলে। ১২ জানুয়ারি ১৯৩৩ সালে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে তাঁর ফাঁসি হয়।

সেই সময়ে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে কোনও ব্রিটিশ শাসকেরা মেদিনীপুরের জেলা শাসক হয়ে আসতে রাজি হচ্ছিলেন না। যখন কোনও ব্রিটিশ শাসকেরা মেদিনীপুরের জেলাশাসক হয়ে আসতে রাজি হচ্ছিলেন না তখন সাহস করে জেলা শাসক হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন বানার্ড ই জে বার্জ। জেলাশাসক বার্জ খুব চালাক ছিলেন। তিনি কোনও নিরাপত্তা রক্ষীদের বাড়িতে যেতে নিষেধ করেছিলেন। সব সময়ে জন্য তাঁর বাংলো পাহারার ব্যবস্থাও করেন। জেলা শাসক বার্জ খুব ফুটবল প্রিয় ছিলেন। তিনি মেদিনীপুরে এসে নিভৃত বাস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মাঝে মধ্যে মাঠে ফুটবল খেলতে শুরু করলেন। এদিকে বিল্পবীরা তাঁকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই এবং আগস্ট মাস পার হয়ে গেল জেলাশাসক বার্জকে হত্যা করার কোনও সুযোগ পেলেন না বিপ্লবীরা। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে সেই সুযোগ এসে ধরা দিল বিপ্লবীদের কাছে। ২ সেপ্টেম্বর বার্জ ফুটবল খেলতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। সেই সময়ে বিপ্লবী মৃগাঙ্গ দত্ত এবং অনাথ বন্ধু পাঁজা বার্জের বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় হিসাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। খেলার মাঠেই বিপ্লবীরা বার্জকে হত্যা করে। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স দলের সদস্য রামকৃষ্ণ রায়, ব্রজ কিশোর চক্রবর্তী এবং নির্মল জীবন ঘোষকে পুলিশ গ্রেফতার করে। জেলাশাসক বার্জকে হত্যার অপরাধে ব্রজকিশোর এবং রামকৃষ্ণকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। ২৫ অক্টোবর ১৯৩৪ সালে ব্রজকিশোরকে এবং তার পরের দিন অর্থাৎ ২৬ অক্টোবর নির্মল জীবন ঘোষকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।

নাটকে জনপ্রিয় অভিনেতা অসিতবরণ

বেশ কিছুদিন আগে ছোটবোন শর্বরী একটা লিঙ্ক পাঠায় আমায়। কোন এক শনিবার ছিল সেটা। গায়ক অভিনেতা অসিতবরণকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন বেরিয়েছিল। খুব সুন্দর ছিল সেই প্রতিবেদন।। তখনই মনে হয়েছিল যে আমিও অসিতবরণকে নিয়ে কিছু লিখতে পারি। শুধুই ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ।। আমি তখন ক্লাস সেভেন এইট। বিশ্বরূপায় সেতু নাটক চলছিল। তৃপ্তি মিত্র প্রথম এলেন পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অসিতবরণ নায়ক। প্রতি বৃহস্পতি শনি রবি দেখতাম ওঁকে। সুদর্শন অভিনেতা অসিতবরণ। তখন রাধা সিনেমার পাশেই একটা খেলার দোকান ছিল। দাসগুপ্ত নামেই পরিচিত ছিল সেই দোকান। সেখানে আমরা প্রায় প্রতিদিন যেতাম। মোহনবাগান বা ইষ্টবেংগলের খেলার রেজাল্ট জানতে। প্রচুর ভীড় হত। একটা ব্লাকবোর্ডে দুটো টিমের নাম লেখা থাকতো আগে থেকেই। ছটা নাগাদ একজন বেরিয়ে তাতে রেজাল্ট লিখতেন। আমি মাঠে খেলে ওই খেলার রেজাল্ট জেনে বাড়ি ফিরতাম তখন।অসিতবরণ সেটা জানতেন। জানতেন তরুণকুমারও। দুজনের মধ্যে কেউ একজন দাঁড়িয়ে থাকতেনই মোহনবাগানের খেলার রেজাল্ট জানার জন্যে। যদি কোন কারণে থাকতে না পারতেন তাহলে থিয়েটারের রামচরণদাকে বসিয়ে রাখতেন বাইরে। বলে দিতেন বিধায়কদার ছোট ছেলেটার কাছে খেলার রেজাল্ট জেনে তবে উঠবি।সেতু নাটকের সময়ই আমি প্রথম দেখি অসিতবরণকে।

এরপর দেখি কাশি বিশ্বনাথ মঞ্চে। বাবার লেখা অ্যান্টনী কবিয়াল নাটকে ভোলা ময়রা চরিত্র করতেন অসিতবরণ।একেবারে প্রথমে ভোলা ময়রা করতেন শ্রদ্ধেয় নট জহর গাঙ্গুলী। তিনি প্রয়াত হবার পর অসিতবরণ। তো আমি বলছি আরো পরের কথা। বন্ধ হয়ে যাবার পর আবার চালু হয়েছে অ্যান্টনি কবিয়াল। নতুন প্রযোজক এসে বাবাকে নিমন্ত্রণ করে গেলেন নাটক দেখার জন্য। আমি সাধারনতঃ কোথাও যেতাম না বাবার সাথে। কিন্তু তখন মানিকতলায় আড্ডা মারতাম তাই যাওয়া আসাটা ফ্রি হয়ে যাবে বলে বাবার সাথে গেলাম কাশি বিশ্বনাথ মঞ্চে। বাবাকে দেখে সবাই খুশি। কেতকী দত্ত, সবিতাব্রত দত্ত,তরুন মিত্র। তখনো

অসিতবরণ আসেন নি। বাবা বসলেন প্রথম রো তে যথারিতি আর আমি বসলাম একটু পেছনে হল ভর্তি শো শুরু হল। আমি জমে গেলাম নাটকে। তার আগে আমি অ্যান্টনি কবিয়াল দেখিনি। ভোলা ময়রা একটু পরে আসেন বাবার লেখা নাটকটিতে। অসিতবরণ মঞ্চে ঢুকেই একেবারে ফুটবোর্ডে উঠে এলেন। বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন- 'পেন্নাম হই ভটচাজ মশাই,আরে তোরা কেউ আমায় বলিস নি আজ বগলা(বাবার পিতৃদত্ত নাম) ভটচাজ এর বাড়িতে গান! কেমন আছেন বাবু? শরীরটা খারাপ লাগছে? বাবা উত্তর দিলেন - জয় হোক। তুই কেমন আছিস? তুইও তো রোগা হয়ে গেছিস!! - আর যা দিনকাল পড়ছে জমিদারবাবু!! বলবেন না। বায়নাই হয় না। এই সাহেব গায়েনের দৌলতে কিছু বায়না পাচ্ছিগ্ধআচ্ছা, তাহলে শুরু করি গান। অনুমতি করুন। বাবা বললেন - শুরু কর, শুরু কর। সবাই অপেক্ষা করছে। জয় গুরু। পাঠক,বিশ্বাস করুন, হল ভর্তি দর্শক উপভোগ করলেন সেই কথোপকথন! আমার পাশের সীটে এক বয়স্ক দর্শক তাঁর স্ত্রীকে বললেন - বিধায়ক ভট্টাচার্য সামনে বসে আছেন। অনেকদিন অসুস্থ ছিলেন বাবাগ্ধ তবু কত মানুষ মনে রেখেছিলেন বাবাকে সেই সময়!!

গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল আমার!! অসিতবরণ স্টেজের ভেতরে ঢুকে গেলেন। আবার নাটক শুরু হল। পুরো নাটক দেখেছিলাম সেদিন। আড্ডা মারি নি সেদিন। বাবাকে নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম রাত্রে।

কী অসম্ভব জনপ্রিয়তা ছিল অসিতবরণ এর। প্রথমদিকের গায়ক/নায়ক। হিন্দি ছবিতেও সমান জনপ্রিয় ছিলেন। হাম কোচয়ান, হাম কোচয়ান, হাম কোচয়ান প্যারে। ১৯৪৩ সালে ওয়াপস ছবিতে গাওয়া এই গান সারা ভারতবর্ষের সংগীতপ্রেমী গাইতেন তখন শুনেছি।

১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমার ছোড়দির বিয়ে হয় অসিতবরণের পরিবারের বড় ছেলে ডাঃ অলোক মুখোপাধ্যায়ের সংগে । বনানী ভট্টাচার্য, বনানী মুখোপাধ্যায় হন সেদিনই। অলোকদা ছিলেন অসিতবরণের বড় দাদা প্রভাতবরণের বড় ছেলে। বাবার বেয়াই হয়ে গেলেন অসিতবরণ। বিয়ের দিন পুরো বিয়ের সময়টা ছিলেন। বলেছিলেন- কী মশা রে ভাই এখানে। তোরা থাকিস কী করে এখানে? গাড়িতে বসে ছিলেন সারাক্ষণ।

অসিতবরণ অজস্র ছবিতে অভিনয় করেছেন। উত্তমকুমারের চেয়ে প্রায় তেরো বছরের বড় ছিলেন বয়েসে তবু 'বন্ধু' ছবি দেখুন। বুঝতেই পারবেন না এত বয়েসের ব্যবধান ছিল দুজনের বয়েসের! নিজে বাজার করতেন। স্টারসুলভ আচরণ ছিল না। আসলে মাত্র কয়েকজন ছাড়া আমি এই স্টারসুলভ আচরণ বেশিরভাগ অভিনেতাদের মধ্যে দেখিনি।

আজ টিভি অভিনেতা / অভিনেত্রী দের নিয়ে যেমন উন্মাদনা দেখি তার সিকিমাত্র পাননি এঁরা। জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। হয়তো টি ভি বা সোশাল মিডিয়া ছিল না বলেও হতে পারে। তাই আমরাই লিখি ওঁদের কথা। আমরা যারা ওঁদের কাছ থেকে দেখেছি। লিখে রাখি। কেউ না কেউ তো পড়বেন। সেটাই অনেক। আজ কেন লিখলাম? আজ নাটকে জনপ্রিয় অসিতবরণ মুখোপাধ্যায় এর জন্মদিন। ১৯১৩ সালের আজকের দিনে জন্মেছিলেন অসিতবরণ। আমার প্রণামটা তো অন্তত: জানিয়ে যাই। বাংলা সিনেমা জগত জনপ্রিয় হওয়ার আগে বাংলার নাটক জগত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে শুরু করেছিল. গিরিশ ঘোষের হাত ধরেই বাংলার নাটক জনপ্রিয় হতে শুরু করে। তার সঙ্গে আবার যোগ দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণদেব। তিনি আশীর্বাদ না করলে বাংলা যাত্রা, নাটক বা থিয়েটার জগত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সময়

চেষ্টাই জীবনের সফলতার সিঁড়ি

পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চতম স্থানের নাম হলো মাউন্ট এভারেস্ট এবং সবচেয়ে গভীরতম স্থান হলো প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানা ট্রেন্স। দুই স্থানেই পৌঁছানো প্রথম মানুষটি কে জানেন?

তিনি ভিক্টর ভাসকেভো! যার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত এডভেঞ্চারের নেশা।

পৃথিবীর ৭ মহাদেশের ৭টি সর্বোচ্চ চূড়ায় এবং পৃথিবীর দেখতে বার বার অতল সমুদ্রে অভিযান করেছেন!

টাইটানিক তো মাত্র ১২০০০ ফুট নিচে, ভিক্টর প্রথম একা মানুষ হিসেবে পৃথিবীর গভীরতম স্থান মারিয়ানা ট্রেন্সের গভীরে সফল অভিযান করেছিলেন! সমুদ্রের ৩৫০০০ হাজার ফুটে নিচে ছোট্ট একটা সামবেরিন নিয়ে ল্যান্ড করিয়েছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতম জায়গায়।

যেখানে জলের চাপ ছিলো প্রতি

মহাসমুদ্রের সবচেয়ে গভীরতম ৫ স্থানে অভিযান সফল করেছেন তিনি।

এক্স মার্কিন নেভিয়ান ভিক্টর মহাসমুদ্রের সবচেয়ে গভীরতম ৫ স্থানে যে অভিযান করেছিলেন, সেখানে সলো অভিযান ছিলো দুইটি। এমনকি গত বছরেও তিনি মহাকাশ ভ্রমনের অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছেন!

শুধু তাই নয়, উত্তর মেরু আর দক্ষিন মেরুর শেষ বিন্দুতে স্কি করে এসেছেন তিনি। এই মানুষটা তার জীবদ্দশায় এমন এমন অভিযান করেছেন যে রিস্ক ফেক্টর বিবেচনা করলে বেঁচে থাকাটা মহা বিস্ময়! কিন্তু রাখে হরি মারে কে! টাইটানিক সিনেমার পরিচালক জেমস ক্যামেরন ৩২ বার ডুবন্ত টাইটানিক বর্গ ইঞ্চিতে ১৬০০০ পাউন্ডের বেশি! দুর্ঘটনা ঘটলে জলের প্রেসারে চেপ্টা হয়ে মৃত্যু বরন করতে হতো। তবুও এডভেঞ্চার নামক নেশাটা তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। সফল ভাবে বেঁচে ফিরেছিলেন তিনি।

মানুষের এই অদম্য এডভেঞ্চারাস একটি ভিটি পৃথিবীর মানচিত্র পাল্টে দিয়েছিলো একসময়। অনেক কিছুই আমরা উপভোগ করছি যা মানুষের মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে অর্জন করতে হয়েছে। আর আপনি কিনা নিজের ছোট-খাটো লক্ষ্যগুলো পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন! কেন? উঠে দাঁড়ান। আবার পরিকল্পনা করুন। পরিশ্রম করুন। লেগে থাকুন। সফলতা আসবে ই আসবে। চেষ্টাই সফলতা নিয়ে আসে।

ট্যাবে প্রতারিত ছাত্রছাত্রীদের ফেরানো হলো টাকা, খুশি পড়ুয়া থেকে শিক্ষকরা, অভিযুক্তদের তোলা হলো আদালতে

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২১ নভেম্বর ঃ তরুনের স্বপ্ন প্রকল্পে ট্যাব কেনার টাকা জালিয়াতির ঘটনায় পূর্ব মেদিনীপুরে ২৫৩ জন ছাত্রছাত্রীর অ্যাকাউন্টে আবারও ২৫ লক্ষ টাকা পাঠাল শিক্ষাদপ্তর। সরকারি হিসেব অনুযায়ী, এই জেলায় মোট ৩২টি স্কুলে ২৫৩ জন পড়ুয়ার টাকা হাতিয়ে নিয়েছিল সাইবার প্রতারকরা। তার মধ্যে কোলাঘাট ব্লকের গোপালনগর কে কে ইনস্টিটিউশনের দুই পড়ুয়ার টাকা ভুয়ো অ্যাকাউন্ট থেকে তাদের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়েছে। বাকি ২৫১ জন পড়ুয়ার টাকা দ্বিতীয় বারের জন্য পাঠাল রাজ্য। গত দু'দিনে তাদের অ্যাকাউন্টে ২৫ লক্ষ টাকা পাঠানো হয়েছে। ২০২৪ সালে এই জেলায় ২৫৩ জন পড়ুয়ার অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হয়েছিল। তারা তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পে প্রাপ্য টাকা থেকে বঞ্চিত ছিল। রাজ্য সরকার পুনরায় তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা দিয়েছে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ৭৮ হাজার ১১৮ ছাত্রছাত্রীর অ্যাকাউন্টে তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পে ৭৮ কোটি ১১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। পুজোর ছুটির মধ্যে জানা যায়, চারটি স্কুলে ৬৪ জন পড়ুয়ার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকেনি। ওই চার স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিষয়টি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক)-এর নজরে আনেন। তারপর জেলাশাসকের নির্দেশে এনিয়ে ডিআই (সেকেন্ডারি) তমলুক থানায় এফআইআর করেন। ওই বিষয় নিয়ে হইচই হতেই পরবর্তীতে জানা আরও জেলায় আরও একগুচ্ছ স্কুলের উচ্চ মাধ্যমিকের পড়ুয়ারা ট্যাব কেনার টাকা পায়নি। এনিয়ে আবেদন জমা দেওয়ার জন্য তমলুকের মানিকতলায় ডিআই (মাধ্যমিক) অফিসে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের ভিড় লেগে যায়। জানা যায় জেলার ৩২ টি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে মোট ২৫৩জন পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা গায়েব করে দিয়েছে সাইবার প্রতারকরা। ওই ঘটনায় জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের (মাধ্যমিক) এফআইআরের ভিত্তিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিস একটি স্পেশাল টিম গঠন করে। এখনও পর্যন্ত ওই ঘটনায় মোট ১০ জন ধরা পড়েছে। তাদের মধ্যে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থেকে ন'জন এবং মালদার বৈষ্ণবনগর থেকে আরও একজন ধরা পড়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে চোপড়া থেকে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে তমলুক থানায় আনা হয়েছে। বুধবার তাদের আদালতে পেশ করা হয়। পড়ুয়া সায়ন হাজরা ও কোয়েল বেরা জানান, পড়াশোনার জন্য রাজ্য সরকার আমাদের ট্যাব কেনার জন্য ১০ হাজার টাকার বরাদ্দ করে। সেই টাকা স্কুলের অনন্য পড়ুয়ারা পেলেও আমরা বঞ্চিত হয়। চিন্তায় ছিলাম পাবো কি না। অবশেষে সেই টাকা পেয়ে খুব ভালো লাগছে। শিক্ষক প্রশান্ত কুমার ভৌমিক জানান, পড়ুয়াদের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের প্রকল্প চালু করায় আমরা ভীষণ খুশি। কিন্তু রাজ্যের বেশ কিছু জেলার পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় একাধিক পড়ুয়ার টাকা জালিয়াতি হত। প্রশাসনের চেস্টায় সেই টাকা আবার পড়ুয়ারা ফিরে পাওয়ায় খুব ভালো লাগছে। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) শুভাশিস মিত্র জানান, সামনেই পড়ুয়ায়দের পরিক্ষা। তার আগে পড়ুয়াদের হাতে টাকা ফেরাতে পেরে খুব ভালো লাগছে।

মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার 'অফিস' দখলের চেষ্টার অভিযোগ, কাঠগড়ায় অনুব্রত অনুগামীরা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২১ নভেম্বর ঃ মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার 'অফিস' দখলের চেষ্টার অভিযোগ উঠছে। কাঠগড়ায় অনুব্রত মণ্ডলের অনুগামীরা। বোলপুরের টিএমসি কার্যালয়টি মন্ত্রী ঘনিষ্ঠের অফিস হিসাবেই পরিচিত। অভিযোগ ওই কার্যালয়ের দখল নিতে আসে অনুব্রত মণ্ডলের লোকজন। কার্যালয়ে ঝোলানো হয় অনুব্রতর ছবি দেওয়া ব্যানার। প্রসঙ্গত, শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে কোর কমিটির সদস্য হন অনুব্রত। তারপরই এ বিবাদ ঘিরে অস্বস্তি জেলা তৃণমূলে। প্রসঙ্গত, বিগত দিনে অনুব্রত মণ্ডল বনাম কাজল শেখের ঠান্ডা লড়াইয়ের রেশ জেলার সর্বত্র ছড়িয়েছে। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোর চলছেই। এবার অনুব্রত ও চন্দ্রনাথের অনুগামীদের কার্যালয় দখলকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বের জেরে ঘাসফুল শিবিরের বিড়ম্বনা যে আরও বাড়ছে তা বলাই বাহুল্য। যদিও এ ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অনুব্রত মণ্ডলের কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। প্রসঙ্গত, তিহাড় থেকে ফেরার পর বরাবরই অনুব্রতকে একেবারে অন্য মেজাজে দেখা গিয়েছে। বারবারই তাঁর মুখে একসঙ্গে চলার বার্তাও শোনা গিয়েছে। কিন্তু, এবার দলের 'অশান্তির' ঘটনায় তাঁর অনুগামীদের নাম জড়ানোয় চাপানউতোর বাড়ছে। যদিও দলের একাংশ থেকে বলা হচ্ছে যাঁরা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তাঁরা তৃণমূলের কেউ নয়। বাইরে থেকে আসা দুস্কৃতী।

জরাজীর্ণ ও ভুতুড়ে অবস্থায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, খড়িবাড়ি, ২১ নভেম্বর ঃ জরাজীর্ণ ও ভুতুড়ে অবস্থায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র! ভেঙে যাওয়া ভয়ে পড়তেই আসেননা শিশুরা ! উপায় না পেয়ে বাড়িতেই স্কুল চালান সহায়িকা ! এমনি চিত্র দেখা গেল খড়িবাড়ির বিন্নাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কুকরা জোত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে । অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নেই জল ও বাথরুমের ব্যবস্থা! হাত দিলেই

নড়ছে দেওয়াল, টিনের চালা ভেঙে রয়েছে বহুদিন ধরে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বহু বছর ধরে কেন্দ্রটি বেহাল অবস্থায় রয়েছে। যার জেরে শিশুর অবিভাবকরা শিশুদের নিয়ে আসছে না । দ্রুত কেন্দ্রটিকে নতুন করে তৈরি করার দাবি জানান সকলে । কেন্দ্রের সহায়িকা পারুল গনেশ বলেন, জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকায় শিশুরা অনেকেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আসেন না।২০১৫ সালে এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বেহাল অবস্থা থাকায় বাড়িতেই কেন্দ্র চলাতে হচ্ছে। ভুতুড়ে অবস্থা থাকায় শিশুরা যেতে চায় না তেমনি গর্ভবতী মায়েরাও ভয় পায়। এই বিষয়ে খড়িবাড়ি সিডিপিও দাওয়া দর্জি শেরপা টেলিফোনে জানান, খড়িবাড়ি ব্লকে কুকরা জোত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ছাড়াও আরো ২৪টি কেন্দ্রের সংস্কারের জন্য রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে। অন্যদিকে খড়িবাড়ির পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জানান, আমরা নজরে রেখেছি । ইতিমধ্যে পরিদর্শন করা হয়েছে। দ্রুত সমস্যা সমাধান করার আশ্বাস দেন তিনি।

পাঁচটি স্টেইনলেস স্টিল ওটার ট্যাঙ্ক -এর শুভ উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ হেতু, ১০ লক্ষ ৬৭ হাজার ২৪০ টাকা ক্রয় মূল্যে পাঁচটি স্টেইনলেস স্টিল ওটার ট্যাঙ্ক -এর শুভ উদ্বোধন । আগামী ২২

এবং ২৩ তারিখ শিলিগুড়িতে পানীয় জল পরিষেবা বন্ধ থাকবে। নতুন ইন্টেক ওয়েলের কাজ করার জন্য পানীয় জল পরিষেবা বন্ধ থাকবে। এর আগে জুন মাসে তিনদিন পানীয় জল বন্ধ থাকার কথা থাকলেও দশদিনের মতো পানীয় জল পরিষেবা বন্ধ ছিলো। যার ফলে শহরের মানুষকে তীব্র জলকষ্টের মধ্যে পড়তে হতে হয়। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে পানীয় জল সরবরাহ করতে হিমশিম খেতে হয় শিলিগুড়ি পুরসভাকেও। সেইসময় পুরসভার বিরুদ্ধে দূষিত জল খাওয়ানোরও অভিযোগ ওঠে। তাই এবার আগে থেকেই সতর্ক পুরসভা। এদিন নতুন করে আরো পাঁচটি জলের ট্যাঙ্কের উদ্ধোধন করেন মেয়র গৌতম দেব। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট ২৫ টি জলের ট্যাঙ্কার পুরসভার, পাঁচটি ট্যাঙ্কার পি এইচ ইর এবং পুরসভার মোট তিরিশটা ২০০০ লিটার জলের ট্যাঙ্ক রয়েছে যেগুলো দিয়ে পানীয় জল সরবরাহ করা হবে শহরজুড়ে। তাছাড়াও দুদিনে মোট দুলক্ষ জলের পাউচ প্যাকেটও বিতরণ করা হবে শহরজুড়ে।

ছাব্বিশে বিধানসভা নির্বাচনে কত আসন পাবে তৃণমূল? ভবিষ্যদ্বাণী কুণালের

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ২১ নভেম্বর ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আরও বছর দেড়েক বাকি। ছাব্বিশে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল কী হবে? এত আগে থেকে নির্বাচনের ফল বলা যায় না বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ তা মনে করেন না। ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কত পাবে, এখনই বলে দিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার নন্দীগ্রামে এক প্রতিবাদ সভা থেকে জানিয়ে দিলেন, ছাব্বিশের নির্বাচনে কত আসন পেয়ে তৃণমূল ক্ষমতায় আসবে। নন্দীগ্রামে সমবায় নির্বাচনে বিজেপির জয়ের পর তৃণমূলের ব্লক সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গকে মারধরের ঘটনায় এদিন প্রতিবাদ সভা করে তৃণমূল। নন্দীগ্রাম থানা মোড়ে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন কুণাল ঘোষ, জেলা সভাপতি অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল নেতা শেখ সুফিয়ান ও আক্রান্ত ব্লক সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গ। প্রতিবাদ সভায় বিরোধীদের আক্রমণের পাশাপাশি পুলিশ ও প্রশাসনের একাংশকে তোপ দাগেন কুণাল ঘোষ। তখনই ছাব্বিশে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল কী হতে পারে, তা নিয়ে মন্তব্য করেন। একুশের নির্বাচনের চেয়ের ছাব্বিশে তৃণমূল বেশি আসন পাবে বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তৃণমূল মুখপাত্র বলেন, ২০২৬ সালে ২৫০-র বেশি আসন নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন। পুলিশ-প্রশাসনের একাংশ বাম ও বিজেপিকে সমর্থন করছে বলে তিনি দাবি করেন। তাঁদের খুঁজে বের করতে হবে বলে তিনি জানান। কুণাল বলেন, তাঁরা সরকারকে বদনাম করার চেষ্টা করছেন ভেতর থেকে। সিপিআইএম, বিজেপির দালালি করলে সুন্দরবনে বাঘ পাহারা বা কোচবিহারে ট্রান্সফারের জন্য তৈরি থাকুন। আমরা ডেপুটেশন দেব। প্রতিবাদ করব। তারপরও যদি প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ না করে, থানার ভেতরে চায়ের দোকান খুলে বসে থাকব।

বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে নিজের মাথায় গুলি চালালো যুবক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ নভেম্বর ঃ নিজের মাথায় নিজেই গুলি চাললো বছর আঠারোর যুবক। চাঞ্চল্যকর ঘটনা মালদার কালিয়াচকে। বাঁচানো যায়নি সামিউল ইসলাম নামে ওই যুবককে। বাড়ি কালিয়াচকের শ্রীরামপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর,

এদিন দুপুরে হঠাৎ বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে নিজেই নিজের মাথায় গুলি চালান ওই যুবক। ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েন তিনি। খবর চাউর হতেই ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়ে যায় এলাকায়। কিন্তু, ওই যুবক বন্দুক কোথা থেকে পেলেন, কেনই বা আত্মহত্যা করতে গেলেন তা নিয়ে তৈরি হয়েছে চাপানউতোর। ঘটনার পরেই কান্নায় ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার। পরিবারের লোকজন বলছেন, প্রায় ৯ মাস একটি একটি বাইক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন সামিউল। মাথায় চোট লাগে। তারপর থেকে প্রায়ই অসংলগ্ন আচরণ করতো। এমনকী এও জানা যাচ্ছে এদিন যখন এ ঘটনা ঘটে তখন বাড়িতে একাই ছিলেন ওই যুবক। তখনই এ ঘটনা ঘটান। একইসঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্রর উৎস সন্ধানে খোঁজ শুরু করেছে মানিকচক থানার পুলিশ। একইসঙ্গে কেন আত্মঘাতী হলেও সে বিষয়েও নিশ্চিত হতে চাইছে পুলিশ। এলাকার লোকজনের পাশাপাশি পরিবারের লোকজনকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাপানউতোরও চলছে।

আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড - লিকুইডেশনে

দেউলিয়াত্ব এবং দেউলিয়াত্ব কোড, ২০১৬ এর অধীনে ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণভাবে লিকুইডেটর (আইপি ডিকোড রেজলভেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড) দ্বারা নোটিশ দেওয়া হয়েছে, ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর বিধানের অধীনে যে **কর্পোরেট দেনাদার মেসার্স আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড - লিকুইডেশনে,** সিআইএন সহ U01222WB1973PLCO29137 এর নিবন্ধিত অফিস পোস্ট-আরামবাগ, জেলা-হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-৭১২৬০১-এর ই-নিলামের মাধ্যমে Going Concern হিসাবে বিক্রি করা হচ্ছে (লিকুইডেশন প্রক্রিয়া) নিয়মাবলী, ২০১৬ নীচে উল্লিখিত শর্তাবলী এবং পদ্ধতির অধীনে। কর্পোরেট দেনাদারকে ''যেমন আছে সেখানে যেমন আছে, যাই আছে এবং কোনও উপায় নেই'' এর ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে কারণ এই ধরনের বিক্রি কোনো প্রকার ওয়্যারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই। ই-নিলামটি এমএসটিসি লিমিটেড www.mstcindia.co.in দ্বারা পরিচালিত হবে এবং www.bidboli.com-এর মাধ্যমেও তালিকাভুক্তবাজার করা হতে পারে। ই-নিলাম **বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ২৬, ২০২৪ এ সকাল ১১.০০ থেকে বিকেল ৪.০০টে** পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

১	ই-নিলাম বিস্তারিত	১. ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মঃ **এমএসটিসি লিমিটেড** ২. মার্কেটিং প্ল্যাটফর্মঃ www.bidboli.com ৩. তারিখ এবং সময়ঃ **বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ২৬, ২০২৪ সকাল ১১.০০ থেকে বিকাল ৪.০০টে পর্যন্ত** ৪. ই-নিলামের ৫ মিনিট সীমাহীন এক্সটেনশন থাকবে অর্থাৎ ই-নিলামের শেষ সময় প্রতিবার ৫ মিনিট বাড়ানো হবে যদি ই-নিলাম বন্ধ হওয়ার আগে শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে বিড করা হয়।
২	বিস্তারিত	**সম্পূর্ণ কর্পোরেট দেনাদার মেসার্সের বিক্রয়। আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড - একটি অগ্রগতি উদ্বেগ হিসাবে লিকুইডেশনে** **বিক্রয়টি সেই সম্পদগুলিকে বাদ দেবে যেখানে সুরক্ষিত পাওনাদাররা তাদের নিরাপত্তা স্বার্থ উপলব্ধি করতে বেছে নিয়েছে এবং তাই লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ নয়।**
৩	রিজার্ভ মূল্য	১১৬,৫১,০০,০০০.০০/- টাকা (একশ ষোল কোটি একান্ন লক্ষ টাকা) শুধুমাত্র
৪	বায়না টাকা জমা	৫,৮৩,০০,০০০.০০/- টাকা (পাঁচ কোটি তিরাশি লক্ষ টাকা) শুধুমাত্র
৫	বিড ইনক্রিমেন্ট	১০,০০,০০০.০০/- টাকা (দশ লক্ষ টাকা) শুধুমাত্র
৬	ই-নিলামে অংশগ্রহণ হবে	১. সমস্ত আগ্রহী ক্রেতাদের অবশ্যই **প্রসেস মেমোরেন্ডামে বর্ণিত নিয়ম ও শর্তাবলী মেনে চলতে হবে যা liquidator.ahl@decoderesolvency.com-এ নিম্নস্বাক্ষরিত ইমেল করার পরে উপলব্ধ করা** ২. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য শর্তাবলী অনুযায়ী বায়না জমা (ইএমডি) একটি পূর্বশর্ত। ৩. একজন যোগ্য দরদাতা হিসাবে যোগ্য হওয়ার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে নথি জমা দেওয়া (প্রক্রিয়া স্মারকলিপি অনুযায়ী) ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য একটি পূর্বশর্ত।
৭	যোগ্যতার নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	**সোমবার, ডিসেম্বর ০৯, ২০২৪**
৮	যোগ্য দরদাতার ঘোষণা	বুধবার, ১১ ডিসেম্বর, ২০২৪
৯	সম্পদ পরিদর্শন	পরিদর্শনের সময়সূচী করতে, প্রক্রিয়া স্মারকলিপিতে দেওয়া শর্তাবলী অনুযায়ী liquidator.ahl@decoderesolvency.com-এ লিখুন। **বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ১২, ২০২৪, থেকে শুক্রবার, ২০ ডিসেম্বর, ২০২৪, সকাল ১১.০০ থেকে সন্ধ্যে ৬.০০টা পর্যন্ত যোগ্য দরদাতাদের জন্য পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।**
১০	ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	**সোমবার, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪**

যেহেতু মেসার্স আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬-এর বিধানের অধীনে লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তাই সমস্ত আগ্রহী দরদাতাদের liquidator.ahl@decoderesolvency.com-এ লিখে শুধুমাত্র ইমেলের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যোগাযোগের অন্য কোন উপায় বিনোদন দেওয়া হবে।

স্বা/-
ডিকোড রিসলভেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড
লিকুইডেটর-**আরামবাগ হ্যাচারিজ লিমিটেড**
করেসপনডেন্স ইমেলঃ liquidator.ahl@decoderesolvency.com
রেজিস্টার্ড ইমেল আইডিঃ ip@decoderesolvency.com
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ IBBI/IPE-0091/IPA-3/2022-23/50006
এএফএ বৈধতার তারিখঃ ডিসেম্বর ৩১, ২০২৫

স্থানঃ মুম্বই
তারিখঃ নভেম্বর ২২, ২০২৪

প্রজ্ঞামেল বহুভাষিক কবি সম্মেলন হতে যাচ্ছে সারাদেশের কবিদের সমাগম

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর ঃ ১৫ ডিসেম্বর বহুভাষিক সাহিত্যিকদের উৎসব, নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ (রবিবার), দেশের রাজধানী দিল্লিতে প্রজ্ঞা মেল (হিন্দি জাতীয় সাপ্তাহিক কাগজ) আয়োজিত কবি সম্মেলনে দেশ জুড়ে বিভিন্ন ভাষার কবিরা আসবেন, বিষ্ণুপ্রিয়া, সিনিয়র মণিপুরী কবি ডিলস লক্ষ্মীন্দর সিনহা ছাড়াও মহারাষ্ট্রের তরুণ মারাঠি কবি পঙ্কজ মোহরলে প্রমুখ এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কুল গীত রচনাকারী গজেন্দ্র সোলাঙ্কিও উপস্থিত থাকবেন, অল ইন্ডিয়া রেডিওর সুপরিচিত ঘোষক বীরেন্দ্র কৌশিক সংস্কৃত একাডেমি এবং ভোজপুরি একাডেমি থেকেও প্রথমবারের মতো তিন ভাষার কবিদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এছাড়াও মহারাষ্ট্রের নান্দেদ জেলার হিঙ্গিদ-মারাঠি কবি রবিন্দর সিং মোদি, ববি রেখা গগৈ, যোরহাট (আসাম) থেকে গণেশ কাচারি, আসামের গুযাহাটি থেকে ডাঃ মৃন্ময় নাথ, ডিব্রুগড় থেকে ডঃ হেমন্ত দাস, গজলকার সঞ্জীব সাগর চৌধুরী। নওগাঁও ত্রিপুরা থেকে আসানসোল থেকে কবি ও সাংবাদিক মনোজ শর্মা এবং ভুবনেশ্বর থেকে ওড়িয়া কবি বনমালি সাহুর আগমনের খবর রয়েছে। উত্তরপ্রদেশ (গাজিযাবাদ) থেকে বাঙালি কবি অলোকা গোস্বামী, ইন্দিরাপুরম থেকে তরুণ কবি আশিস মোরাদাবাদি এবং প্রখ্যাত গুজরাটি কবি মাধবী ব্যাস, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সংস্কৃত কবি ঋষি রাজ, দিল্লি থেকে হিন্দি ও অসমীয়া কবি জাহ্নবী কাকতি, গাড়োয়ালি- হিন্দি কবি যোগেশ ভট্ট। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি অনিতা গাঙ্গুলী, ডঃ সর্বেশ মিশ্র প্রমুখের অংশগ্রহণ নিশ্চিত। গত বছরের মতো এবারও এতে অংশ নেবেন দিল্লির বিশেষ উর্দু পাঞ্জাবি কবি দিলের দলভি এবং উর্দু কবি ইমরান আহমেদ। মাননীয় সাংসদ কৃপানাথ মাল্লা, প্রজ্ঞা মেইলের বহুভাষিক কবি সম্মেলন মহোসবের আয়োজক কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক, পৃষ্ঠপোষক প্রখ্যাত গুজরাটি লেখক হিতেশ ব্যাস, জাতীয় উপদেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক সাংবাদিক রত্নজ্যোতি দত্ত, প্রধান সংগঠক এবং প্রধান সম্পাদক (প্রজ্ঞা মেইলের) এই সময় উপস্থিত থাকবেন জাতীয় প্রচার সম্পাদক সাগর সরকার, প্রধান সমন্বয়কারী দেবজ্যোতি রায়, জনসংযোগ প্রধান দীপক চৌধুরী। একইভাবে, বাবুল রাই (গ্রিনউড রিসোর্টস) প্রভৃতিও উপস্থিত থাকবেন প্রজ্ঞা মেলা কবি মহোৎসবের বিশেষ অংশীদারদের মধ্যে। এছাড়া কিছু বিশেষ প্রধান অতিথিও আসতে পারেন, যাদের অনুমোদন এখনও পাওয়া যায়নি।

দার্জিলিং এ তুষারপাত। পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়লো। এদিন সকাল থেকেই দার্জিলিং এর ব্যাপক তুষারপাতের সৃষ্টি হয়। সকাল থেকে ও আবহাওয়া ছিল একেবারে ঠান্ডা। তবে অন্যান্য বারের মতো এবারে ভোরে তুষারপাত হয়নি। তুষারপাতের কারণে আর ধাক্কায় তাপমাত্রা অনেকটাই নেমে যায়। পর্যটক ঝুকে পড়েন টাইগার হিল এবং ঘুমের দিকে। দার্জিলিঙে এটাই মৌসুমের প্রথম তুষারপাত। তাপমাত্রা ছিল এদিন সকালে ১০ ডিগ্রির কাছাকাছি। বহিরাগত পর্যটক সেদিন এসে মজা পেলেন দার্জিলিংয়ে।

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-কন-টিআরডি-১৬০-২০২৪-এনআইটি, তারিখ ঃ ১৯.১১.২০২৪। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩৭১, তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১ প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা ও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে এরূপ অভিজ্ঞ ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর, অংশীদারি সংস্থা ইত্যাদির কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নম্বর ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-কন-টিআরডি-১৬০-২০২৪। কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে পাকুড়ে ইয়ার্ড পুনর্নির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত ২৫ কেভি এসি সিঙ্গেল ফেজ ওভারহেড ইক্যুইপমেন্ট, এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফর্মার-এর ডিজাইন, ড্রয়িং, সরবরাহ, নির্মাণ, পরীক্ষা ও সম্পাদন এবং ইলেক্ট্রিক্যাল (জি) ওয়ার্ক। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৯৩,৫২,২১৯.৯০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৮৭,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৩ (তিন) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১১.১২.২০২৪ তারিখে বেলা ৩টা। টেন্ডার বন্ধের উপরোক্ত তারিখ ও সময়ে বা তার আগে এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে উপরিল্লিখিত ''টেন্ডার নথির মূল্য'' ও ''বায়না মূল্য'' বাবদ অনলাইনে অর্থপ্রদানের পরে www.ireps.gov.in থেকে টেন্ডার নথি ডাউনলোড ও উক্ত ওয়েবসাইটে বিড জমা করা যাবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে উপরোক্ত সমস্ত নথি সহ সর্বাংশে সম্পূর্ণ টেন্ডার www.ireps.gov.in-এ আপলোড করা যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং কোনো ম্যানুয়াল প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা তৎক্ষণাত বাতিল করা হবে। টেন্ডার নথি, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিবরণ, সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী, যদি থাকে এবং অন্যান্য প্রাথমিক তথ্য www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কন, ৩৭১-তেলকল ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১১০১-এর নোটিশ বোর্ডেও এই টেন্ডারের বিজ্ঞপ্তি দেখা যাবে।

(CON-74/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for temporary additional IT infrastructural arrangement in connection with Medical Conclave to be attended by VVIP at Nabanna Sabhaghar, on **27.11.2024**" [Job No. KIT/RW/063 of 24-25] **SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-030/ KIT/Q of 24-25)** Bid Submission Closing : **26.11.2024 up to 03.00 PM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কেআইআর/ ইএনজিজি./৪৫ অব ২০২৪-এর বিপরীতে সংশোধনী নং. ০১

প্রশাসনিক কারণে কাটিহার - কাটিহারে - ৩৫ এম দৈর্ঘের কভার শেড ও সার্ভিস বিল্ডিং নির্মাণ এবং ১৪০ টি ক্রেনের জন্য সহযোগী কাজের বিপরীতে **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেআইআর/ ইএনজিজি./৪৫ অব ২০২৪, তারিখঃ ২৪-১০-২০২৪-এর টেন্ডার নং. ০১** বাতিল হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

NOTICE INVITING e-TENDER

1. **e-Tendet Refercnce No**- P -I/ 29 / 1207 / EO /2024-25, Dated-13/11/2024
Tender ID: **2024_ZPH D_769155_1 to 6** has been floated 6nos tender at different place under Purbasthali-I Panchyat Samity
2. **e-Teder Referece No**- **PI/30/ 1284/BDO/2024-25, Dated-21/11/ 2024**
Tender ID: **2024_ZPH D_771954_1 to 4** has been floated 4nos Construction of Dining Hall at different place under Purbasthali-I Panchyat Samity
Look for detail you may visit **www.wbtenders.gov.in** and office notice board.

Sd/-
Block Development Officer/ E.O. Purbasthali-I Development Block/ P.S Srirampur, Purba Bardhaman

OFFICE OF THE HARIPAL PANCHAYAT SAMITY
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405
TENDER NOTICE

The Executive Officer, Haripal Panchayat Samity, Hooghly invites E-Tender in on percentage basis in the prescribed form for SEVEN (07) nos. works vide **E-NIT No:17/E.O/HPS/2024-2025, Date:- 20/11/2024.** For more information visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Haripal Panchayat Samity

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

জোনাল স্ট্রেসড্ অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চঃ মেহের চেম্বার, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ড. সুন্দরলাল বেহল মার্গ, বালার্ড এস্টেট, মুম্বই-৪০০০০১, ফোনঃ ০২২-৪৩৬৮৩৮০৭, ৪৩৬৮৩৮০৮, ফ্যাক্সঃ ০২২-৪৩৬৮৩৮০২, ইমেলঃ

স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
''পরিশিষ্ট- IV-A বিধি [৮ (৬) এবং ৬(২) এর শর্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন এবং ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এবং এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালার ৮ (৬) এবং ৬(২) এর বিধান সহ পড়া হয়েছে, ২০০২।

এতদ্বারা জনসাধারণকে সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা (গুলি), বন্ধক (গুলি) এবং গ্যারান্টার (গুলি)-কে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক / চার্জ করা হয়েছে, যার দখল নেওয়া হয়েছে ব্যাঙ্ক অফ বরোদার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, সুরক্ষিত ক্রেডিটর, ''যেখানে যেমন আছে তেমন'', ''যেমন আছে'', এবং ''যা-ই হোক না কেন''-তে বিক্রি করা হবে নীচে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টগুলি-এ বকেয়া পুনরুদ্ধারের ভিত্তি রয়েছে। ঋণগ্রহীতা / বন্ধক / জামিনদার / সিকিউরড অ্যাসেটগুলি / বকেয়া / রিজার্ভ প্রাইসই-নিলামের তারিখ ও সময়, ইএমডি এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণের বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হল-

ক্রম নং.	ঋণগ্রহীতা / পরিচালক ও জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা	পরিচিত সহ স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ দায়বদ্ধতা, যদি থাকে	মোট পাওনা	১.ই-নিলামের তারিখ ২. ই-নিলামের সময় - শুরুর সময় থেকে শেষের সময় ৩. বিড এবং ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময়	(১) সংরক্ষিত মূল্য এবং (২) সম্পত্তির ইএমডি পরিমাণ (৩) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	১. ইএমডি জমা অ্যাকাউন্ট নম্বর ২. আইএফএসসি কোড ৩. ব্যাঙ্ক অফ বরোদা শাখা	১. দখলের অবস্থা (গঠনমূলক / আমি শারীরিক) ২. সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ৩. সময়
১	**এমআইএস পরাশর কোক প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা)** ক) মৌজা তিরুডিহ হালকা নং ০৯, থানা নং ১৯৮, থানা চান্দিল, থানা-চৌকা, জেলা-সেরাইকেল্লা খারাসওয়ান, ঝাড়খণ্ড। **কর্পোরেট অফিস** ক) ১৩১/১৭ এন.এস. বোস ক্যাম্প, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৪০ এবং এছাড়াও খ) ১৪১, এউইং, মিত্তাল কোর্ট, নরিমান পয়েন্ট, মুম্বই-৪০০০২১ **শ্রী মিথিলেশ পান্ড (পরিচালক ও গ্যারান্টর)** ক) এইচ নং. ২১২/সি, রোড নং ০১, আশোক নগর, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড - ৮৩৪০০২ এবং এছাড়াও খ) ৩০৩, পিপি, কমপাউন্ড, থানা-হিন্দপিরি, রাঁচি ৮৩৪০০১, ঝাড়খণ্ড **শ্রী সঞ্জয় কুমার শাহ (পরিচালক ও গ্যারান্টর)** তাজমহল, ক্লাব রোড, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড-৮৩৪০০১ **মেসার্স এম্পায়ার অ্যাডভাইসরি সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (গ্যারান্টর)** ব্লক-এ, ১৩৯, রিজেন্ট এস্টেট ১৭৬/১৪/১৩৯, রায়পুর রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৯২ **মেসার্স অ্যাবসোলিউট কনসালটেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড (গ্যারান্টর)** ৩৪০, কো-অপারেটিভ কলোনি, বোকারো স্টিল সিটি, ঝাড়খণ্ড - ৮২৭০০১ **মেসার্স ত্রিবেণী ইনফ্রাটেক প্রাইভেট লিমিটেড (গ্যারান্টর)** ডিভাইন হাউস ক্লাব রোড, সুজাতা চকের কাছে, থানা-চুলিয়া, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড-৮৩৪০০১	ইউনিটের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল একসাথে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সমস্ত বিল্ডিং এবং কাঠামো এবং পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত সমস্ত উদ্ভিদ এবং যন্ত্রপাতি বা স্থায়ীভাবে পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত যে কোনও কিছুর সাথে সংযুক্ত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত উভয়ই, খাটা নং ২০ প্লটে জমির পরিমাপ নং ১৪২ এলাকা ০.৬২ একর, প্লট নং ৫৫ এলাকা ০.১৬ একর খাতা নং ২৮ প্লট নং ২৯৩ এলাকা ০.৩৯ একর, প্লট নং ৩০২ এলাকা ০.০৬ একর, প্লট নং ৩০৫ এলাকা ০.০৭ একর, প্লট নং ৩০৬ এলাকা ০.০৪ একর, প্লট নং ২৯৪ এলাকা ০.৩৯ একর, প্লট নং ৭ এলাকা। ০.২০ একর, প্লট নং। ৩১ ১ এলাকা ০.১০ একর, প্লট নং ৩১০ এলাকা ০.০৯ একর খাতা নং ৫২ প্লট নং ২৮৮ এলাকা ০.৬৬ একর খাতা নং ৫৪ প্লট নং ৩১৪ এলাকায ০.২০ একর খাতা নং ৩৮ প্লট নং ১৩৩ এলাকা ০.৫৬ একর, প্লট নং ১৮৭ এলাকা ০.৭০ একর, প্লট নং ১৮৫ এলাকা ০.৮৯ একর, প্লট নং ১৩২ এলাকা ০.৫৮ একর খাতা নং ৭৭ প্লট নং ৩৩৫ এলাকা ০.২১ একর, প্লট নং ৩৩৭ এলাকা ০.১৯ একর, প্লট নং ৩৪০ এলাকা ০.১১ একর, প্লট নং ৩৩৩ এলাকা ০.০৩ একর, প্লট নং ৩৩৬ এলাকা ০.১২ একর- মোট জমি ৭ একর মৌজা তিরুলডিহ, হালকার মধ্যে নং ০৯, থানা নং ১৯৮, পি.এস. চৌকা, জেলা- সেরাইকেল্লা-খরসওযান, (ঝাড়খণ্ড) ব্যাঙ্কের কাছে পরিচিত দায়ঃ NIL **দ্রষ্টব্যঃ প্ল্যান্ট মেশিনারির বিশদ অনুমোদন কর্মকর্তার কাছ থেকে প্রাপ্ত করা যেতে পারে**	মোট বকেয়া-টাকা ৭৩.৩৫ কোটি টাকা (৩০.১১.২০২৩ তারিখে পঁচাত্তর কোটি টাকা এবং আইনি চার্জ, অন্যান্য চার্জ এবং পরবর্তী সুদ / খরচ	১) ১২.১২.২০২৪ ২) ১৩০০ ঘন্টা থেকে ১৭০০ ঘন্টা ৩) ১১.১২.২০২৪ তারিখে ১৭.০০ ঘন্টা বা তার আগে	১) টাকা ৩৫.০১ কোটি ২) টাকা ৩.৫০ কোটি ৩) টাকা ৫.০০ কোটি	১) ০৩৮৩০২০০০০১২৩১ ২. বারবোবাল বোম (পঞ্চম অক্ষর শূন্য) ৩. ব্যালার্ড এস্টেট অ্যাকাউন্টের নামঃ এআরএমবি রিকভারি অ্যাকাউন্ট	১. শারীরিক ২. ০২.১২.২০২৪ ৩. সকাল ১০.০০ থেকে বিকাল ০৫.০০ পর্যন্ত
২	**মেসার্স জুলি ইন্ডাস্ট্রিস (ঋণগ্রহীতা)** ক) গ্রাম তিরুলডিহ, পোস্ট ঘাটডুমআই চৌকা - কান্দ্রা রোড, সরাইকেলা ঝাড়খণ্ড এবং এছাড়াও খ) ১৪১, এউইং, মিত্তাল কোর্ট, নরিমান পয়েন্ট, মুম্বাই-৪০০০২১ **শ্রী মিথিলেশ পান্ডে (পরিচালক)** ক) এইচ.নং ২১২ / সি, রোড নং ০১, আহোক নগর, রাঁচি ঝাড়খণ্ড - ৮৩৪০০২ এবং এছাড়াও খ) ৩০৩, পি.পি, যৌগ,আরএস- হিন্দপিরি, রাঁচি ৮৩৪০০১, ঝাড়খণ্ড **মিঃ অখিলেশ পান্ডে (পরিচালক - মেসার্স ডিভাইন অ্যালয় অ্যান্ড পাওয়ার কোং লিমিটেড)** তাজমহল, ক্লাব রোড, রাঁচি ঝাড়খণ্ড - ৮৩৪০০১ **মিঃ রাজেশ পান্ডে (পরিচালক - মেসার্স ডিভাইন অ্যালয় অ্যান্ড পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড)** তাজমহল, ক্লাব রোড, রাঁচি ঝাড়খণ্ড - ৮৩৪০০১ **মেসার্স প্রগ্রেসিভ ট্রেডকম প্রাইভেট লিমিটেড** ১৩১ /১৭, এন.এস.সি. বোস রোড, নিচতলা, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৪০ **শ্রী সঞ্জয় কুমার শাহ** তাজমহল, ক্লাব রোড, রাঁচি ঝাড়খণ্ড - ৮৩৪০০১ **মেসার্স ত্রিবেণী ইনফ্রাটেক প্রাইভেট লিমিটেড** ডিভাইন হাউস, ক্লাব রোড, রাঁচি ঝাড়খণ্ড - ৮৩৪০০১	।) ইউনিট ১ - ইউনিটের সমস্ত অংশ এবং পার্সেল একসাথে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সমস্ত বিল্ডিং এবং কাঠামো এবং পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত সমস্ত উদ্ভিদ এবং যন্ত্রপাতি বা স্থায়ীভাবে পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত যে কোনও কিছুর সাথে সংযুক্ত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত উভয়ই প্লট নম্বরের অংশ। - ৩৬৩ ভূমি এলাকা ২.৮৫ একর, প্লট নং -৩৬৫ জমির ক্ষেত্রফল ০.৭৩ একর, প্লট নং -৩৬৬ জমির এলাকা ০.৩০ একর, প্লট নং ৩৬৭, জমির ক্ষেত্রফল ০.৫৯ একর, প্লট নং ৩৬৮ জমির এলাকা ০.১৬ একর, প্লট নং ৩৬৯ জমির এলাকা ০১.১১ একর, প্লট নং ৩৭০ এলাকা ০.১৪ একর, মোট জমির আযতন ০৫.৮৮ একর মৌজালগ্রামের মধ্যে নং ০৯, থানা নং ২০২, পিএস চৌকা, কে একটি জেলা সেরাইকেল্লা, খরসওয়ান, (ঝাড়খণ্ড)। ব্যাঙ্কের কাছে পরিচিত দায়ঃ NIL ।।) ইউনিট ২- ইউনিটের সমস্ত পার্ল এবং পার্সেল একত্রে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সমস্ত বিল্ডিং এবং কাঠামো এবং পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত সমস্ত উদ্ভিদ এবং যন্ত্রপাতি বা স্থায়ীভাবে পৃথিবীর সাথে বর্তমান এবং ভবিষ্যত উভয়ই সংযুক্ত কিছুর সাথে সংযুক্ত এবং জমির পরিমাপ ০৭.০৪ একর আর.বি প্লট নং -৪১০ এর অংশ হচ্ছে আর.বিএর অধীনে রেকর্ড করা হয়েছে। খাতা নং-৮৫, জমির এলাকা ০৪.০৬ একর, আর. বি. প্লট নং- ৪০৯-এর অংশ হওযায় আর.এস. খাতা নং- ৮৫-এর অধীনে নথিভুক্ত করা হযেছে, মৌজার মধ্যে মোট জমির ক্ষেত্রফল ১১.১০ একর- তিরুলডিহ, হালকা নং ০৯, থানা নং-১৯৮, পিএস চৌকা, জেলা- সেরাইকেল্লা- খারসাওযান (ঝাড়খণ্ড) ব্যাঙ্কের কাছে পরিচিত দায় ঃ NIL **দ্রষ্টব্যঃ ইউনিট । এবং ইউনিট ।। উভয়ের জন্য প্ল্যান্ট এবং মেশিনারির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে**	মোট কনসোর্টিযাম বকেয়া- টাকা ২২৯, ৫০,২২,৮৯৪২৪ (টাকা দুই শত উনিশ কোটি পঞ্চাশ লাখ বাইশ হাজার আট শত নিরানব্বই ও চব্বিশ পয়সা) ৩১.০৩.২০১৮ তারিখে আইনি চার্জ প্লাস অন্যান্য চার্জ এবং তার উপর পরবর্তী সুদ /খরচ	১) ১২.১২.২০২৪ ২) ১৩০০ ঘন্টা থেকে ১৭০০ ঘন্টা ৩) ১১.১২.২০২৪ তারিখে ১৭.০০ ঘন্টা বা তার আগে	১) টাকা ২২.২৮ কোটি ২) টাকা ২.২৩ কোটি ৩) টাকা ৫.০০ কোটি	১)০৩৮৩০২০০০০১২৩১ ২. বারবোবাল বোম (পঞ্চম অক্ষর শূন্য) ৩. ব্যালার্ড এস্টেট অ্যাকাউন্টের নামঃ এআরএমবি রিকভারি অ্যাকাউন্ট	১. শারীরিক ২. ০২.১২.২০২৪ ৩. সকাল ১০.০০ থেকে বিকাল ০৫.০০ পর্যন্ত

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট লিঙ্কটি দেখুন / ভিজিট করুন https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm এবং https://bob.auctiontiger.net/EPROC/ সম্ভাব্য দরদাতারা অনুমোদিত অফিসারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন টেলিফোন নং ০২২-৪৩৬৮৩৮০৮ মোবাইল নং ৯৩০৪০৪৭২০০

*** প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতির বিস্তারিত তালিকা অনুমোদিত অফিসারের কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে**

তারিখঃ ১৯।১১।২০২৪
স্থান ঃ মুম্বই

স্বাক্ষর /-
অনুমোদিত অফিসার

গৃহকোন

আধুনিক সময়ে শোবার ঘরে হালকা নকশার ছিমছাম আসবাব জনপ্রিয়তা পেয়েছে

নিজস্ব পরিসরে স্বাচ্ছন্দ্যে সময়যাপনের আয়োজন হয় শোবার ঘরেই। জীবনের নতুন ইনিংসের শুরুতে এই ঘরখানাকেও নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা যেতে পারে। একেবারে আনকোরা বাড়িতে নতুন সংসার পাতলে তো কথাই নেই। পুরো বাড়িখানাই গুছিয়ে নিতে হয় নিজেদের মতো করে। তবে পরিবারের অন্যদের সঙ্গে একই বাড়িতে থাকা হলেও এই ঘর দম্পতির একান্ত জায়গা। জীবনের প্রত্যাশা, স্বপ্ন আর স্বস্তির মেলবন্ধন গড়ে তোলা যায় এই একটা ঘরেই। আধুনিক সময়ে হালকা নকশার ছিমছাম আসবাব জনপ্রিয়তা পেয়েছে। অবশ্য পুরোনো দিনের আভিজাত্যময় নকশার আসবাবও মানানসই রূপে কাজে লাগানো যায় আজকের দিনে। তবে ঘরের আকার বুঝে বাছাই করতে হবে আসবাবের সংখ্যা ও ধরন। শোবার ঘরের মূল আসবাব খাট। নিত্যপ্রয়োজনীয় আরেকটি আসবাব হলো আলমারি বা কাবার্ড। নিদেনপক্ষে একখানা আয়নাও রাখা চাই। জায়গা থাকলে ড্রেসিং টেবিল রাখতে পারেন। আলমারির এক-দুটি পাল্লায় বড় আকারের আয়না থাকলেও মন্দ হয় না।

আসবাবের রং

কাঠ রঙের আসবাবই বেছে নিতে পারেন নবদম্পতির শোবার ঘরের জন্য। কাঠ রঙেই আসবে আভিজাত্য। ওক কাঠের গাঢ় শেড কিংবা মেহগনি বা আখরোট রঙের আসবাব চমৎকার দেখাবে। চাকচিক্য আনতে চাইলে সাদা রঙের ডকু পেইন্ট করা আসবাবও বেছে নিতে পারেন।

তবে ডকু পেইন্টের আসবাবের জন্য আপনার খরচ পড়বে একটু বেশি। সাদা আসবাব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাও মুশকিল হয়ে দাঁড়াতে পারে। চাইলে অবশ্য ধূসর, চাঁপা সাদা, বেজ, জলপাই বা পুদিনাপাতার রংও বেছে নিতে পারেন ডকু পেইন্ট করানোর জন্য।

আসবাববৃত্তান্ত

খাট, আলমারি-কাবার্ড বা ড্রেসিং টেবিল ছাড়াও পাশটেবিল রাখা হয় অনেক বাড়ির শোবার ঘরে। এই পাশটেবিলে এমন কিছু অনুষঙ্গ রাখা থাকতে পারে, যা দম্পতির উপস্থিতিকে উজ্জ্বলভাবে উপস্থাপন করবে। অর্থাৎ দেখলেই মনে হবে, জায়গাটি সম্মিলিতভাবে এই দুজন মানুষের। এই যেমন দুজনের ভালোবাসার কোনো স্মারকচিহ্ন কিংবা এমন কোনো জিনিস রাখা যায়, যা দুজনেরই কাজে লাগে।

ঘর বড় হলে পাশটেবিল রাখা যায় খাটের দুই পাশেই। শোবার ঘরে টেলিভিশন ক্যাবিনেটও রাখেন কেউ কেউ। আবার ঘর ছোট হলে ড্রেসিং টেবিলের জায়গাটুকু নাও থাকতে পারে। তখন আলমারিলাগোয়া আয়নাই ভরসা, আর ছোট্ট করে প্রসাধন গুছিয়ে রাখার আয়োজন।

দেওয়ালজুড়ে ভালোবাসা

শোবার ঘরের দেওয়ালের জন্য শুভ্র, সাদা রং বেছে নেওয়াই ভালো। চাইলে অবশ্য একটা দেয়াল রঙিনও করে নেওয়া যায়। দম্পতির স্বপ্ন বা উৎসাহকে ফুটিয়ে তোলে, এমন কোনো রঙের প্যাস্টেল শেড বেছে নিতে পারেন এই দেওয়ালের জন্য। জলপাই, পুদিনাপাতা, হালকা কমলা, ফিরোজা বা টিয়া রঙের প্যাস্টেল শেড হতে পারে সেই রং। যে দেওয়ালটা ফাঁকা আছে, সেখানটায় এই বিশেষ রং ব্যবহার করতে পারেন।

আবার অন্য একটা দেওয়ালে ফ্রেম করে আটকে রাখতে পারেন নবদম্পতির জীবনের বিশেষ মুহূর্ত বা জিনিসের স্থিরচিত্র।

দেওয়ালে থাকতে পারে মরিচবাতির ঝিকিমিকিও। দেওয়ালের একপাশে থাকতে পারে ছোটবড় কিছু গাছ।

আসবাবের একটি ছোট অংশে জামদানি মোটিফ ব্যবহার করলে তা চমৎকার দেখাবে

জামদানি নকশার সামান্য একটু ছোঁয়া বদলে দিতে পারে বসার ঘরের পুরো আবহ। কাঠ কিংবা বোর্ডের আসবাবের একটা অংশে থাকতে পারে জামদানি মোটিফ। ওই অংশে আলাদা কোনো রং করে নকশাটা যে ফুটিয়ে তুলতে হবে, তাও কিন্তু না। একই রঙের মধ্যে কেবল অনন্য নকশার ধাঁচেই ফুটে উঠবে আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য। চাইলে আসবাবের নানা অনুষঙ্গেও ব্যবহার করা যেতে পারে জামদানির নকশা।

আসবাবের গড়নেই জামদানি মোটিফ

আসবাবের একটা অংশে খাঁজকাটা নকশায় দারুণভাবে ফুটে উঠতে পারে জামদানি মোটিফ। আবার ফ্রেমের মতো করে বসিয়েও নেওয়া যায় জামদানি নকশা। আসবারের পুরোটা জামদানি নকশা করলে তা খুব একটা দৃষ্টিনন্দন না-ও হতে পারে। বরং সাদামাটা গড়নের আসবাবের একটি ছোট অংশে জামদানি মোটিফ ব্যবহার করলে তা দেখায় চমৎকার।

কাঠের সোফার ক্ষেত্রে কেবল হাতলেই থাকতে পারে হালকা ধরনের জামদানি নকশা। কাঠ আর বেতের মিশেলে সোফার হাতল গড়লেও এ ধরনের মোটিফ ব্যবহারের সুযোগ থাকে। বসার ঘরে চেয়ার রাখা হলে সেটিরও যেকোনো একটি অংশে এমন মোটিফ থাকতে পারে।

সেটি হতে পারে চেয়ারের একটি প্রান্তের ছোট অংশ। আবার ধরা যাক, বসার ঘরে এমনভাবে দুইএকটি চেয়ার রাখতে হচ্ছে, যাতে চেয়ারের পেছন দিকটাও দেখা যায়। এমন হলে কিন্তু চেয়ারের পেছন দিকের যেকোনো একটি ছোট অংশে জামদানি মোটিফের নকশা করিয়ে নিতে পারেন। শেলফের মতো আসবাবে হাতল থাকলে সেখানটায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন এই দেশজ ঐতিহ্য কিংবা টেবিলের কোনো একটা অংশে। ধরুন, পারিবারিক বসার জায়গায় একটা বাক্সজাতীয় জিনিস রয়েছে। সেটির একপাশেও করিয়ে নিতে পারেন খানিকটা জামদানি কারুকাজ।

আসবাবের অনুষঙ্গে

আসবাবের গড়নে জামদানি মোটিফ না থাকলেও যে ভিন্নতা আনা যাবে না, তেমনটা কিন্তু নয়। আসবাবপত্র সহজে বদলে ফেলা সম্ভব না হলেও এগুলোর কিছু অনুষঙ্গ বদলে ঘরের রূপবদল করা যেতে পারে আয়াসেই। এসব অনুষঙ্গেও আপনি ব্যবহার করতে পারেন জামদানি মোটিফ। এই যেমন কুশন কভারের একপাশে জামদানির পাড় বসানো যেতে পারে। চাপা সাদা, ধূসর, বিস্কুট বা অন্যান্য হালকা রঙের সোফায় রাখা কুশন কভারে লাল বা নীলের মতো উজ্জ্বল জামদানি পাড়ের একটু ছোঁয়া থাকলে দারুণ দেখাবে। টেবিল রানারেও থাকতে পারে জামদানি মোটিফ।

আরও যা

জামদানি মোটিফের অন্দরসজ্জাসামগ্রীও কাজে লাগাতে পারেন। বসার ঘরের মেঝেতে বা টেবিলে ল্যাম্পশেড রাখেন অনেকে। এই ল্যাম্পশেডটিতেও থাকতে পারে জামদানি নকশা। কিংবা জামদানি মোটিফ ব্যবহার করতে পারেন ঘরের পর্দার একটা অংশে।

অন্দরের যেকোনো অনুষঙ্গের এমন একটি অংশে জামদানি মোটিফ ব্যবহার করুন, যেন তা আলাদাভাবে চোখে পড়ে পুরোটা এই মোটিফ ব্যবহার না করাই ভালো।

স্টেশন ওয়ান গ্রোডাক্ট আউটলেটে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে ১৮০টি ওয়ান স্টেশন ওয়ান গ্রোডাক্ট আউটলেট চালু

মালিগাঁও, ২১ নভেম্বরঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (এনএফআর) অন্তর্গত বিভিন্ন স্টেশনে থাকা ''ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট (ওএসওপি) আউটলেটগুলি এমনভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, যা স্থানীয় ও স্বদেশি সামগ্রীর প্রচারএবং বিক্রির ক্ষেত্রে রেলওয়ে স্টেশনগুলিকে প্রাণবন্ত কেন্দ্রে রূপান্তরিত করে তুলেছে। এই আউটলেটগুলি শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও পরম্পরা প্রদর্শনের মঞ্চ হয়ে থাকেনি, বরং তার পাশাপাশি স্থানীয় কারিগর, ব্যবসায়ী ও তাদের পরিবারবর্গের জীবনযাত্রাতেও উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক প্রভাব নিয়ে এসেছে।

আর্থিক সুরক্ষা ও সুস্থির জীবিকা তৈরির পাশাপাশি ওএসওপি স্কিম কারিগর সম্প্রদায়কে সবলীকরণ ও স্বদেশি কারুশিল্প সংরক্ষণের জন্য এক আমুল পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। ট্রেন যাত্রীরা এখন যাত্রার বিরতির সময় বিভিন্ন রাজ্যের রেল স্টেশনগুলিতে ছড়িয়ে থাকা আউটলেটে স্থানীয় হস্তশিল্প, হস্ততাঁত, কটন সামগ্রী এবং অন্যান্য হস্তনির্মিত শিল্প কর্মের সমৃদ্ধশীল ঐতিহ্য অনুসন্ধান করতে পারবেন। এভাবে স্থানীয় শিল্পীদের নিজেদের উৎপাদিত সামগ্রীর প্রদর্শন ও বাজারজাত করার পাশাপাশি ৪ অভিযান প্রচারের জন্য ক্ষমতায়ন করে তোলা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের অধীনে পাঁচটি ডিভিশন জুড়ে ২১ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ১৮০টি ওএসওপি আউটলেট কাজ করছে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তিনসুকিয়া ডিভিশনে ২৯টি, লামডিং ডিভিশনে ৪৭টি, রঙিয়া ডিভিশনে ২৮টি, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ৪৭টি এবং কাটিহার ডিভিশনে ২৯টি ওএসওপি আউটলেট। একত্রিতভাবে ১৩২টি রেলওয়ে স্টেশনে ছড়িয়ে থাকা এই আউটলেটগুলি অসংখ্য স্থানীয় কারিগর ও বিক্রেতার আর্থিক উন্নতিতে অবদান রাখছে। সবগুলি স্টলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত স্বতন্ত্র ও অমূল্য সামগ্রীর বৈচিত্র্য প্রদর্শন ও বিপণন করা হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের অসমিয়া পিঠা, ঐতিহ্যবাহী অসমিয়া গামোছা, ঐতিহ্যবাহী বোড়ো, রাজবংশী পোশাক, জাপি, স্থানীয় বস্ত্র, পাটের সামগ্রী (টুপি, গামোছা, পুতুল), হস্ততাঁত, দার্জিলিং চা, স্থানীয়ভাবে তৈরি করা ডিজাইনার চুড়ি, গলার হার, কানের দুল, চুলের ক্লিপ, বাঁশ ও বেত ইত্যাদির পাশাপাশি স্থানীয় খাদ্য সামগ্রী যাত্রীদের আকর্ষণ করতেসক্ষমহচ্ছে।

ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে কৌশল পাল্টিয়েছে রাশিয়া

ইউক্রেনের সঙ্গে চলমান যুদ্ধে কৌশল পাল্টিয়েছে রাশিয়া। এ কারণে ইউক্রেনে বিতর্কিত অস্ত্র মানববিধ্বংসী স্থলমাইন পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন বুধবার এ কথা বলেন। তবে এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত পরিবর্তন মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলোর সমালোচনার মুখে পড়েছে। অস্টিনের মতে, যুদ্ধক্ষেত্রে ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত গাড়িবহরের বদলে পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্বে ইউক্রেনের ভেতরে অগ্রসর হচ্ছে রাশিয়া। দেশটির যুদ্ধকৌশলে এমন পরিবর্তন ইউক্রেনে স্থলমাইন পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিতে যুক্তরাষ্ট্রকে উৎসাহিত করেছে।লাওস সফরকালে সাংবাদিকদের অস্টিন বলেন, 'তারা (রুশ সেনাবাহিনী) আর অস্ত্রসজ্জিত গাড়ি নিয়ে এগোচ্ছে না। পদাতিক বাহিনী তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। এ দল শত্রুপক্ষের কাছাকাছি যেতে এবং গাড়ির জন্য রাস্তা তৈরি করে দিতে সক্ষম।' অস্টিন আরও বলেন, ইউক্রেনীয় সেনাদের এমন কিছু দরকার, যা দিয়ে তাঁরা রুশ বাহিনীর গতি মন্থর করে দিতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এমন সময় ইউক্রেনে স্থলমাইন পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন, যার এক দিন আগেই দেশটি ইউক্রেনে নিজেদের দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পাঠানোর সবুজ সংকেত দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এসব ক্ষেপণাস্ত্র রাশিয়ায় হামলা চালাতে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছিল ইউক্রেন। নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আগামী জানুয়ারি মাসে দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার আগে যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী প্রশাসন ইউক্রেনকে আরও বেশি সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্য হাতে নিয়েছে। ট্রাম্প বারবারই ইউক্রেনে মার্কিন সহায়তার সমালোচনা করেছেন। তাঁর দাবি, তিনি রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করতে পারবেন।

তবে কীভাবে সেটি করবেন, তা ব্যাখ্যা করেননি। তাঁর নানা মন্তব্য ইউক্রেন ও ইউরোপে উৎকণ্ঠা বাড়াচ্ছে। কেননা, ট্রাম্পের মন্তব্য এবং ওই সমালোচনা এমন ইঙ্গিত দিচ্ছে, মার্কিন সহায়তা ছাড়াই ইউক্রেনকে রাশিয়ার হামলা প্রতিহত করতে হতে পারে। ২০২২ সালে বাইডেন বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিজস্ব স্থলমাইন ব্যবহার নিষিদ্ধ করবে। এমন সময় তিনি এ কথা বলেছিলেন, যখন রাশিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে এ অস্ত্র ব্যবহার করছিল।

নাম পরিবর্তন

আমি, Md Jakir Hossain (পুরাতন নাম) পিতা Jaynal Abedin, ঠিকানা- Ichapur Dakshin Para, Memari, Purba Bardhaman, Pin- 713146, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 21.11.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Jakir Hossain (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Jakir Hossain (নতুন নাম) এবং Md Jakir Hossain (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Agnes Priya Paul Roy (পুরাতন নাম) স্বামী Joel Roy , ঠিকানা- 2567 Nayabad Nobodit, P.O.- Mukundapur, Kolkata- 700099, West Bengal, India, কলকাতায় ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, Dated 22.03.2023 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Agnes Priya Roy (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Agnes Priya Roy (নতুন নাম) এবং Agnes Priya Paul Roy (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

সখের বাজারের চণ্ডিমায়ের ইতিকথা

অভিজিৎ ব্যানার্জি ঃ আজ থেকে প্রায় তিনশত বছরের আগের কথা। তখন এই বেহালা ছিল বস্তুত সুন্দরবন অঞ্চলের অধিনে। জলকাদায় ভরা ঘন জঙ্গলে ভর্তি একটা অন্ধকার জায়গা। মানুষজন তেমন একটা থাকতো না এখানে। তবে হ্যাঁ, এটা শোনা যায় তখনকার সময়ের জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীর বংশধরেরা এই বেহালার সখের বাজার এলাকায় থাকতেন। তাদের বাড়ি এখনও সেখানে রয়েছে। এখনও সেখানে গেলে সেই পুরনো আমলের বাড়ির বেশ কিছু অংশ চোখ পড়ে। ভেতরে প্রবেশ করলে তো বোঝাই যায় এটা একটা পুরানো বাড়ি। আগের দিনে বাড়ির দেওয়াল মোটা মোটা ভেতরটা অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। গরম কালে গেলে আরাম অনুভব হয়। ঠিক তেমনই আবার শীতে গেলে ভেতরে যেন কাঁপুনি দেয়। তত্বও মনটা ফিরে যেতে চেষ্টা করে সেই তিন শত বছরের ইতিহাসে। স্পষ্টতই বোঝা যায় ঘটনাটি সত্য, যে ঘটনা এখনে উল্লেখিত করা হতে চলেছে এই রায়চৌধুরী বাড়ি বর্তমান বংশধর, শুভময় রায়চৌধুরী, নিবাস- চণ্ডিবাড়ি, সখের বাজার তিনিই শোনালেন সেই ৩০০ বছরের ইতিহাস। সেই সময় মহেশ রায়চৌধুরী নামে তাদেরই এক বংশধর বাড়ির পাশে থাকা চণ্ডিপুকুর থেকে মায়ের ঘটটি পেয়েছিলেন। একদিন রাতে তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। সেই সময় তাঁকে স্বনাদেশ করা হয়েছিল। আমার ঘটটি বাড়ির সামনের পুকুরে রয়েছে, এই ঘট নিয়ে গিয়ে পুজো করবি। তাতে বাড়ির ও পরিবারের এবং সকলেরই ভালো হবে।ঘুম ভেঙ্গে মহেশ বাব্লু দেখেন তিনি তাঁর বিছানাতেই রয়েছেন। তখনই তিনি বিছানা থেকে নেমে ভোর রাতেই বাড়ির সামনের পুকুরের সামনে চলে আসেন। তখনও আলো ফোটে নি। প্রবীন ব্যক্তিরা কেউ কেউ বলেন, তিনি সেই সময় সারা পুকুরের চার পাশটা ভালো করে দেখে নিতে চেষ্টা করেন। আচমকাই তিনি দেখে পুকুরের ঠিক মাঝখান থেকে একটা আলো দেখা যাচ্ছে। তিনি কোনও কিছু না ভেবেই জলে ঝাঁপ দেন। ডুব দিয়ে তিনি হাতে পান একটি ঘট। সেই ঘট তিনি জলের ওপরে তুলে নিয়ে আসেন এবং সেই দিন থেকে তিনি তাঁদের বাড়ি তিনতলার ঘরে প্রতিষ্ঠা করেন ঘটা করে চণ্ডি মায়ের পুজো শুরু করেন। ওই অঞ্চলে সেই সময় বেশি লোক ছিল না ঠিকই কিন্তু এই পুজোর কথা প্রচার হতেই, ঘটের মাহাত্য প্রচার হতেই কোথা থেকে যে লোকের আগমন ঘটল তা এই বাড়ির বর্তমান সদস্যরা কেই বলতে পারবেন না। বিশাল মেলা বসত। বর্তমান সদস্য তখন ছোট ছিলেন। তখন থেকেই শোনা গিয়েছে প্রায় ১৫ দিন এই মেলা চলত। এখন আর তা হয় না কারন প্রশাসন অনুমতি দেয় না।১৫ দিনের মেলা করার এখানে বলে রাখা বাঞ্চনীয় যে এই ঘটের মাথায় যে ডাব দিয়ে পুজো করা হয়, তা পুজার পরেও এক বছর ঘটের ওপরেই রাখা থাকে। অবাক কাণ্ড সেই ডাবের বাজ্যিক কোনও পরিবর্তন হয় না বা শিস বেড়িয়ে পুনরায় নতুন গাছ হওয়ার কোনও লক্ষণই চোখে পড়ে না। প্রতি বছর ঠিক পুজোর আগে সেই ডাব চণ্ডি পুকুরে ফেলা হয়। মায়ের প্রকৃত পুজো সেই থেকে এই ঘটেই পুজো করা হয়। প্রতিদিন মায়ের ইচ্ছেই পরিবারের শান্তি, আর্থিক উন্নতি শারিরিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। আজও এই পরিবার মায়ের আর্শিবাদধন্য। বর্তমানে এই পুজো চণ্ডিবাড়ির সদস্যরা করেন না মায়ের ঘটের পুজো তাঁদের বাড়িতে তেমনই হয়, কিন্তু বিষয়টা সার্বজনীন করা হয়েছে। প্রকৃত পুজা পুরানো বাড়িতে হলেও আলাদা করে পুজো পুকুরের পাড়ে করা হয়। তবে মায়ের আদেশ না থাকলে এই পুজো বাইরে হত না বলেই বর্তমান সদস্য শুভময় রায়চৌধুরী জানান। বিশাল তার আয়োজন মাটি দিয়ে মায়ের মুর্তি তৈরী করা হয়। আগামী ৭ ডিসেম্বর থেকে মায়ের পুজো শুরু হবে। চলবে দশদিন দুর-দুরান্ত থেকে প্রচুর লোকের ভীড় এখন উপচে পড়ে। চণ্ডিমায়ের পুজো দীর্ঘদিন ধরেই সার্বজনীন করা হয়েছে ঠিকই, সাধারণ মানুষের ভীড় সার্বজনীন ক্ষেত্রে হলেও অনেকেই হয়ত জানেন না মায়ের আসল ঠিকানা। তাই পুকুরের পাশে তিনতলা বাড়িটির ওপরেই অধিষ্ঠিত মায়ের দর্শনের জন্য সকলে আমন্ত্রন করছেন। বর্তমান সাবর্ণ চৌধুরীর বংশধর তথা সদস্য শুভময় রায়চৌধুরী মহাশয় মায়ের কৃপায় বহু লোকের আর্থিক পরিস্থিতি থেকে শুরু করে সমস্ত দিক থেকে উন্নতি হয়ে এখানে কোনও রকম অর্থের লেনদেন হয় না। যার যা ইচ্ছে তাই দিয়ে মায়ের সেবা করতে পারেন। তিনতলার সেই ছোট্ট ঘরটিতে মা সারা বছরই তাঁর হাতেই ফুল বেলপাতা গঙ্গা জল পাচ্ছেন।আজও মনে হয় যেন মা-ই এই বাড়িতে বসবাস করেন। তবে পুকুরটির কোনও সংস্কার করা হয় নি। পুকুরটির সংস্কার করলে বিষয়টা আরও ভালো হবে।

ছবি- অনিকেত নস্কর

মহিলার গায়ে হাত, ঘর দখল করে পার্টি অফিসে বাধা

বোলপুর, ২১ নভেম্বরঃ জোর করে দলীয় কার্যালয়ের জন্য ঘর দখ ঘিরে উত্তেজনা বোলপুরে। বাড়ির গোষ্ঠীর লোকজন। এলাকার তৃণমূল নেতা তথা অঞ্চল পর্যবেক্ষক বাবু দাস বলেন, এগুলো নোংরামি হচ্ছে। দল কখনও চায় না, কোনো মহিলার গায়ে হাত দেখ।আমরাও তৃণমূল কংগ্রেস দলটা করি। কিন্তু যারা দলের কোনো পদেই নেই, দলের নেতাদের ছবি নিয়ে এসব নোংরামি করছে। আমি ওই মহিলাকে বলবো আইনের আশ্রয় নিতে। আর দলীয় কার্যালয় বন্ধ আছে কে বললো? সামনে নিকাশিনালা কাটা আছে, তাই কার্যালয় বন্ধ আছে। এদিকে পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশবাহিনী। মোতায়েন করা হয় মহিলা পুলিশও। জানা গিয়েছে, কয়েক মাস আগে দলীয় কার্যালয়টি ছিল এক ব্যক্তির বাড়িতে। তৃণমূলকে পার্টি অফিস করার জন্য ভাড়া দিয়েছিল তিনি। তৃণমূল সমর্থক পরিচয় দিয়ে সেই বাড়িতে চড়াও হন বেশ কয়েকজন। এই বিষয়ে মহিদাপুর এলাকার তৃণমূল নেতা ইনসান মল্লিক বলেন, ১৫ বছর ধরে এটা তৃণমূলের পার্টি অফিস। বাবু দাস কয়েকদিন ধরে এটা বন্ধ করে রেখেছে। আমরা তাই এই পার্টি অফিস দখল নিলাম। অনুব্রত মণ্ডলের ছবি লাগিয়ে দিলাম। স্থানীয় রূপপুর অঞ্চলের তৃণমূলের পর্যবেক্ষক তথা বোলপুর পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সঙ্গীতা দাসের স্বামী বাবু দাসের কথায়, পার্টি অফিস বন্ধ কেন থাকবে ? পার্টি অফিসের সামনে নিকাশিনালার কাজ হচ্ছে তাই বন্ধ। আমরা মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, নেতা অনুব্রত মণ্ডলের অনুগামী। দাদার নামকে কলুষিত করতে নোংরামি করছে। প্রশাসনকে জানিয়েছি। জানা গিয়েছে, বোলপুরের শ্রীনিকেতন বাজারে রূপপুর অঞ্চলের তৃণমূল-কংগ্রেসের কার্যালয় রয়েছে। রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত তৃণমূলের রূপপুর অঞ্চলের পর্যবেক্ষক বাবু দাসের কার্যালয় ছিল। এমনটাই এলাকায় রটনা। সেই কার্যালয় বৃহস্পতিবার দখল নিতে আসে বেশকিছু লোকজন। কার্যালয়ের উপরে অনুব্রত মণ্ডলের ছবি দেওয়া ব্যানার ও দলীয় পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হয়। তবে এই কার্যালয়টি এক ব্যক্তির বাড়ি। বাড়ির মালিক সেরিনা বিবি ও তার মেয়ে রোজিনা খাতুন বলেন, আমাদের বাড়ি এটা। বাবু দাসকে পার্টি অফিস করার জন্য ছয় মাস আগে ভাড়া দিয়েছিলাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন থেকে বলেছে কারও ব্যক্তিগত বাড়িতে পার্টি অফিস করা যাবে না। সেদিন থেকে অফিস বন্ধ। ওদের নিজেদের ঝামেলা। তার জন্য আমাদের এখানে এসে তালা ভাঙল, পতাকা লাগিয়ে দিল। অন্য এলাকার লোকজন তৃণমূলের নাম ভাঙিয়ে এসব করছে। রোজিনা খাতুন বলেন, আমার গায়ে ধাক্কা মারে। মোবাইলে ভিডিও করছিলাম বলে, মোবাইল জলে ফেলে দেয়।

Name Change

I, Krishnodas Mallick S/o. Sankar Mallick, resident of Vill. Harishpur, P.O. Anishmali, P.S. Dhantala, Dist- Nadia, West Bengal do hereby declare that I have changed my name from Krishnodas Mallick to Krishnadas Mallick and henceforth I shall be known as Krishnadas Mallick in all purpose, vide affidavit No. -14 sworn before the Notary Public at Kalyani nadia on 21 November 2024 . Krishnadas Mallick and Krishnodas Mallick both are same and one identical person.

Name Change

I, Murshid Ali Sekh S/o Sahidulla Sekh Resident of Vill-Raipur, P.O.-Paglachandi, P.S.-Kaliganj, Dist.-Nadia, Pin-741181 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name MURSHID ALI SEKH instead of MURSID ALI SEKH and my wife's actual name SWAPNA BIBI SEKH instead of SWAPNA BIBI which is wrongly recorded in our son KAYUM ALI SEKH's Birth Certificate No. DH/7079/2013 dated 18/11/2013, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Krishnagar, Nadia on 21/11/2024. MURSHID ALI SEKH and MURSID ALI SEKH along with SWAPNA BIBI SEKH and SWAPNA BIBI both same and one identical person.

Name Change

I, SWAGATA BHATTACHARYA (Old Name) D/O SAILENDRANATH BHATTACHARYA, Residing at Alcove New Kolkata-Prayag, Tower-5, Flat-22G, BLC Road, Serampore,449A2 G.T. Road (Mahesh), P.S.-Uttarpara, Dist-Hooghly, Pin-712202, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SWAGATA SHAILENDRANATH BHATTACHARYA (New Name) as declared before the Notary Public Govt. of India vide affidavit Dated 20-11-2024, SWAGATA BHATTACHARYA (Old Name) and SWAGATA SHAILENDRANATH BHATTACHARYA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Husna Ara (old name) wife of Abid Kamal residing at Z-3/273/9, Bagdi Para Road, Badertala, Kolkata-700044, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Husn Ara (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata 21/11/2024. Husna Ara (old name) and Husn Ara (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I SAGAR CHANDRA MONDAL,S/O RANJIT MANDAL, R/O TERAPARA JALPAI (HARIKHALI), PS-MAHISHADAL, EAST MEDINIPUR, 721628, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAGAR MANDAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/11/2024,THAT SAGAR CHANDRA MONDAL AND SAGAR MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MANOJ BISWAS, S/O SASANKA SHEKHAR BISWAS, R/O A/6, PRANTIK ABASAN, GARIA, PS-BANSDRONI, KOLKATA, 700084, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MONOJ BISWAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/11/2024,THAT MANOJ BISWAS AND MONOJ BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I AMITAV PODDER, S/O BADAL CHANDRA PODDER, R/O 51, BAGHAJATIN STATION ROAD, PS-PATULI, KOLKATA, 700086, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMITAVA PODDER,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/11/2024,THAT AMITAV PODDER AND AMITAVA PODDER ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, SABNAM ARA, WIFE OF MD MANAWAR HUSSAIN, RESIDING AT 25,HARIN BARI LANE, PS BOWBAZAR, KOLKATA-700073 ,WEST BENGAL. HAVE CHANGED MY NAME AND HENCEFORTH BE KNOWN AS SHABNUM ARA AS DELARED BEFORE LD METROPOLITAN MAGISTRATE, KOLKATA VIDE AFFIDAVIT NO. 1943 DATED 18/11/2024. SABNAM ARA AND SHABNUM ARA ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Md Irfan Hossain (old name) son of Md Sattar, residing at 10/H/1, Kasai Bustee 2nd Lane, Kolkata 700011, P.O.- Narkeldanag, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Irfan Hussain (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 20/11/2024. Md Irfan Hussain (new name) and Md Irfan Hossain (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sanjay Biswas (old name) son of Sukumar Biswas, residing at Rabindra Nagar, P.O.- Bhimpur, P.S.- Krishnaganj, Dist.- Nadia, Pin- 741167, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sanjoy Biswas (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 21/11/2024. Sanjoy Biswas (new name) and Sanjay Biswas (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Prabesh Akhtar (old name) son of Md Ayubmazahari, residing at 42/A/1, R. K. Road, Rishra, Serampur Uttarpara, Hooghly, Pin- 712248, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Parvez Akhtar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 20/11/2024. Md Parvez Akhtar (new name) and Prabesh Akhtar (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Ranajit Baddinath Hembram (old name) son of Baddinath Hembram @ Hembram Baddinath Lubo, residing at Bakkeshwar, Amra, P.S.- Dadpur, Dist.- Hooghly, Pin- 712149, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ranjit Hembram (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 21/11/2024. Ranjit Hembram (new name) and Ranajit Baddinath Hembram (old name) both are same and identical person.

শিলিগুড়ির হাসপাতাল মোড়ে দিনরাত বেজেই চলেছে হর্ন, অতিষ্ঠ মানুষ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর ঃ শিলিগুড়ির ব্যস্ততম মোড়গুলির মধ্যে অন্যতম হাসপাতাল মোড়। বেশিরভাগ সময় এই এলাকায় যানজট লেগে থাকে। ওই ভিড়ের মাঝে খুঁটিয়ে দেখলে তবেই একটা নোংরা-ছেঁড়া ফ্লেক্সের দিকে নজর যাবে। তাতে লেখা, এখানে হর্ন বাজানো নিষেধ। ফ্লেক্সের ওপরেই সুদৃশ্য বোর্ড। যা বুঝিয়ে দেয়, ওখানে হাসপাতাল রয়েছে। অর্থাৎ নো হর্ন জোন। তবু কে কার কথা শোনে? ওই বোর্ড যেমন কারও নজরে পড়ছে না। তেমনই কেউ আর নিয়ম মানছেন না। হর্নের 'চিৎকার' শুধু হাসপাতাল মোড়ে নয়, শহরের বহু নার্সিংহোমের সামনেও। হাসপাতাল কিংবা নার্সিংহোমের আশপাশে হর্ন বাজানোর নির্দেশ না থাকলেও তা মানে না কেউ। এই নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন শহরবাসী। হাসপাতাল মোড়ে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে টোটো, অটো, বাইক। যানজট থেকে মুক্তি পেতে বারবার হর্ন বাজাতে দেখা গেল এক বাইক আরোহীকে। তাঁকে দেখে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা স্কুটারচালক, এক চারচাকার গাড়ির চালকও হর্ন বাজাচ্ছিলেন। তাঁদের সকলের হর্নের শব্দে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা রজত পাল। বলছিলেন, 'সামনে হাসপাতাল রয়েছে। মানুষের কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছুই নেই।' ঠিক একই কথা বলতে শোনা গেল অর্জুন সরকারকেও। হাসপাতালের সামনে জরাজীর্ণ ওই ফ্লেক্স দেখে বললেন, 'কী পরিস্থিতি। কোনও নিয়ম মানার বালাই নেই। প্রশাসনের উচিত এই বিষয়ে নজর দেওয়া। যাতে হাসপাতালের সামনে বেপরোয়াভাবে কেউ হর্ন বাজাতে না পারেন।' শিলিগুড়ি কলেজের কাছে এক নার্সিংহোমের সামনে এদিন লাগাতার হর্ন বাজাতে দেখা যায় কয়েকজন তরুণকে। তাঁদের বারণ করতে এসে এক রোগীর আত্মীয় বলেন, 'এভাবে নার্সিংহোমের সামনে এতবার কেউ হর্ন বাজায় নাকি! রোগীর অসুবিধা হতে পারে।' বিষয়টি নিয়ে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএম) শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক শঙ্খ সেন বলেন, 'এটা সত্যিই সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশাসনের তরফে সমস্ত হাসপাতাল, নার্সিংহোমের সামনে নো হর্ন জোন লিখে বোর্ড টাঙিয়ে দেওয়া উচিত।' ডিসিপি ট্রাফিক বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের কথায়, 'আমরা পুরনিগম ও পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে কোথায় কী বোর্ড বসানো হবে তা নিয়ে আলোচনা করেছি। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' প্রশ্ন ওঠে, বোর্ড লাগালেই কি সমস্যা মিটবে? মানুষ সচেতন না হলে এ সমস্যা মেটার নয়, এমনটাই মনে করছেন অনেকে।

দুটি চাল বোঝাই পিকআপ ভ্যান আটক করলো পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, ফাঁসিদেওয়া, ২১ নভেম্বর ঃ গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে দুটি চাল বোঝাই পিকআপ ভ্যান আটক করলো ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। জানা যায় গতকাল গভীর রাতে সেই চাল পাচার করা হচ্ছিল। এরপরে খবর পাওয়া মাত্রই ঘোষপুকুর ফুলবাড়ি বাইপাস ২৭ নাম্বার জাতীয় সড়কে গোয়ালটুলি মোড় এলাকায়। পিকআপ ভ্যান দুটি আটক করে পুলিশ। এবং চালকের কাছে চালের বৈধ কাগজ না থাকায়। সেগুলিকে আটক করে নিয়ে আসা হয়। এবং বাজেয়াপ্ত করা হয় দুটি পিকআপ ভ্যান। দুটি পিকআপ ভ্যান থেকে প্রায় ৬৬ কুইন্ট্যাল চাল উদ্ধার হয়। ধৃত চালকদের নাম হজরত মোরতাজা ও মোঃ আমির। ধৃতদের বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তবে এই চাল গুলি কোথা থেকে কোথায় পাচার করা হচ্ছিল, এর পিছনে কারা রয়েছে। সরকারি রেশনের চাল কিনা তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১

কাগজ প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক নির্ধারিত ই-টেন্ডারগুলি বিশ্ব বাংলা গ্লোবে স্টেইনলেস স্টিল লেটারিং এবং এইচএমসি লোগো এবং ভোলানাথ চক্রবর্তী সরণিতে ড্রেন পিট মেরামত, গ্রিল, প্রাইমিং এবং রঙ করার কাজের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। (ড্রেনেজ ক্যানেল রাস্তা) হাওড়া পৌরনিগম এরিয়াতে কোনা এক্সপ্রেসওয়ের ক্রসিং এর কাছে। বিশদভাবে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নির্বাহী প্রকৌশলী বিভাগ থেকে পাওয়া যাবে **https://www.wbtender.gov.in**। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **২৯।১১।২০২৪ সন্ধ্যা ৬.০০** পর্যন্ত হাওড়া পৌরনিগম কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ ছাড়াই কোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে নম্বর **ED/03/P&G/24-25** তারিখঃ ১৮-১১-২০২৪

১০২(১)/২৪-২৫
২১।১১।২৪

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

ডাবল ডিস্ট্যান্ট সিগনালিং-এর ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার নংঃ এসএনটি-৩৫-এলএমজি-২০২৪-২৫, তারিখঃ ১৯-১১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ও এর স্থান ঃ** লামডিং ডিভিশনের গুয়াহাটি (জিএইচওয়াই)-ধরমতুল (ডিএমএল) সেকশনে ডাবল ডিস্ট্যান্ট সিগনালিং-এর ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্যঃ ৭,৪২,৪৩,৯৬৬.০৫ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৫,২১,২০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৩-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১৩-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। সবিশেষের জন্য **www.ireps.gov.in** দেখুন।

সিনি. ডিএসটিই, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

EGRA MUNICIPALITY

EGRA :: PURBA MEDINIPUR

Notice inviting quotation

e-Tender & e-quotations are invited by The Chairman, Egra Municipality from the reliable, resourceful, bonafide and experience agencies/suppliers. Vide(1) NI(e)T No.-12/Samagra Shiksha Misson/2024-2025 ,Date – 21/11/2024 (2) **NI(e)Q No.- 09/Stationary Materials /24-25(3rd call) Date - 21/11/24. Last date & time of submission of quotation 03/12/2024 upto 05: 00 pm (I.S.T)**. Others details can be seen from the **https://wbtenders.gov.in** & Notice Board of the undersigned or website **www.egramunicipality.org.in**

Sd/-
Chairman,
Egra Municipality

লিগ্যাল নোটিশ

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল সুশান্ত বাউল ০৪।১০।২০২৩ বাঁকুড়ার A.D.S.R OFFICE এর ২০৪৬৩৫ / ২৩ নং কোবালা দলিল মূলে ১) নন্দদুলাল ব্যানার্জি ২) ননীগোপাল ব্যানার্জি ৩) লালমোহন ব্যানার্জি ৪) শিবদাস ব্যানার্জি ৫) সোমনাথ ব্যানার্জি ৬) মধুসূদন ব্যানার্জি ৭) মঞ্জু মিশ্র ৮) দীপ্তি চক্রবর্তী উক্ত দাতা ও দাত্রীগণের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার বিমান গাঙ্গুলী বাঁকুড়ার D.S.R OFFICE ১০১৩৪৭ / ২০২১ নং আমমোক্তার দলিল দ্বারা ও ৯ নং দাত্রী সরিতা আগরওয়াল কলকাতার A.R.A II OFFICE এর ১৪২০২ / ২০২২ নং কোবালা দলিল মূলে খরিদা সম্পত্তি যাহা ৯ নং দাত্রী উমাপদ ব্যানার্জির পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার রাহুল দাস পশ্চিম বর্ধমান D.S.R OFFICE এর ৪৯৬৩ / ২০২২ নং আমমোক্তার দলিল দ্বারা প্রাপ্ত হয়। তপশীল থানা ও জেলা বাঁকুড়া, জুনবেদিয়া মৌজায় (জে.এল-২২৯) ৪১১ ও ৬৬ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৭৯৮ ও ৭৯৭ নং দাগে মোট ০.০৫২১ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-2 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

অভিষেক চৌধুরী
অ্যাডভোকেট
জজ কোর্ট, বাঁকুড়া
এনরোল নং. এফ / ৪২৩ / ৬৫২ / ২০১৭

SANKARI GRAM PANCHAYAT

TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited from qualified and bonafied contractors **NIT No:-10/ San1G.P Dated:-20/11/2024**. For details visit:- **https:// wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Assistant
Sankari-I Gram Panchayet

লিগ্যাল নোটিশ

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল উমা মণ্ডল সাকিম উত্তর অরবিন্দনগর, বাঁকুড়া ১৮।০৬।২০২৪ তারিখে বাঁকুড়ার D.S.R OFFICE এর ১০৪৩৯২ / ২০২৪ নং কোবালা দলিল মূলে ১) ঋষভ ড্রোলিয়া ২) রশ্মি ড্রোলিয়া উক্ত দাতাওদাত্রীগণ কলকাতার A.R.A II OFFICE এর ১৪৯৪৮ / ২০২২ নং কোবালা দলিল মূলে ১) বিদ্যাসুন্দর হালদার ২) চিরসুন্দর হালদার ৩) অভিজিত চ্যাটার্জী ৪) কবিতা চ্যাটার্জী ৫) কার্তিক কুম্ভকার এর পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার সোমনাথ কাপড়ী বাঁকুড়ার D.S.R OFFICE ১০৭০১১/ ২০২২ ও ২০৬৫১৩/ ২০২২ নং আমমোক্তার দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, জুনবেদিয়া মৌজায় (জে.এল-২২৯) ২৩১২ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৬৮৭ নং দাগে ০.০৫১৪ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-2 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

অভিষেক চৌধুরী
অ্যাডভোকেট
জজ কোর্ট, বাঁকুড়া
এনরোল নং. এফ / ৪২৩ / ৬৫২ / ২০১৭

নোটিশ

আমার ক্লায়েন্ট সদানন্দ ঘোষাল, অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের (এআরসিআইএল) প্রধান ব্যবস্থাপক, একটি কোম্পানি যেখানে তাদের নিবন্ধিত অফিস রয়েছেঃ দ্য রুবি, ১০ তলা, ২৯, সেনাপতি বাপট মার্গ, দাদার (পশ্চিম), মুম্বাই - ৪০০০২৮ এবং ৪ নং কক্ষে শাখা অফিস, ৬ষ্ঠ তলা, চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, ৩৩এ, জে. এল. নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১, ১৯৯৩ সালের জন্য দলিল নং ৯৩৯ এবং ১৯৯৩ সালের জন্য আরেকটি দলিল নং ১১৮৩ হারিয়েছে এবং ২১ তারিখের G.D. এন্ট্রি নং ১৫৬৮ এর মাধ্যমে শেক্সপিয়র সরণি থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করেছে। -০৩-২০২৪। যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাইহোক না কেন সমর্থনকারী দলিল প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই এই তারিখ থেকে পাক্ষিকের মধ্যে অবহিত করতে হবে যেখানে দাবির পরে যদি কোনটি মওকুফ করা হবে বলে গণ্য করা হবে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
উকিল
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭

Notice invting e-Tender
Office of the Pradhan
Jamalpur-II Gram Panchayat

Nutangram, Jamalpur , Purba Bardhaman, PIN - 713408, (Under Jamalpur Dev. Block.) e-Tender is hereby invited by JAMALPUR-II Gram Panchayat from the bonafied and eligible contractors of different types of works in Gram Panchayat area under CFCG-BG Fund 15th F.C. 2024-2025 fund. T**ender Online:-Ref Nit No- 570/Jam-II/24, 571/Jam-II/24, 572/Jam-II/24 Dated-20.11.2024**. Publish Date **21/11/2024 at 11.00 A.M.** Document download/sale start date **21/11/2024 from 02.00 P.M.** Bid submission start date **21/11/2024 from 02.00 P.M.** Bid submission end date **09/12/2024 upto 04.00 P.M** Document download/sale end date **09/12/ 2024 upto 04.00 P.M.** Bid Openning Date (Technical) **17/12/2024 at 11.00 A.M**. Bid Openning Date(Finance) To be notified later Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-Prodhan
Jamalpur-II Gram Panchayat

Office of The
Udaynarayanpur Panchayat Samity
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

E-Tender No.- WB/HWH/UNPUR/NIET-11/EO/24-25 Dt. 20/11/ 2024 for 05 nos. schemes **Tender ID-2024_ZPHD_771666_1 to 2024_ZPHD_771666_5** within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity. Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

purple FINANCE

পার্পল ফাইন্যান্স লিমিটেড

CIN: L67120MH1993PLC075037

রেজি. অফিসঃ ১১, ১ম তলা, ইন্দু চেম্বার ৩৪৯৩৫৩, স্যামুয়েল স্ট্রিট, ভাদগাদি, মসজিদ বান্দর (পশ্চিম), মুম্বাই- ৪০০০০৩, মহারাষ্ট্র, ভারত

কর্পোরেট অফিসঃ ৭০৫৭০৬, ৭ম তলা, হলমার্ক বিজনেস প্লাজা গুরুনানক হাসপাতালের বিপরীতে, বান্দ্রা ইস্ট, মুম্বাই- ৪০০০৫১, মহারাষ্ট্র, ভারত

টেলিফোনঃ ০২২-৬৯১৬৫১০০

ইমেলঃ compliance@purplefinance.in ওয়েবসাইটঃ www.purplefinance.in

ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড থেকে ইক্যুইটি শেয়ার ডিলিস্টিং করার জন্য পাবলিক ঘোষণা

নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে ভারতের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড (ইক্যুইটি শেয়ারগুলিকে ডিলিস্ট করা), রেগুলেশনস, ২০০৯ (SEBI ডিলিস্টিং রেগুলেশনস) এর রেগুলেশন ৬ এবং ৭ এবং এর মধ্যে করা সংশোধনী অনুসারে, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ তার অনুষ্ঠিত সভায় শুক্রবার, ২৫ অক্টোবর, ২০২৪-এ কোম্পানির স্বেচ্ছায় তালিকাভুক্তির জন্য একটি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ('CSE') থেকে ইক্যুইটি শেয়ার শুধুমাত্র (স্ক্রিপ কোডঃ২৬৫০৫) কারণ CSE-তে তালিকাভুক্ত কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারে কোনো লেনদেন হয়নি। কোম্পানিটি স্বেচ্ছায় তালিকাভুক্তির প্রয়োজনীয় আবেদন করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে CSE থেকে এর ইক্যুইটি শেয়ারগুলি দেশব্যাপী লেনদেন করে বিএসই লিমিটেড (BSE) এ তালিকাভুক্ত থাকবে টার্মিনাল।

ডিলিস্টিং এর প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্যঃ

BSE এবং CSE-তে কোম্পানির তালিকাভুক্তির পর থেকে CSE-তে কোম্পানির শেয়ারে কোনো লেনদেন হয়নি। CSE এর দেশব্যাপী ট্রেডিং টার্মিনাল নেই। অতএব, এই ধরনের তালিকা কোন দরকারী উদ্দেশ্য পরিবেশন করা হয় না। আমাদের কোম্পানি শুধুমাত্র CSE থেকে তার ইক্যুইটি শেয়ারগুলিকে ডিলিস্ট করতে চায় এবং দেশব্যাপী ট্রেডিং টার্মিনাল অর্থাৎ BSE সহ স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হতে থাকবে। কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাররা বিএসই-তে তালিকাভুক্তি এবং লেনদেনের সুবিধা পেতে থাকবে।

পার্পল ফাইন্যান্স লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের আদেশ দ্বারা
স্থানঃ মুম্বাই — স্বা /- রুচি নিশার
তারিখঃ নভেম্বর ২১, ২০২৪ — কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

চুরির রহস্য উদ্ঘাটন করল পুলিশ, গ্রেফতার অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর ঃ চুরির তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃত অভিযুক্তের নাম ভিকি বাল্মিকি। তিনি টিকিয়াপাড়ার বাসিন্দা। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিসিপি রাকেশ সিং অভিযুক্তের কাছ থেকেও চুরি হওয়া সমস্ত জিনিসপত্র উদ্ধার করেছে। বৃহস্পতিবার ডিসিপি রাকেশ সিং জানিয়েছেন, টিকিয়াপাড়ার বাসিন্দা সুরজ বাঙ্গফোর কয়েকদিন আগে কোচবিহারে এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। ১৫ নভেম্বর বাড়ি ফিরে দেখেন ঘরের দরজা ও আলমারি ভাঙা। সোনা ও রূপার গয়নাসহ নগদ টাকা ও অন্যান্য নথিপত্র হারিয়ে গেছে। এরপর ১৬ নভেম্বর শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সুরজ। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। এরপর গ্রেফতার করা হয় টিকিয়াপাড়ার বাসিন্দা ভিকি বাল্মিকি নামে এক অভিযুক্তকে। গ্রেফতারের পর চুরি যাওয়া গয়নাসহ অনেক নথি উদ্ধার করা হয়েছে। ডিসিপি জানিয়েছেন, অভিযুক্ত তার বাড়ির মাটি খুঁড়ে চুরি করা সমস্ত জিনিস লুকিয়ে রেখেছিল। অভিযুক্তদের বাকি সহযোগীদের খোঁজ চলছে।

মদ-জুয়ার ঠেকে বিশেষ পুলিশি অভিযান

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ নভেম্বর ঃ বেআইনি মদ ও জুয়ার বিরুদ্ধে জোর অভিযান জলপাইগুড়ি পুলিশের। আটক বেশ কয়েকজন, উদ্ধার বেআইনি মজুত ডিজেল। উৎসবের আমেজ শেষ হলেও জলপাইগুড়ির তিস্তা পাড় থেকে সবুজ গালিচার দেশ চা বাগান সহ কৃষি প্রধান গ্রামীন এলাকায় আজও চলছে রমরমিয়ে অবৈধ মদ বিক্রি থেকে গোপনে জুয়ার আসর। যে কারনে মাঝে মধ্যেই সৃষ্টি হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা জনিত সমস্যা। এমন পরিস্থিতি থেকে শহর ও শহরতলীর আম জনতাকে মুক্তি দিতে সক্রিয় হলো জেলা পুলিশ। বুধবার সন্ধ্যে থেকে গভীর রাত পর্যন্ত জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ দল হানা দেয়। জলপাইগুড়ি নেতাজিপাড়া, পরেশ মিত্র কলোনী, গোশালামোড় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মোড়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ক্যাম্পাস সহ শহর এবং সহ-সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় মহিলা পুলিশ এবং জেলা পুলিশ, কোতোয়ালি পুলিশ, সাদা পোশাকে পুলিশ সহ বিরাট পুলিশ বাহিনী বিভিন্ন স্থানে চলা মদ ও জুয়ার আসরে। গ্রেফতার করা হয় বেশ কয়েকজনকে বলে জানা গেছে পুলিশ সূত্রে। এছাড়াও গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ধূপগুড়ি থানা এলাকার সুজন মজুমদার নামক এক ব্যক্তির দোকানে তল্লাশি করে বিপুল পরিমাণ অবৈধ ভাবে মজুত করা ডিজেল উদ্ধার করেছে বলে জেলা পুলিশ সুপার এক হোয়াটসঅ্যাপস বার্তায় জানিয়েছেন।

সিক্রির বিশ্ব মৎস্য দিবস পালন সুন্দরবনে

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ২১ নভেম্বর ঃ প্রতি বছর ২১ নভেম্বর দিনটিতে বিশ্ব মস্য দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয় যার মাধ্যমে খাদ্যসুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবিকার ক্ষেত্রে মৎস্য চাষের গুরুত্ব সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী এক সচেতনতা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করা হয়। যথেচ্ছহারে মৎস্যচাষ, বেআইনি মৎস্যচাষ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কুপ্রভাবের মতো বাধাসমূহকে দূরীভূত করে দায়িত্বশীল মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ প্রদান করে আসছে বিশ্ব মৎস্য দিবস হিসেবে চিহ্নিত এই দিনটি। এই বছরের বিশ্ব মৎস্য দিবস এর থিম হলো জীবপূর্ণ হোক জলীয় আবাস যা মূলতঃ জলজ বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র-পরিসরে মৎস্যচাষের অপরিহার্যতাকে আলোকপাত করে। প্রতি বছর সিক্রির মূল কার্যালয়ে ও আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলিতে বিশ্ব মৎস্য দিবস পালিত হয়ে থাকে। এই বছর সিফ্রি সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকে জয়গোপালপুর গ্রামীণ বিকাশ কেন্দ্র ও NAAS কলকাতা চ্যাপ্টার-এর সহযোগিতায় বিশ্ব মৎস্য দিবস পালন করে। প্রায় ৩০০ ক্ষুদ্র মৎস্যচাষি ও জেলে সম্প্রদায়ের মানুষ যাদের মধ্যে বেশ কিছু মহিলাও উপস্থিত ছিল এবং তাদেরকে বিশ্ব মৎস্য দিবস পালনের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব সম্বন্ধে অবগত করা হয়। এছাড়াও বেশ কিছু ছাত্র এই দিনের অনুষ্ঠানে যোগদান করে এবং তারা সুস্থিত মৎস্যচাষের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণালাভ করে। এই দিনের অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ পূর্ণেন্দু বিশ্বাস, IGF ডেনমার্কের চেয়ারম্যান শ্রী গনেশ সেনগুপ্ত এবং ডেনমার্ক থেকে ছিলেন শ্রী নেইলস বো কার্লসন। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় একটি rally-এর মধ্য দিয়ে যেখানে ছাত্র, মৎস্যচাষি, জেলে, NGO কর্মী, বিজ্ঞানীসহ অন্যান্যরা যোগদান করেন। ডঃ পূর্ণেন্দু বিশ্বাস তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকদের উদ্দেশ্যে জলজ জীব- বৈচিত্র সংরক্ষণের মাধ্যমে সুস্থিত উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণের আহ্বান জানান। প্রযুক্তিগত অধিবেশনের সময় সিক্রির নির্দেশক ড. বসন্ত কুমার দাস বলেন যে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে মস্যচাষের সুস্থিতকরণ, জীবিকার সুনিশ্চিতকরণ ও সেই সঙ্গে মৎস্যপালনের ক্ষেত্রে চাষিরা যে সকল পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে সেগুলির সমাধানের পথ নির্দিষ্ট করতে হবে। ড. দাস আরো বলেন যে সিফ্রি ইতিমধ্যে জয়গোপালপুর গ্রামীণ বিকাশ কেন্দ্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সুন্দরবন অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলাদের স্বশক্তিকরণের উদ্দেশ্যে তাদের হাতে মস্য চাষের সামগ্রী যেমন মাছের চারা, খাবার ইত্যাদি প্রদানে উদ্যোগী হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে সিফ্রির বৈজ্ঞানিকগণের একটি দল সংশ্লিষ্ট জলাশয় পরিদর্শন করে সেখানকার মাছদের বৃদ্ধির বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে এবং সেই সঙ্গে জলের গুণগত মানের পরীক্ষাও করেছে। সংস্থার পক্ষ থেকে তিনজন বিভাগীয় প্রধান যথা- ড. অর্চনা সিনহা, ড. আর. কে. মান্না এবং ড. আরমান উল্লাহ মুজাদ্দাদি অনুষ্ঠানে উপস্থিত মৎস্যচাষীদের উদ্দেশ্যে তাদের বক্তব্য রাখেন এবং প্রত্যেককে ক্ষুদ্র-পরিসরে মৎস্যচাষকে আরো সুস্থিত উপায়ে করার জন্যে উৎসাহিত করেন। এই দিনের অনুষ্ঠানের মুখ্য আয়োজক সিফ্রি ও অন্যান্য সহকারী আয়োজক যথা জয়গোপালপুর গ্রামীণ বিকাশ কেন্দ্র ও NAAS -এর কলকাতার আঞ্চলিক কেন্দ্র এদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য ছিল সুন্দরবনের প্রান্তিক মৎস্যচাষী ও জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে সুস্থিত মৎস্যচাষের বিষয়ে সচেতনতা প্রদানের দ্বারা তাদের উৎসাহী করা এবং এইভাবে তাদেরকে স্বশক্তিকরণের দিকে এক ধাপ এগিয়ে দেওয়া। সিফ্রির এই উদ্যোগ প্রকৃত পক্ষে পরিবেশগত সংরক্ষণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে এক ভারসাম্য স্থাপনের মধ্য দিয়ে মৎস্যচাষ ও মৎস্যচাষের উপর নির্ভরশীল মানুষের জন্যে একটি স্থিতিশীল ভবিষ্যতের দিকে কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বোমা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, মল্লারপুর, ২১ নভেম্বর ঃ মল্লারপুর থানার বেগুনিয়া গ্রামের নির্মীয়মান বাড়ির ভেতর থেকে এক বালতি ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার হলো। বাড়ির মালিক বোমা গুলি দেখতে পেয়ে খবর দেন পুলিশে। খবর পেয়ে মল্লারপুর থানার পুলিশ বাড়িটি ঘিরে রাখেন। বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বোম স্কোয়াডের একটি টিম। বোমা গুলি ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে পাশের মাঠের মধ্যে নিষ্ক্রিয় করা হয়। জানা গেছে, বালতির মধ্যে মোট বারোটি বোমা ছিল।

PRADHAN PAHARPUR GRAM PANCHAYAT
SADAR BLOCK, JALPAIGURI
NIT NO.WB/JAL/SADAR/P.G.P/ 06/24-25, DATED: 19/11/2024

The Pradhan, Paharpur Gram Panchayat, Sadar Block, Jalpaiguri invites Tender in percentage Rates for 9 (Nine) Nos. different works. Work completion period: 60 Days. Date & Time of submission Bids From **: 22/11/2024 Time : 18.00 Hours To : 02/12/2024 Time : 18.00 Hours**. Date & Time for Opening : **05/12/2024 Time : 11.00 Hours**. For Further details please visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Paharpur Gram Panchayat
Sadar Block, Jalpaiguri

NOTICE INVITING TENDER

NIT No. 07 of 2024-25/Po/BCW\JAL (2d call), Sl No. 1-4 & Sl. No.6, Dated. 21.11.2024 for execution of 5 nos. of schemes within Jalpaiguri District. Last date of submission is **29-11-2024 up to 17:00 hours**. For further details, please log-on to **www.wbtenders,gov.in**.

Sd/-
P.O-cum-D.W.O.
BCW&TD, Jalpaiguri

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশনস্ ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ভাড়া ছাড়া রাজস্ব আয়ের খোঁজ করতে **(i) সল্টলেক সেক্টর V (ii) দক্ষিণেশ্বর (iii) কবি সুকান্ত** মেট্রো স্টেশন পরিসরে পার্কিং সহ ইভি চার্জিং স্টেশন স্থাপনের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। আগ্রহী ফার্ম/এজেন্সীসমূহকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে **(www.ireps.gov.in)** ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখে নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-অকশনের জন্য লটের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ **অকশনিং অথোরিটিঃ** ডেপুটি সিওএম (কমার্শিয়াল), মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা। **ক্যাটালগ নংঃ** ২৪৩০৮এমআরকেইভিসিপার্ক। **ক্যাটেগরিঃ** মিস. স্ট্যাটিক সার্ভিসেস-ইভি চার্জিং স্টেশনস্। **অকশন শুরুঃ** ০৫.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা। **অকশন শেষঃ** ০৫.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৫০ মিনিট।

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

কাটিহার ডিভিশনে ক্যাটারিং (জিএমইউ) ও (এসএমইউ) -এর ই-নিলাম ক্যাটালগ

কাটিহার ডিভিশনে জিএমইউ এবং এসএমইউ-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং স্টল বরাদ্দের জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ । **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ সি-সিএটিজি-কেআইআর-২৪; লট নিলাম শুরু (সমস্ত লট) ঃ ২৯-১১-২০২৪ তারিখে ১১:০০ ঘন্টায়। একক দর ঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; **দিনঃ ১৮২৬।**

ক্রম. নং	লট নং	স্থানে
এএ/১	সিএটিজি-কেআইআর-এসআই-জিএমইউ-৬৪-২৩-১ (জিএমইউ)	সোনাইলী রেলওয়ে স্টেশনে পিপি পিএফ-০২ -এ শেডের নিচে।
এএ/২	সিএটিজি-কেআইআর-এইচসিআর-জিএমইউ-১১৮-২৩-১ (জিএমইউ)	হরিচন্দ্রপুর স্টেশনে পিএফ-০১ -এ ইনডোর সার্কুলেটিং এলাকার পিছনে।
এএ/৩	সিএটিজি-কেআইআর-কেডিপিআর-জিএমইউ-১১৪-২৩-১ (জিএমইউ)	কুমেদপুর রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-০৪ -এ ডিভিজে এবং এইচসিআর শেষের মধ্যে।
এএ/৪	সিএটিজি-কেআইআর-এইচসিআর-জিএমইউ-১১৬-২৩-১ (জিএমইউ)	হরিশ্চন্দ্রপুর রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-০১ -এ কেডিপিআর -এর শেষ দিকে।
এএ/৫	সিএটিজি-কেআইআর-এজেডআর-জিএমইউ-৮৭-২৩-১ (জিএমইউ)	আজমনগর রোড রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-০২ -এ পিপি শেডের নিচে।
এএ/৬	সিএটিজি-কেআইআর-এজেডআর-জিএমইউ-৮৬-২৩-১ (জিএমইউ)	আজমনগর রোড রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-০১ -এ স্টেশন নাম বোর্ড এবং স্টেশন বিল্ডিং কেডব্লিউই শেষের মধ্যে।
এএ/৭	সিএটিজি-কেআইআর-আরডিপি-জিএমইউ-৯১-২৩-১ (জিএমইউ)	রাধিকাপুর রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ ০১ -এ ইনডোর অফিসের কাছে।
এএ/৮	সিএটিজি-কেআইআর-কেডিপিআর-জিএমইউ-১১২-২৩-১ (জিএমইউ)	কুমেদপুর স্টেশনে পিএফ-০৪ -এ ডিভিজে শেষ দিকে।
এএ/৯	সিএটিজি-কেআইআর-জেএইউ-জিএমইউ-৬৬-২৩-১ (জিএমইউ)	ঝাউয়া রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ -০১ -এর পূর্ব দিকে পিপি শেডের নিচে।
এএ/১০	সিএটিজি-কেআইআর-এসআরআই-জিএমইউ-৬৮-২৩-১ (জিএমইউ)	সালমারী রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-০২ -এ পিপি শেডের নিচে।
এএ/১১	সিএটিজি-কেআইআর-এমএফএ-জিএমইউ-৭১-২৩-১ (জিএমইউ)	মুকুরিয়া রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-০২ -এ পিপি শেডের অধীনে।
এএ/১২	সিএটিজি-কেআইআর-আরডিপি-জিএমইউ-৯০-২৩-১ (জিএমইউ)	রাধিকাপুর রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-০১ -এ এসএস অফিস এবং এক্সিট গেটের মধ্যে।
এএ/১৩	সিএটিজি-কেআইআর-ইকেআই-জিএমইউ-৭২-২৩-১ (জিএমইউ)	একলাখি রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-০১ -এ পিপি শেডের ভিতরে এবং মাঝখানে।
এবি/১	সিএটিজি-কেআইআর-জেএইউ-এসএমইউ-৬৭-২৩-১ (এসএমইউ)	ঝাউয়া রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-০১ -এর পশ্চিম দিকে পিপি শেডের নিচে।
এবি/২	সিএটিজি-কেআইআর-ইকেআই-এসএমইউ-৭৪-২৩-১ (এসএমইউ)	একলাখী স্টেশনের প্রচলন এলাকায় অ্যাপ্রোচ রোড এবং জিজেডও পাশের কোণে।
এবি/৩	সিএটিজি-কেআইআর-এসএম-এসএমইউ-১৫১-২৩-১ (এসএমইউ)	কুমারগঞ্জ নির্ধারিত প্রান্তে পিএফ নং. ০২ -এ এসসি-মহিলাদের জন্য।
এবি/৪	সিএটিজি-কেআইআর-এসআরআই-এসএমইউ-৬৯-২৩-১ (এসএমইউ)	সালমারী রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-০১ -এ স্টেশন নাম বোর্ড এবং স্টেশন বিল্ডিং কেডব্লিউই শেষের মধ্যে।
এবি/৫	সিএটিজি-কেআইআর-এসআরআই-এসএমইউ-৭০-২৩-১ (এসএমইউ)	সালমারী রেলওয়ে স্টেশনে এফওবি -এর কাছে পিএফ-০১ -এ।
এবি/৬	সিএটিজি-কেআইআর-বিকেআরডি-এসএমইউ-১১৯-২৩-১ (এসএমইউ)	ভালুকা রোড রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ -০২ -এ এইচসিআর শেষের দিকে।
এবি/৭	সিএটিজি-কেআইআর-আরজিজে-এসএমইউ-৫০-২৩-১ (এসএমইউ)	বিজেওয়াই শেষে পিপি শেডের নিচে প্ল্যাটফর্ম নং ২ -এ ক্যাটারিং স্টল নম্বর ৪।
এবি/৮	সিএটিজি-কেআইআর-আরজিজে-এসএমইউ-৫১-২৩-১ (এসএমইউ)	বিজেওয়াই শেষে রাম্প এবং ওয়াটার ভেন্টের মধ্যে ২ নং. প্ল্যাটফর্মে স্টল নং. ৫।
এবি/৯	সিএটিজি-কেআইআর-কেডব্লিউই-এসএমইউ-৮৮-২৩-১ (এসএমইউ)	খুড়িয়াল রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ ০১-এ পিপি শেডের নিচে।
এবি/১০	সিএটিজি-কেআইআর-এসআই-এসএমইউ-৬৫-২৩-১ (এসএমইউ)	সোনাইলী রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-০১ -এ এসএন্ডটি অফিসের কাছে।
এবি/১১	সিএটিজি-কেআইআর-ডিএনকিউ-এসএমইউ-৬২-২৩-১ (এসএমইউ)	দণ্ডখোড়া রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-০১ -এ পিপি শেডের নিচে (পূর্ব দিকে)।
এবি/১২	সিএটিজি-কেআইআর-আরজিজে-এসএমইউ-৪৭-২৩-১ (এসএমইউ)	পে এন্ড ইউজ টয়লেট সংলগ্ন প্ল্যাটফর্ম নং. ১ -এ স্টল নং. ১।
এবি/১৩	সিএটিজি-কেআইআর-বিএনডিপি-এসএমইউ-৭৫-২৩-১ (এসএমইউ)	বুনিয়াদপুর রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-০১ -এ পার্সেল অফিসের কাছে।
এবি/১৪	সিএটিজি-কেআইআর-ডিএনকিউ-এসএমইউ-৬৩-২৩-১ (এসএমইউ)	দন্ডখোড়া রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ -০১ -এ (পশ্চিম দিকে) পিপি শেডের নিচে।
এবি/১৫	সিএটিজি-কেআইআর-আরজিজে-এসএমইউ-৪৮-২২-১ (এসএমইউ)	সঞ্চালন এলাকায় বিজেওয়াই শেষে প্রধান প্রবেশদ্বার পোর্টিকোর কাছে স্টল নং ২।
এবি/১৬	সিএটিজি-কেআইআর-বিকেআরডি-এসএমইউ-১২১-২৩-১ (এসএমইউ)	ভালুকা রোড স্টেশনে পিএফ-০২ -এ এইচসিআর এবং এমএফজেড শেষ দিকের মধ্যে।
এবি/১৭	সিএটিজি-কেআইআর-কেডিপিআর-এসএমইউ-১১৩-২৩-১ (এসএমইউ)	কুমেদপুর রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ -০৪ -এ এইচসিআর -এর শেষ দিকে।
এবি/১৮	সিএটিজি-কেআইআর-ওএমএলএফ-এসএমইউ-৭৯-২৩-১ (এসএমইউ)	ওল্ড মালদা রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ-০১ -এ ওয়েটিং হলের সামনে।
এবি/১৯	সিএটিজি-কেআইআর-এসএম-এসএমইউ-১৪৩-২৩-১ (এসএমইউ)	সামসি রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ নং. ০২ -এ কেএমআরজে শেষে পিপি শেডের নিচে স্টল।
এবি/২০	সিএটিজি-কেআইআর-বিকেআরডি-এসএমইউ-১২০-২৩-১ (এসএমইউ)	ভালুকা রোড রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ -০২ -এ এমএফজেড শেষের দিকে।
এবি/২১	সিএটিজি-কেআইআর-ওএমএলএফ-এসএমইউ-৮০-২৩-১ (এসএমইউ)	ওল্ড মালদা রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ -০২ -এ পিপি শেডের ভিতরে এবং মাঝখানে।

নিলামের বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২৯-১১-২০২৪ তারিখে ১৭:০০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় হল ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer, Water Supply (South), KMC invites e-tender online percentage two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/EE/M/S/24-25/42/1st Call
Name of the work: **Replacement of 05 nos. air release valve on N.S.C. Bose Road and allied works in BR-X.** Estimated cost: **₹ 2,95,782.14.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/EE/M/S/24-25/40/1st Call
Name of the work: **Leak repairing work on existing water pipe at line 600 mm dia. PSC jacketing work on 48/12, 77 N.S.C. Bose Road and other locations in BR-X.** Estimated cost: **₹ 2,96,130.96.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **7 days.** Last date of submission of bid: **05.12.2024 - 2 p.m. (For Sl. No. 1 & 2).** Tender will be opened on: **09.12.2024 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **25.11.2024 - 2 p.m. (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC invites e-tender for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/West/W72/T-05/2024-25
Name of the work: **Development of water supply by laying of new 100 mm dia. D.I. pipe near Bustee Premises Nos. 22, 24, 25, 81 & 80/1 Beltala Road, 130 Bakul Bagan Road, 13 Bakul Bagan Row and its adjoining area in Ward No.-72.** Estimated amount: **₹ 3,99,204.00.** Earnest money: **₹ 7,990.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/West/W72/T-04/2024-25
Name of the work: **Diversion of 150 mm dia F.W S/Mains along the Western Flank of Sarat Bose Road shifting from inside of Paddapukur Swimming Pool in Ward No.-72.** Estimated amount: **₹ 1,43,415.00.** Earnest money: **₹ 2,870.00.** Period of completion: **10 days.**

(3) NIT No. : KMC/WS/PG_67/T021/24-25
Name of the work: **Restoration of F.W. supply by relaying of 100 mm dia S/Main from 30/1 to 39H/1 Bediadanga Masjid Bari Bye Lane with some necessary works in Ward No.-67.** Estimated amount: **₹ 1,53,959.00.** Earnest money: **₹ 3,100.00.** Period of completion: **9 days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **02.12.2024 - 1 p.m./04.12.2024 - 1.30 p.m. (For Sl. No. 1 & 2)** and **30.11.2024 - 1 p.m./ 02.12.2024 - 1 p.m. (For Sl. No. 3).** The bid forms and other details are available from the website: **https://etender.wb.nic.in & https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3).**

(4) NIT No. : KMC/WS/W77-21/T-94/24-25
Name of the work: **Renovation of existing F.W. supply pipes at 82 Dr. Sudhir Bose Road, 2/2 B. K. Road, 6 Kavi Ekbalpore Road at different areas in Ward No.-77 (BR. Fund 2024-25).** Estimated amount: **₹ 1,99,450.00.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(5) NIT No. : KMC/WS/W77-17/T-92/24-25
Name of the work: **Restoration of F.W. supply pipes at 6 M. M. Ali Road, 1 Ibrahim Road, 1/1 B. K. Road and different area in Ward No.-77 (BR. Fund 2024-25).** Estimated amount: **₹ 1,99,549.00.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(6) NIT No. : KMC/WS/W77-20/T-93/24-25
Name of the work: **Maintenance of existing F.W. supply pipes at 5 Hari Sava Street, 11 Gangadhar Banerjee Lane, 72 Manasatala Lane and different areas in Ward No.-77 (BR. Fund 2024-25).** Estimated amount: **₹ 1,99,186.00.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **03.12.2024 at 11 a.m./ 05.12.2024 at 11 a.m. (For Sl. No. 4 to 6).** The bid forms and other details are available from the website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 4 to 6).**

The Executive Engineer (Water Supply)/MGPS & WPS, KMC invites e-tender for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/WPS/10/2024-25
Name of the work: **Contract for daily cleaning, sweeping and washing of Watgunge Pumping Station.** Estimated amount: **₹ 1,61,090.96.** Earnest money: **₹ 3,250.00.** Period of completion: **181 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/WPS/09/2024-25
Name of the work: **Operation of 0.42 MGH capacity pumping units round the clock at Watgunge Pumping Station.** Estimated amount: **₹ 2,67,627.78.** Earnest money: **₹ 5,360.00.** Period of completion: **181 days.**

(3) NIT No. : KMC/WS/WPS/07/2024-25
Name of the work: **Operation and maintenance of H.T. & L.T. electrical installation at Watgunge Pumping Station.** Estimated amount: **₹ 2,68,433.76.** Earnest money: **₹ 5,400.00.** Period of completion: **181 days.**

(4) NIT No. : KMC/WS/WPS/08/2024-25
Name of the work: **Maintenance of 0.42 M.G.H. capacity H.T. pumps sump pumps, valves etc. at Watgunge Pumping Station.** Estimated amount: **₹ 2,76,463.26.** Earnest money: **₹ 5,600.00.** Period of completion: **181 days.** Last date and time for submission of bid (online): **07.12.2024 up to 2 p.m. (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details will be available shortly from the website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Water Supply), BPS, KMC invites e-tender online percentage two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/KBPS/24-25/17/1st Call
Name of the work: **Replacement of 700 mm dia delivery pipe shortpiece for HT pump no. 3 at Kalighat B.P.S.** Estimated cost: **₹ 2,51,771.27.** Earnest money: **₹ 5,100.00.** Period of completion: **7 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/KSBPS/24-25/02/1st Call
Name of the work: **Supply, delivery and installation of 450 mm dia sluice valve in delivery pipe line at Kasba BPS.** Estimated cost: **₹ 4,12,403.33.** Earnest money: **₹ 8,500.00.** Period of completion: **10 days.** Last date of submission of bid: **03.12.2024 - 2 p.m. (For Sl. No. 1 & 2).** Tender will be opened on: **05.12.2024 - 2 p.m. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **23.11.2024 - 2 p.m. (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).** (893/24-25)

ভারতীয় ডিফেন্ডারের খোঁজে মোহনবাগান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ নভেম্বরঃ নয়া আইএসএল মরসুমে শুরু থেকেই দুরন্ত ফর্মে রয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ৭ ম্যাচ শেষে লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে ময়দানের এই প্রধান। ১৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে জেমি ম্যাকলারেন, গ্রেগ স্টুয়ার্ট, এবং জেসন কামিন্সের মতো তারকাদের পারফরম্যান্সে ভর করে লিগ শিল্ড জয় ও আইএসএল ট্রফি ধরে রাখার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে সবুজ-মেরুন। তবে দলে রয়েছে একটি বড় সমস্যা-রক্ষণভাগের ঘাটতি। বিশেষ করে ভারতীয় সেন্টার ব্যাকের অভাবের কারণে সমস্যায় পড়েছে মোহনবাগান। অনেকটা শক্তিশালী রক্ষণভাগের ভরসায় গত সিজনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মোহনবাগান। আনোয়ার আলি ছিলেন সেই দলের অন্যতম স্তম্ভ। তবে তাঁর দলত্যাগের পর থেকে ভারতীয় ডিফেন্ডারদের মধ্যে সেভাবে ভরসা রাখার মতো বিকল্প পায়নি মোহনবাগান। যদিও টম অলড্রেড এবং আলবার্তো রদ্রিগেজের মতো বিদেশি ডিফেন্ডাররা আছেন, কিন্তু তাদের সঙ্গত দেওয়ার জন্য যোগ্য একজন ভারতীয় সেন্টার ব্যাকের অভাব অনুভব করছে দল। এই ঘাটতি পূরণে ম্যানেজমেন্টের নজর পড়েছে অ্যালেক্স সাজির ওপর। বছর চব্বিশের এই প্রতিভাবান ডিফেন্ডার গত মরসুমে হায়দরাবাদ এফসির হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছিলেন। হায়দরাবাদের পারফরম্যান্স সেভাবে ভালো না হলেও অ্যালেক্স নিজের একক দক্ষতায় নজর কেড়েছিলেন। নতুন আইএসএল সিজনে তাঁর প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছিল একাধিক বড় ক্লাব, যার মধ্যে ইমামি ইস্টবেঙ্গল ও অন্যতম। প্রথমদিকে অ্যালেক্স সাজিকে ইস্টবেঙ্গল দলে টানার জন্য বেশ আশাবাদী ছিল। তবে গত কয়েকদিনে পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। এবার তাঁকে পাওয়ার দৌড়ে যোগ দিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। শোনা যাচ্ছে, অ্যালেক্সের সাথে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করতে চাইছে সবুজ-মেরুন। তিন বছরের জন্য মোহনবাগান তাঁকে দলে নেবার প্রস্তাব দিয়েছিল, তবে শেষ পর্যন্ত হায়দরাবাদ এফসি তাঁকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়। হায়দরাবাদ ম্যানেজমেন্ট অ্যালেক্সকে শুধু ধরে রাখেনি, বরং তাঁকে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে অধিনায়কত্বের ভারও তুলে দিয়েছে। এর ফলে অ্যালেক্স সাজি এই মরসুমে হায়দরাবাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলাবেন। তবে এত সহজে হাল ছাড়তে রাজি নয় মোহনবাগান। আসন্ন উইন্টার ট্রান্সফার উইন্ডোতে বিরাট অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে অ্যালেক্স সাজিকে দলে সই করাতে চাইছে তারা। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক কথাবার্তাও শুরু হয়েছে। যদি সবকিছু ঠিকঠাক চলে, তাহলে আগামী বছরের জানুয়ারিতেই সবুজ-মেরুন শিবিরে দেখা যেতে পারে এই ডিফেন্ডারকে। সবমিলিয়ে, হায়দরাবাদ এফসি থেকে অ্যালেক্স সাজিকে দলে টানতে পারলে মোহনবাগানের রক্ষণভাগ অনেকটাই মজবুত হবে।

পার্টনারকে মিস করছেন?

মহম্মদ সামির অপেক্ষায় ক্যাপ্টেন জসপ্রীত বুমরা

পারথ, ২১ নভেম্বরঃ এর আগে ইংল্যান্ড সফর। এ বার অস্ট্রেলিয়া। পরিস্থিতি যদিও আলাদা। ইংল্যান্ড সফরে একটি টেস্ট ছিল। কোভিডে শেষ মুহূর্তে ছিটকে গিয়েছিলেন রোহিত। সেই সিরিজের ভাইস ক্যাপ্টেন লোকেশ রাহুলও যেতে পারেননি। একটি মাত্র টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জসপ্রীত বুমরা। সদ্য দ্বিতীয় সন্তানের পিতা হয়েছেন রোহিত শর্মা। পরিবারের সঙ্গে আরও কিছুটা সময় কাটাতে চান। তিনি একটি টেস্টে থাকতে পারবেন না, এমন সম্ভাবনা ছিলই। সে কারণেই বুমরাকে ভাইস ক্যাপ্টেন রাখা হয়েছিল। রোহিতের অনুপস্থিতিতে পারথে নেতৃত্ব দেবেন জসপ্রীত বুমরা। ম্যাচের আগের সাংবাদিক সম্মেলনে মজার উত্তরও পাওয়া গেল বুমরার থেকে। টেস্টে প্রথম বার নেতৃত্ব দিচ্ছেন তা নয়। তবে এ বারের গুরুত্ব অনেক বেশি। সদ্য ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে ক্লিনসুইপ হয়েছে ভারত। ক্যাপ্টেন্সিই শুধু নয়, ব্যাটার রোহিত শর্মার পারফরম্যান্সও হতাশার ছিল। নিউজিল্যান্ড সিরিজের শেষ টেস্টে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল বুমরাকে। অনেক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞই মনে করেন, জসপ্রীত বুমরাকে স্থায়ী ভাবে টেস্ট ক্যাপ্টেন্সি দেওয়া যেতে পারে। ভারতীয় বোর্ডও হয়তো ভবিষ্যতের জন্য তেমনই ভাবছে। আপাতত রোহিত শর্মা ক্যাপ্টেন, এটাই সত্য। পুরো সিরিজেই কি তাঁকে ক্যাপ্টেন করা যেত? পারথে

এক ম্যাচে নেতৃত্ব দেওয়া দিয়ে বুমরাকে প্রশ্ন করা হলে মজায় উত্তর দেন। বুমরা বলেন, ''আমি তো আর রোহিতকে বলতে পারি না, এই ম্যাচই শুধু নয়, পুরো সিরিজটাই দেখে নিচ্ছি। কারণ, ওই আমাদের ক্যাপ্টেন। আর ও দারুণ সাফল্য দিয়েছে। অধিনায়ক হিসেবে শুধু এই ম্যাচটা নিয়েই ভাবছি। পরের ম্যাচে পরিস্থিতি পরিবর্তন হবে, এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং, বর্তমান নিয়েই ভাবতে চাই। আমাকে এই ম্যাচে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর আগে ইংল্যান্ডে নেতৃত্ব দিয়েছি। উপভোগও করেছি। এ বারও চেষ্টা করব যতটা সম্ভব অবদান রাখার।'' ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সামি না থাকায় জসপ্রীত বুমরার উপর বাড়তি চাপ পড়বে। বর্তমান স্কোয়াডে সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং দক্ষ পেসার বুমরাই। উল্টোদিকে সামি থাকলে যে পরিস্থিতি অন্যরকম হত, বলাই যায়। ঘরের মাঠে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ এবং নানা দ্বিপাক্ষিক সিরিজেই তা দেখা গিয়েছে। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে সামি খেলবেন এমনটাই প্রত্যাশা। তবে কোন ম্যাচ থেকে পাওয়া যাবে, নিশ্চিত নয়। শুক্রবার থেকে শুরু ভারত-অস্ট্রেলিয়া পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। পার্থ টেস্টের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক জসপ্রীত বুমরা বলছেন, ''সামি আমাদের টিমের অবিচ্ছেদ্য অংশ। টিম ম্যানেজমেন্ট ওর উপর কড়া নজর রাখছে। সব কিছু ঠিক থাকলে ওকে দ্রুতই হয়তো অস্ট্রেলিয়ায় দেখা যাবে।'' গত বছর ওয়ান ডে বিশ্বকাপ ফাইনালের পর রঞ্জিতেই প্রত্যাবর্তন। দু-ইনিংস মিলিয়ে সাত উইকেট, ব্যাট হাতেও অবদান রেখেছেন সামি। বাংলা মরসুমের প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছেন। তবে এক ম্যাচ দিয়েই সামিকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে নারাজ টিম ম্যানেজমেন্ট, বুমরার কথাতেও যেন তেমনই ইঙ্গিত। বিরাটকে নিয়ে বুমরা বলছেন, ''আমার কোনও প্রয়োজন নেই কোহলিকে জ্ঞান দেওয়ার। ওর নেতৃত্বেই টেস্ট অভিষেক করেছি। একটা সিরিজ খারাপ যেতেই পারে। ও একইরকম আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলে।''

পূজারা বাছলেন ভারতের ৩ নম্বর ব্যাটার

কে নিতে পারেন কঠিন দায়িত্ব?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ক'দিন আগেই রবি শাস্ত্রী বলেছেন, ভারতীয় ক্রিকেটে পূজারা একজনই। কেউ তাঁর বিকল্প হতে পারেন না। শাস্ত্রী ভুল বলেননি। বিদেশে ভারতের সাফল্যের চাবিকাঠি ছিলেন তিনি। তিন নম্বরে নেমে নির্ভরতা দিতেন দেশকে। পেস বোলিংয়ের বিরুদ্ধে একাই লড়তেন। গত দুটো সফরে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতের টেস্ট জয়ের নায়কও ছিলেন পূজারা। এ বার হ্যাটট্রিকের মুখে দাঁড়িয়ে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা। আগের দুটো সফরের তুলনায় ভারত অনেক বেশি চাপে। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ০-৩ হারের প্রসঙ্গ বারবার উঠছে। কাল শুরু হচ্ছে পারথ টেস্ট। তার আগে একটা প্রশ্ন, পূজারার জায়গাটা কে নেবেন? অস্ট্রেলিয়ার মাঠে তিন নম্বর জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। দিনের দ্বিতীয় বলে নামতে হতে পারে। ওপেনারের মতো টেকনিক দরকার। আবার চূড়ান্ত ধৈর্যের প্রয়োজন। লম্বা ইনিংস খেলে টিমকে বিপদসীমা পার করে দেওয়ার মতো স্কিলও চাই। এমন অনেক গুণ এই ভারতে কার আছে? আর কেউ নন, খোদ

পূজারাই বাছলেন ভারতের তিন নম্বরে ব্যাট করার মতো ব্যাটসম্যান। তাঁর বাজি লোকেশ রাহুল। যিনি টেকনিক ভালো, লম্বা ইনিংস খেলতে পারেন। বিপদের সময়ে একটা দিক ধরে রাখতে পারেন। রাহুল না হলে আর কাকে পূজারার ভূমিকায় দেখা যেতে পারে? স্বয়ং পূজারাই বেছেছেন রাহুলের বিকল্প। কী বললেন তিনি? পূজারার মন্তব্য, ''আমি ভারতের ব্যাটিং অর্ডার জানি না। তবে তিন নম্বরে ব্যাট করার জন্য আমি লোকেশ রাহুলকেই বাছব। চাপ সামলানোর মতো অভিজ্ঞতা ওর আছে।'' আর রাহুল না হলে? পূজারার যুক্তি, ''দেবদত্ত পাড়িক্কলকে তিন নম্বরে খেলানো যেতে পারে। অবশ্য সেটা ডান হাতি-বাঁ হাতি কম্বিনেশনের জন্য। তিন নম্বরে ব্যাট করাটা রাহুলের জন্য তুলনায় সহজ। তবে ডান-বাঁ কম্বিনেশন ভাবলে পাড়িক্কলকে খেলানো যেতে পারে।''

পারথে প্রথম টেস্টের মাঝেই

অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছেন রোহিত

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হয়েছে রোহিত শর্মার। সেই সময় স্ত্রী রীতিকার সঙ্গে থাকার জন্য অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে খেলছেন না তিনি। শুক্রবার, ২২ নভেম্বর থেকে পারথে শুরু প্রথম টেস্ট। রোহিত না থাকায় ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন যশপ্রীত বুমরা। প্রথম টেস্টে খেলতে না পারলেও সেই টেস্ট চলাকালীনই অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছেন রোহিত। ২৪ নভেম্বর, রবিবার, দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন রোহিত। ক্রিকেট ওয়েবসাইট 'ক্রিকবাজ' এ কথা জানিয়েছে। নিউ জিল্যান্ড সিরিজ শেষে রোহিত জানিয়েছিলেন, পারথে প্রথম টেস্টে তাঁর খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। তার পরেই জানা যায়, দ্বিতীয় বার সন্তান হবে তাঁর। গত শুক্রবার সন্তান হয়েছে রোহিতের। তার পরে এই জল্পনাও শুরু হয়েছিল যে প্রথম টেস্টের আগেই হয়তো রোহিত অস্ট্রেলিয়া চলে যাবেন। কারণ, তখনও সাত দিন সময় ছিল। কিন্তু রোহিত যাননি। ৯ থেকে ১১ নভেম্বর তিন ধাপে অস্ট্রেলিয়া গিয়েছেন ভারতীয়

ক্রিকেটারেরা। বিরাট কোহলি অবশ্য স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে তার আগেই সেখানে চলে গিয়েছেন। সেখানে গিয়ে কঠোর অনুশীলন করেছে ভারতীয় দল। নিজেদের মধ্যেই প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে তারা। শুধু রোহিত নন, প্রথম টেস্টে শুভমন গিলকেও পাবে না ভারত। তাঁর বাঁহাতের বুড়ো আঙুলে চিড় ধরেছে। ফলে প্রথম টেস্টে লোকেশ রাহুলের ওপেন করার কথা। তিন নম্বরে সুযোগ পেতে পারেন দেবদত্ত পাড়িক্কল। পেসার মহম্মদ শামির অস্ট্রেলিয়া যাওয়া নিয়েও জল্পনা চলছে। সবে মাঠে ফিরেছেন তিনি। জানা গিয়েছে, সিরিজের শেষ দিকে অস্ট্রেলিয়ায় যেতে পারেন তিনি।

নর্থইস্ট ম্যাচের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছেন হেক্টর-নিশু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ নভেম্বরঃ গত সপ্তাহের শনিবার থেকেই আইএসএলের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ইমামি ইস্টবেঙ্গল। যেখানে প্রথম থেকেই চনমনে মেজাজে দেখা গিয়েছে ক্লেটন সিলভাদের। তবে সেই সময় জাতীয় শিবিরে থাকার দরুন অনুশীলনে যোগদান করতে পারেননি ডিফেন্ডার আনোয়ার আলি থেকে শুরু করে জিকসন সিংয়ের মতো ফুটবলাররা। সেই দুই ফুটবলার বাদে পরবর্তীতে দলের সঙ্গে অনুশীলনে যুক্ত হতে দেখা যায় সকল ভারতীয় ফুটবলারদের। অন্যদিকে বিদেশি ফুটবলারদের মধ্যে মাদিহ তালাল থেকে শুরু করে দিমিত্রিওস ডায়মান্তাকস এবং সাউল ক্রেসপো প্রথম অনুশীলনে অনুপস্থিত থাকলেও পরবর্তীতে শহরে এসে যোগদান করেন দলের সাথে। কিন্তু স্প্যানিশ ডিফেন্ডার হেক্টর ইউস্তেকে নিয়ে দেখা দিয়েছিল ধোঁয়াশা। বলাবাহুল্য, গত এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের গ্রুপ পর্বের তৃতীয় ম্যাচে শক্তিশালী নাজমেহ এফসির বিপক্ষে খেলতে গিয়ে চোটের কবলে পড়তে হয়েছিল এই তারকা ডিফেন্ডারকে। প্রথমদিকে তেমন কিছু বোঝা না গেলেও সময়ের সাথে সাথে স্পষ্ট হয়ে যায় চোটের গভীরতা। যারফলে দল ভারতে ফেরার পর তড়িঘড়ি করে নিজের দেশে ফিরে গিয়েছিলেন ইউস্তে। সেখানেই নিজের চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে সুস্থ হয়ে উঠেছেন এই তারকা

ডিফেন্ডার। পূর্ব ঘোষনা অনুযায়ী বুধবারের মধ্যেই শহরে আসার কথা ছিল এই সেন্টার ব্যাকের। সেইমতো এসে গিয়েছেন কলকাতায়। তারপর থেকেই নেমে পড়েছেন দলের অনুশীলনে। তবে প্রথম অনুশীলনে মূলত রিহ্যাবের দিকেই জোর দিতে দেখা যায় এই অভিজ্ঞ ডিফেন্ডারকে। এদিন অনুশীলনের প্রথম পর্বে দৌড়ানোর পাশাপাশি মাঠের সাইড লাইনে নিজেকে প্রস্তুত করতেই ব্যস্ত ছিলেন ইউস্তে। বর্তমানে চোটের সমস্যা কাটিয়ে তিনি যে অনেকটাই ফিট হয়ে উঠেছেন তা বলাই চলে। তবে শুধুমাত্র হেক্টর ইউস্তে নয়। এদিন মূলত সাইড লাইনে অনুশীলন করতে দেখা যায় ভারতীয় রাইট ব্যাক নিশু কুমারকে। এই দুই ফুটবলার বাদে দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই বল পায়ে অনুশীলনে দেখা গিয়েছিল দলের বাকিদের। হাতে মাত্র কয়েকটা দিন। তারপর আগামী ২৯শে নভেম্বর নিজেদের ঘরের মাঠে লড়াই করতে হবে শক্তিশালী নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিপক্ষে। সেইকথা মাথায় রেখেই দলের রক্ষণভাগকে জমাটবাঁধাতে মরিয়া অস্কার ব্রুজন। সেক্ষেত্রে হেক্টর ইউস্তেকে প্রথম একাদশে রেখেই হয়তো ম্যাচ জেতার ছক কষছেন এই স্প্যানিশ কোচ।

আইপিএলে প্রথম ম্যাচেই খেলতে পারবেন না অধিনায়ক হার্দিক

মুম্বই, ২১ নভেম্বরঃ গত মরসুমে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক ছিলেন হার্দিক। সেই সময় মন্থর ওভার রেটের কারণে জরিমানা দিতে হয়েছিল তাঁকে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী, প্রথম বার মন্থর ওভার রেট হলে অধিনায়কের ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা হয়। পরের বার একই ভুল করলে ২৪ লক্ষ টাকা জরিমানা হয়। সেই সঙ্গে জরিমানা হয় দলের বাকি খেলোয়াড়দেরও। তৃতীয় বার সঠিক সময়ে পুরো ২০ ওভার শেষ করতে না পারলে ৩০ লক্ষ টাকা জরিমানা হয় অধিনায়কের। সেই সঙ্গে একটি ম্যাচের জন্য

নির্বাসিত করা হয় তাঁকে। গত মরসুমে তিনটি ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সময়ের মধ্যে ২০ ওভার শেষ করতে পারেনি। শেষ বার লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে মন্থর ওভার রেট হয়েছিল তাদের। সেটাই ছিল লিগ পর্বে মুম্বইয়ের শেষ ম্যাচ। নক আউটে উঠতে পারেনি তারা। যে কারণে এ বারের আইপিএলের শুরুতে এক ম্যাচের জন্য নির্বাসিত করা হবে হার্দিককে। তাই প্রথম ম্যাচে খেলতে পারবেন না তিনি।

পারথ টেস্টের আগে গম্ভীরকে মূল্যবান পরামর্শ রবি শাস্ত্রীর

মুম্বই, ২১ নভেম্বরঃ কঠিনতম সফরের আগে নিজের টিমকে বোঝার চেষ্টা করা উচিত। হঠকারী সিদ্ধান্ত বা ঝুঁকি নিলে কিন্তু ডুবতে হতে পারে। ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীরকে পরামর্শ দিলেন রবি শাস্ত্রী। তাঁর জমানাতেই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতে ইতিহাস তৈরি করেছিল ভারত। যে কোনও কঠিন সফরের টিম যাতে পারফর্ম করতে পারে, তার জন্য অনেক কিছু। শাস্ত্রী সেই পরামর্শই দিলেন ভারতের কোচকে। এমনিতেই গম্ভীরের কোচিং স্টাইল নিয়ে কথা উঠে গিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া সফরে যদি খারাপ ফল হয়, চাপে পড়ে যাবেন গম্ভীর। কাল থেকে শুরু হচ্ছে সিরিজ। তার আগে শাস্ত্রীর পরামর্শ কি কাজে লাগবে? শাস্ত্রীর কথায়, ''প্রথম ব্যাপারটা খুব সহজ, মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। যাতে বাইরের বিষয় তোমার ভিতরে ঢুকে

না পড়ে। আর সেই কারণে কোনও হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়, যেখান থেকে অপ্রত্যাশিত কোনও কিছুর জন্ম হয়। টিমের প্লেয়ারদের বোঝার চেষ্টা করা উচিত। হয়তো প্লেয়ারদের খারাপ পরিস্থিতিতে দেখছ, হয়তো দেশে কিংবা বিদেশে দেখছ। শুধু এটা মাথায় রাখো, কী করলে একটা প্লেয়ার দাঁড়াতে পারবে। সফল হবে। টিমের পরিস্থিতি বোঝা দরকার, যেখানে একজন প্লেয়ার অন্য জনের থেকে ভালো পারফর্ম করে।'' দীর্ঘ সময় ভারতের কোচিং করিয়েছেন শাস্ত্রী। বিরাট কোহলির মতো প্লেয়ারের সঙ্গে চমকার বোঝাপড়া ছিল তাঁর। শাস্ত্রীর জমানাতেই বিরাট অনেক বেশি সফল ছিলেন। যে অভিজ্ঞতা থেকে শাস্ত্রী বলছেন, ''টিমের সবাইকে বুঝতে আমারও কিন্তু সময় লেগেছিল। গম্ভীর হয়তো আইপিএলের সময় প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখেছে। কিছু প্লেয়ারের সঙ্গে হয়তো ম্যাচের সময় ড্রেসিংরুমেও বসেছে। কিন্তু তার বাইরেও অনেক প্লেয়ার রয়েছে, যারা ভিন্ন মানসিকতা, সংস্কৃতি নিয়ে দেশের নানা প্রান্ত থেকে এসেছে। কোচ হিসেবে তোমাকে কিন্তু প্লেয়ারদের গভীর ভাবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। কেউ কেউ চাপা স্বভাবের হয়। সেই তাকেই যদি কোচ ভরসা দেয়, আত্মবিশ্বাস দেয়, সেই ম্যাচ উইনার হয়ে যেতে পারে।''

শুভমনের অনুপস্থিতিতে দেবদত্ত পাড়িক্কল ভারতের স্কোয়াডে

মুম্বই, ২১ নভেম্বরঃ ভারতীয় ক্রিকেটে শুভমন গিলের ফিটনেস নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড পারথে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অনুষ্ঠিত হতে চলা বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির প্রথম টেস্ট ম্যাচের জন্য তরুণ ব্যাটার দেবদত্ত পাড়িক্কলকে ভারতের স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই সিদ্ধান্ত ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, কারণ গিলের ফিটনেস নিয়ে জল্পনা চলছে এবং তার অনুপস্থিতিতে পদিকলের অন্তর্ভুক্তি একটি স্ট্র্যাটেজিক পদক্ষেপ। বিসিসিআই এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, 'দেবদত্ত পাড়িক্কল টিমইন্ডিয়া স্কোয়াডে যোগ দিয়েছেন।' বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, 'এই বাঁহাতি ব্যাটার প্রথম টেস্টের আগে দলটির সাথে অনুশীলনে অংশ নিচ্ছেন এবং তার অভিজ্ঞতা ও উত্তেজনা দলের মধ্যে শেয়ার করছেন।' দেবদত্ত পাড়িক্কল, যিনি গত কয়েক বছরে ভারতের ক্রিকেট দলে তার নাম পোক্ত করেছেন, এবার অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতীয় দলে সুযোগ পাচ্ছেন। পাড়িক্কল গত আইপিএলে তার দুর্দান্ত ব্যাটিং পারফরম্যান্স দিয়ে ক্রিকেট মহলে নজর কেড়েছেন। তার ওপেনিং ব্যাটিং দক্ষতা এবং মধ্য অর্ডারে খেলার অভিজ্ঞতা তাকে ভারতীয় দলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্পে পরিণত করেছে। পাড়িক্কলের আগমন ভারতের জন্য বিশেষ কারণ গিলের ফিটনেস নিয়ে কিছু অনিশ্চয়তা রয়েছে। শুভমন গিল তার ব্যাটিংয়ের মাধ্যমে ভারতের ওপেনিং পজিশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছেন, তবে সাম্প্রতিক সময়ে তার ফিটনেস নিয়ে কিছু প্রশ্ন উঠেছে। যদি গিল ফিট না থাকেন, তবে পাড়িক্কল তার জায়গায় সুযোগ পেতে পারেন। শুভমন গিলের ফিটনেস নিয়ে কিছু প্রশ্ন উঠেছে, যা ভারতের টিম ম্যানেজমেন্টকে চিন্তা করতে বাধ্য করেছে। যদিও গিলের বর্তমান ফিটনেস পরিস্থিতি নিয়ে

বিসিসিআই বা টিম ম্যানেজমেন্ট থেকে কোনও অফিসিয়াল মন্তব্য করা হয়নি, তবে তার ফিটনেসের অবস্থান পর্যালোচনা করা হচ্ছে। গিলের অনুপস্থিতিতে পাড়িক্কলের অন্তর্ভুক্তি ভারতের জন্য একটি জরুরি সিদ্ধান্ত, বিশেষত যদি গিল পুরোপুরি ফিট না হন। ভারতীয় দলের জন্য গিলের অবস্থা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে, কারণ তার ফর্ম এবং কনসিস্টেন্সি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গত কিছু টেস্ট ম্যাচে গিল দলের ওপেনিং ব্যাটার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং তার অবদান দলের জন্য মূল্যবান ছিল। তার অনুপস্থিতিতে, পাড়িক্কলের মতো একজন প্রতিভাবান ব্যাটারকে দলে অন্তর্ভুক্ত করা, দলের ব্যাটিং শক্তি বজায় রাখতে সাহায্য করতে পারে। দেবদত্ত পাড়িক্কল ভারতীয় ক্রিকেটে নিজের স্থান তৈরি করেছেন। ২০২০ সালে আইপিএলে তার দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে বিশ্বক্রিকেটে নজর কেড়েছিলেন। তিনি রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে সফল ছিলেন। তার খেলার ধরন অত্যন্ত আগ্রাসী এবং কনসিস্টেন্ট, যা তাকে দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পদে পরিণত করেছে। ভারতীয় দলের জন্য পাড়িক্কলের অন্তর্ভুক্তি এমন সময়ে এসেছে যখন গিলের ফিটনেস নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। পাড়িক্কলের মতো প্রতিভাবান ব্যাটার, যিনি গত কয়েক বছর ধরে ভারতের অন্যান্য দলে সফলভাবে খেলেছেন, তার অন্তর্ভুক্তি দলের ব্যাটিং শক্তি বৃদ্ধি করবে। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি বিশ্বের অন্যতম কঠিন ক্রিকেট সিরিজ, যেখানে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া তাদের সেরা ক্রিকেট খেলে থাকে। এই সিরিজে ভারতের জন্য অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে, এবং তার মধ্যে অন্যতম হলো ওপেনিং ব্যাটিং পজিশন। শুভমন গিলের অবস্থা যদি যথেষ্ট আশাপ্রদ না হয়, তবে পাড়িক্কলকে দলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত ভারতীয় দলকে সঠিক পথের দিকে নিয়ে যেতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টেস্টে একটি শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপ থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাড়িক্কল যদি গিলের অভাব পূরণ করতে সক্ষম হন, তবে ভারতকে সাহায্য করবে তাদের ব্যাটিং লাইনআপে অতিরিক্ত শক্তি যোগ করার জন্য। ভারতীয় ক্রিকেট দল বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যেখানে তাদের প্রধান ওপেনিং ব্যাটার শুভমন গিলের ফিটনেস নিয়ে কিছু অস্পষ্টতা রয়েছে। বিসিসিআই দেবদত্ত পাড়িক্কলকে দলের সাথে যোগ করে একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি সিরিজের জন্য ভারতীয় দলের প্রস্তুতিকে শক্তিশালী করবে। পাড়িক্কলের অন্তর্ভুক্তি দলকে আরও শক্তিশালী এবং সুরক্ষিত অবস্থায় রাখবে, যদি গিলের ফিটনেস সমস্যা থাকে।

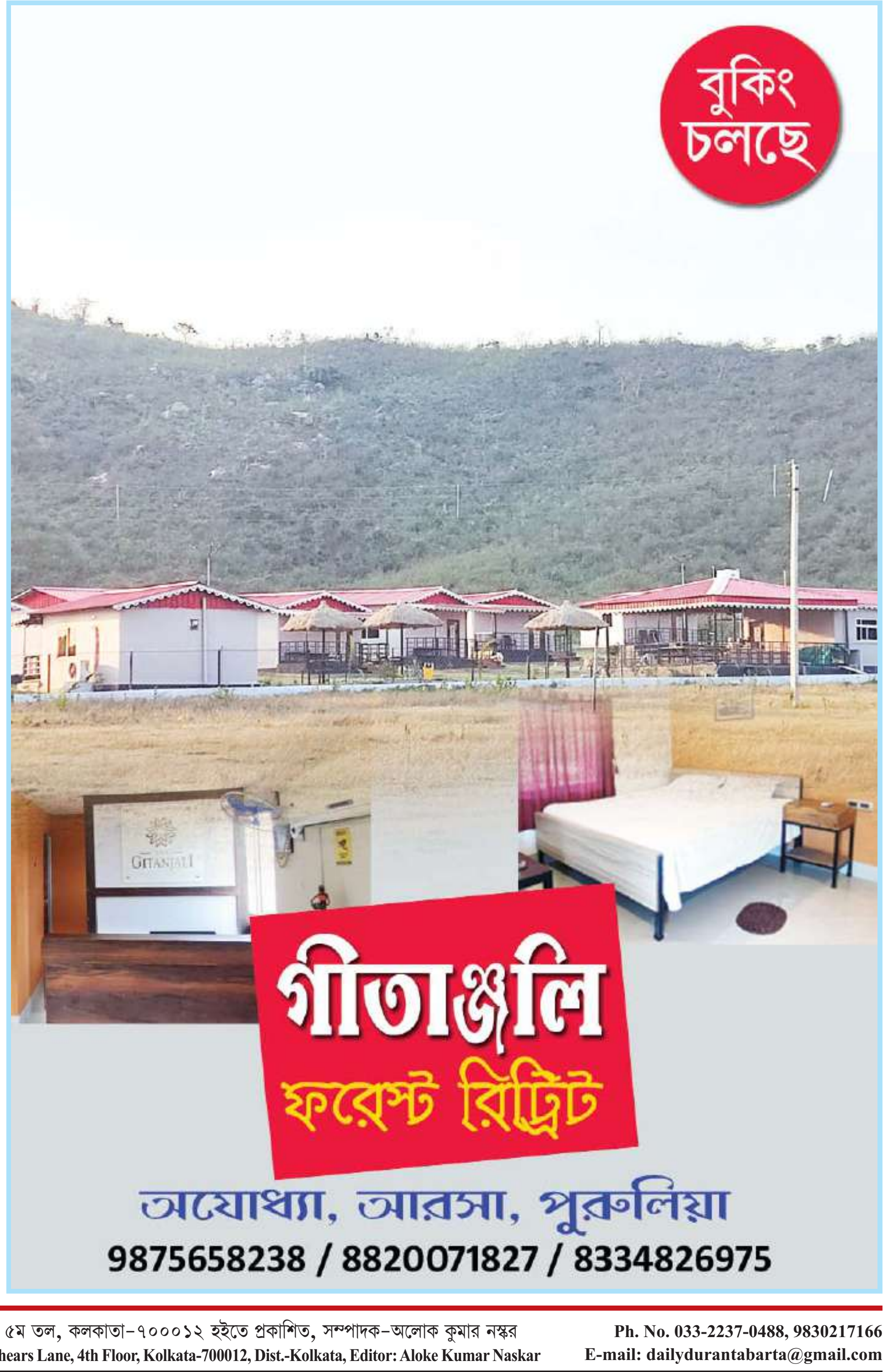

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com